উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,৩৯১.৭২ (-৫৩.৪৯)
নিফটি : ২৫,১০৪.২৫ (+১.০৫)

জনসংখ্যায় শীর্ষেই ভারত
২০২৩-এ জনসংখ্যায় চিনকে পিছনে ফেলেছিল ভারত। দু'বছর পরেও ছবিটা বদলায়নি। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এদেশের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটিতে পৌঁছে যেতে পারে। » ৭

কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব চান মমতা
বীরভূম জেলার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে জেলার নেতাদের বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ ৩৬°	সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৫°	সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৬°

খুনের পর লেখেন 'সাত জনম সাথ' » ৭

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 11 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 24

তীব্র গরমে অসুস্থ বহু স্কুল পড়ুয়া

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ১০ জুন : গরমের ছুটির পর স্কুল খুলেছে। কিন্তু সেই গরমেই পড়ুয়ারা নাজেহাল। তাহলে গরম এড়াতে ছুটির সময়সূচি কি আদৌ ঠিক? উঠছে প্রশ্ন।

মঙ্গলবার ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ১১টা। অসহ্য গরম। প্রখর রোদ আর তীব্র গরমে টিকে থাকাই দায়। গুঞ্জবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির এক পড়ুয়া হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরিবারের সদস্যরা ওই পড়ুয়াকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রায় চার কিলোমিটার দূরে রাজারহাট এলাকার বীরজাসুন্দরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরেক কাণ্ড। স্কুলের দ্বিতল ভবনের দোতলায় বড় ঘরগুলিতে মাত্র একটি করে পাখা। তার ওপরে টিনের শেড থাকায় গরমে সেই ঘরে থাকাই মুশকিল। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ ওই পড়ুয়াদের নীচের ঘরে নিয়ে গেল। নীচে একই ঘরে একাধিক ক্লাসের পড়ুয়াদের পড়ানো হল। তীব্র গরমে এদিন দিনহাটার দুই খুদে পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে।

গরমের ছুটি নিয়ে প্রতি বছরই শিক্ষা মহলে মতানৈক্য দেখা যায়। আবহাওয়াগত বৈচিত্র্যের কারণে উত্তরবঙ্গে গ্রীষ্মকাল দেরিতে আসে। তাই দুই বঙ্গে যাতে একই সময়ে গরমের ছুটি না দেওয়া হয় সেজন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি রয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের গরমের ছুটির নির্দেশিকায় এবারও একইভাবে দুই বঙ্গের ছুটি একসঙ্গে দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছিল। এদিন দিকে দিকে পড়ুয়াদের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবরে সেই প্রশ্ন আরও একবার জোরালো হল। অভিভাবকরাও পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠাবেন কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পড়েছেন। ঋষভ দাস নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'এখন যে হারে স্কুল ছুটি দেওয়া হয় তাতে নতুন করে আবার স্কুল ছুটির পক্ষে নই। তবে গরমের হাত থেকে শিশুদের বাঁচাতে মর্নিং শিফট চালু করা উচিত।' কোচবিহার জেলা অভিভাবক সমিতির সভাপতি শিবেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য, 'গরমের ছুটিগুলি জেলাভিত্তিক হওয়া উচিত। তাহলেই সমস্যা মিটবে।'

এরপর দশের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

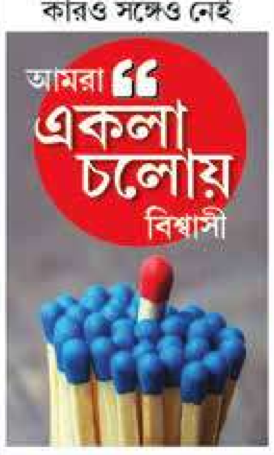

দহনদিন

রেকর্ড

- পুরুলিয়াকেও হার মানাল বাগডোগরা। মঙ্গলবার সেখানে তাপমাত্রা ছিল ৩৯.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যা এদিন রাজ্যর সর্বোচ্চ
- ২০২৩-এর রেকর্ড স্পর্শ করেছে জলপাইগুড়ি। '২৩-এর ৭ জুন জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একই জায়গায়।
- দার্জিলিং পাহাড়ের বাইরে প্রতিটি জায়গাতেই তাপমাত্রার অনুভূতি ছিল ৪৩-৪৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

কেন অনুভূতি বেশি

এসময় যেহেতু বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি রয়েছে, ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটায় শরীর থেকে জল প্রয়োজনমতো বাষ্পায়িত হতে পারছে না। বরং ঘাম বেশি হচ্ছে। কিছুটা শারীরিক অস্বস্তির জন্য তাপমাত্রা বেশি অনুভূত হচ্ছে।

গরমে মৃত্যু

- প্রচণ্ড গরমে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ভাটিবাড়ি বাজারে মৃত্যু বৃদ্ধের। হিটস্ট্রোকেই এই পরিণতি বলে মত চিকিৎসকদের
- মালদার সাহাপুরে স্কুলে বিদ্যুৎ না থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন শিক্ষিকা
- জলপাইগুড়ি জেলায় স্কুলে গিয়ে অসুস্থ তিন খুদে
- অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলেই টিনের শেড থাকায় পরিস্থিতি ভয়ংকর
- কিছু স্কুলে আবার নেই ফ্যান, ফলে গরমে কাহিল শিশুরা

গাছ কেটে এসির খোঁজ

প্রতিটি জেলা শহরেই কাটা পড়ছে একের পর এক গাছ। ব্যবসা, উন্নয়নের কুড়ুলের কোপ পড়ছে বনাঞ্চলেও। আইন মোতাবেক বৃক্ষরোপণ হয়নি। এদিকে, গরম থেকে বাঁচতে ঘরে ঘরে বসছে এসি।

মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

দার্জিলিং- ২৫.৬
জলপাইগুড়ি- ৩৮.৬
কোচবিহার- ৩৭.৭
মালদা- ৩৭,৬
শিলিগুড়ি- ৩৬.৭
(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)

কেন এমন পরিস্থিতি?

এই অঞ্চলে হঠাৎই সক্রিয় হয়ে উঠেছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ঝঞ্ঝার বাধায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে বৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্প টানতে পারছে না। পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে না কোনও ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপ অক্ষরেখা।

পূর্বাভাস

বুধ থেকে শনিবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সম্ভাবনা। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রবি এবং সোমবার। দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বুধ এবং বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার থেকে টানা তিনদিন মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

"বুধবার থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির বদল ঘটবে। শুক্রবার থেকে টানা কয়েকদিন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।"
-গোপীনাথ রাহা,
কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, আবহাওয়া দপ্তর, সিকিম

মমতা-শুভেন্দু বেনজির তর্জা

কটুকথায় গৌণ সেনা সম্মান

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জুন : সেনার সম্মানে প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি ছিল না কারও। প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ না থাকা নিয়ে অসন্তোষ ছিল বিজেপি শিবিরের। কিন্তু বিধানসভা মঙ্গলবার তেতে উঠল শাসক শিবির কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তোলায়। বিধানসভা হয়ে উঠল মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার বাগযুদ্ধের মঞ্চ।

শুভেন্দু অধিকারীকে 'লিমিটলেস অপোজিশন লিডার' বলে কড়া সমালোচনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা পালটা পরে মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের হয়ে কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেন। যার জেরে শেষপর্যন্ত বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব এনেছে তৃণমূল। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রস্তাব নিয়ে বুধবার সিদ্ধান্ত জানাবেন বললেও তাঁর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট।

অধ্যক্ষের সাফ কথা, 'বিধানসভার ভিতরে মুখ্যমন্ত্রী এমন কিছু বলেননি যা পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি বলে মনে হয়। অথচ বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা সাংবাদিক বৈঠকে মিথ্যাচার করেছেন।'

বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ বিজেপির। মাঝে শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু অবশ্য বলেন, 'নোটিশকে থোড়াই কেয়ার। ওঁদের দম জানা আছে। আগে সাতবার স্বাধীকার ভঙ্গের নোটিশ দিয়েছে। এটা আটবার হবে। চিঠি পাঠালে যা বলার বলব।'

সরকারপক্ষ এমন একটি প্রস্তাব মঙ্গলবার পেশ করেছিলেন, যা নিয়ে মতবিরোধের কোনও সুযোগ ছিল না। সেনাকে প্রস্তাবে সম্মান জানালেও অপারেশন সিঁদুর উল্লেখ না করায় এবং সেই অভিযানে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতিত্ব দিতে শাসকপক্ষ রাজি না থাকায় বিরোধ চরমে ওঠে।

মমতা তাঁর ভাষণে বলেন, 'এই সময়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা করতে পারল না।' কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এটা টোটাল ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর। কেন সরকারের কাছে খবর ছিল না? এটা সরকারের ব্যর্থতা।' তাঁর এই বক্তৃতার সময় বিরোধী বেঞ্চে বিজেপি বিধায়করা 'মোদি মোদি' স্লোগান দিতে শুরু করেন।

এতে ক্ষুব্ধ মমতা শুভেন্দুর উদ্দেশে বলেন, 'আপনাকে আমি ইগনোর করি। *এরপর দশের পাতায়*

নদীতে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু

শিবশংকর সূত্রধর ও কৌশিক বর্মন

কোচবিহার ও বাণেশ্বর, ১০ জুন : নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হল দুই তরুণের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে মোটরবাইকে চেপে কোচবিহার শহরের বাসিন্দা তিন বন্ধু ঐতিহ্য দত্ত, অয়ন্তিক ভৌমিক ও প্রার্থী চৌধুরী ঘরঘরিয়া নদীতে স্নান করতে যান। ঐতিহ্য ও অয়ন্তিক নদীতে স্নান করতে নামলেও সাঁতার না জানায় প্রার্থী জলে নামেননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐতিহ্য (১৯) ও অয়ন্তিক (১৮) তলিয়ে যান। ঘণ্টাখানেক পরে পুণ্ডিবাড়ি থানা ও বাণেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে। পুণ্ডিবাড়ির ওসি সোনম মাহেশ্বরী জানিয়েছেন, 'দেহ উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুণ্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত বাণেশ্বর-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কের পাশে আমবাড়ি ঘরঘরিয়া সেতু সংলগ্ন এলাকায় দুই তরুণ স্নান করতে নেমেছিলেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই সময় নদীতে ভালোই জল রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, দুই তরুণ স্নান করতে করতে আচমকাই গভীর জলে তলিয়ে যান। নদীর তীরে থাকা তাঁদের বন্ধু প্রার্থী এই দৃশ্য দেখে চিৎকার শুরু করে দেন। ঘটনাস্থলের কাছে থাকা অন্য বাসিন্দারাও হইচই শুরু করেন। প্রার্থী বলেন, 'আমি সাঁতার জানি না, তাই জলে নামিনি।' দুই তরুণের জলে তলিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বাণেশ্বর ফাঁড়ির ইনচার্জ মন্তোষ চৌধুরী সহ অন্য পুলিশকর্মীরা। তড়িঘড়ি পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে নেমে দুই তরুণের খোঁজে তল্লাশি চালাতে শুরু করেন। তলিয়ে যাওয়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঐতিহ্যর দেহ উদ্ধার হয়। পরে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করলে অয়ন্তিকের দেহ মেলে। অয়ন্তিককে খুঁজতে নদীতে ঝাঁপ দেন তাঁর মা। অবশ্য বাকিরা তাঁকে নিরাপদে তুলে আনেন।

খবর পেয়ে এমজেএন মেডিকেলে যান প্রাক্তন সাংসদ তথা এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরী, কোতোয়ালির আইসি তপন পাল সহ অন্যরা। মৃত ঐতিহ্য কোচবিহার শহরের বাজারের মাঠ এলাকার বাসিন্দা। তিনি রাজস্থানে পড়াশোনা করছিলেন। *এরপর দশের পাতায়*

তলিয়ে যান

- মোটরবাইকে চেপে তিন বন্ধু ঘরঘরিয়া নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন
- ঐতিহ্য ও অয়ন্তিক নদীতে স্নান করতে নামলেও সাঁতার না জানায় প্রার্থী জলে নামেননি
- দুই তরুণ স্নান করতে করতে আচমকাই গভীর জলে তলিয়ে যান
- প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঐতিহ্যর দেহ উদ্ধার হয়
- সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করলে অয়ন্তিকের দেহ মেলে

অবরোধে আটকে নরকযন্ত্রণা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১০ জুন : মঙ্গলবার দুপুরে তখন তীব্র রোদ। তারই মধ্যে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের কাশিয়াবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কে শতাধিক যাত্রীবাহী বাস ও যানবাহনের লাইন। তাতে থাকা যাত্রীরা ঘেমেনেয়ে একশা। কিন্তু এই ভোগান্তির কারণ কী? এখানে মরা রায়ডাক নদীর ওপর দীর্ঘদিন ধরে একটি সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন বাসিন্দারা। সেই দাবি পূরণে প্রশাসনিক উদাসীনতায় ক্ষোভ চরমে উঠেছে। তাই এদিন বাঁশ বেঁধে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে দেখান তাঁরা। আর টানা তিন ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের জেরে রীতিমতো নরকযন্ত্রণা পোহাতে হয় কয়েক হাজার যাত্রীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ-২'এর বিডিও দালাকি লামা ও বক্সিরহাট থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের অবরোধ তুলে নিতে বললেও গ্রামবাসীরা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন। শেষপর্যন্ত যাত্রীবাহী সমস্ত যানবাহনকে বাইপাস দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। পরে অবশ্য প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

সেতুর দাবিতে বিক্ষোভ

অসম-বাংলা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।

বিক্ষোভকারী কার্তিকচন্দ্র পালের কথায়, 'শুখা মরশুমে ঝুঁকি নিয়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে যাতায়াত চললেও বর্ষায় দুর্গতি বাড়ে। বর্ষায় নদীর জলস্তর বেড়ে গেলে এই পথে যাতায়াত বন্ধ থাকে। বছরের পর বছর এমনটা চলতে থাকলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।' তাই পাকা সেতুর দাবিতে অবরোধে শামিল হয়েছেন বলে জানান তিনি। বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবাড়ি ও বারকোদালি গ্রামের মাঝবরাবর বয়ে গিয়েছে মরা রায়ডাক। বারকোদালিতে অন্তত সাতশো পরিবারের বাস। তবে শুধু বারকোদালিই নয়, পড়শি রাজ্য অসমের পোকালাগির বাসিন্দাদেরও যোগাযোগের ভরসা এই সাঁকো। এই নদীর ওপর সেতু তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের।

এদিকে, অবরোধের ফলে অসম-বাংলা সংযোগকারী জাতীয় সড়কে প্রায় ছয় শতাধিক পণ্যবাহী লরি ও শতাধিক যাত্রীবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। এদিন বাসে কোচবিহার থেকে বক্সিরহাট যাচ্ছিলেন পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী বিপ্লব চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'এলাকাবাসীদের দাবি থাকতেই পারে। তবে সেই দাবি আদায়ের নামে এভাবে যাত্রীদের ভোগান্তি এটা *এরপর দশের পাতায়*

প্রকৃতি কর্মশালা

কালচিনি, ১০ জুন : অসমের একটি প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন সহ আরও দুই সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়ে কালচিনির বনছায়া বস্তিতে সোমবার থেকে কর্মশালা শুরু হয়েছিল। তা শেষ হল মঙ্গলবার। সেখানে প্রকৃতিকে রক্ষা করা নিয়ে আলোচনা করেন অসমের ওই সংগঠনের রিসোর্সপার্সন সৌম্যদীপ দত্ত, আরেকটি আয়োজক সংগঠনের সদস্য রামকুমার লামা প্রমুখ। সেখানে লোকনৃত্য ও লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্র্যাঞ্চ, এনজেপি(শিলিগুড়ি)
তৃতীয় তলা, ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ইমেল ঃ- cs8289@pnb.co.in, টেলি ঃ- ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪

রেফারেন্স নং ঃ এআরএমবি/এনজেপি/ /২০২৫-২৬ **তারিখ ঃ- ০৩.০৬.২০২৫**

প্রতি, শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়াল শ্রী ইন্দ্র চাঁদ আগরওয়ালের পুত্র বি-২, স্নোহিল রেসিডেন্সি তৃতীয় তলা, জ্যোতিনগর, তরাই ব্লাড ব্যাংকের নিকট, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলাঃ- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১	প্রতি, শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়াল শ্রী ইন্দ্র চাঁদ আগরওয়ালের পুত্র মেসার্স ঃ- বালাজি ফিনানশিয়াল সলিউশন এইচ/১০০/৬/এম, সেবক রোড, ওয়ার্ড নং-৪১ শিলিগুড়ি, জেলাঃ- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১	প্রতি, শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়াল শ্রী ইন্দ্র চাঁদ আগরওয়ালের পুত্র ওদলাবাড়ি বাজার, ওদলাবাড়ি মল, জেলাঃ- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫২২২
প্রতি, শ্রীমতী কোমল চুঘ শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী রামকৃষ্ণ রোড, ওয়ার্ড নং-১৪, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি পুর নিগম নং-১৪, পোস্ট এবং থানা-শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিনঃ- ৭৩৪০০১	প্রতি, শ্রীমতী কোমল চুঘ শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী বি-২, স্নোহিল রেসিডেন্সি, তৃতীয় তলা, জ্যোতিনগর, তরাই ব্লাড ব্যাংকের নিকট, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলাঃ- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১	প্রতি, শ্রীমতী কোমল চুঘ শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী মেসার্স ঃ- কোমল সলিউশন, এইচ/৩১০/৭৮/২, প্ল্যানেট'স বিল্ডিং সেবক রোড, ওয়ার্ড নং-৪১, শিলিগুড়ি, জেলাঃ- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১

বিষয় :- ব্যাংকের দখলীভূত সম্পত্তির সমস্ত ব্যক্তিগত সামগ্রী এবং জিনিসপত্রের অপসারণ।

প্রিয়, স্যার/ম্যাডাম

আপনি অবগত আছেন যে, ০২.০৬.২০২৫ তারিখে নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তিটি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক দখল করা হয়েছে যা, ব্যাংকের আর্থিক সুবিধার জন্য বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট'' সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী করা হয়েছে।

আপনাকে এতদ্বারা আপনার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, সামগ্রী এবং অস্থাবর জিনিসপত্র উল্লেখিত প্রেমিসেস থেকে এই চিঠি প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায়, ব্যাংক কোনো প্রকার ঝুঁকি, খরচ এবং দায়বদ্ধতা ছাড়াই জিনিসপত্র অপসারণ ও নিষ্পত্তি করতে বাধ্য হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্য জিনিসপত্র সরানো না হলে ব্যাংক কোনো ক্ষতি, ভাঙচুর বা জিনিসপত্রের স্থানচ্যুতির জন্য দায়ী থাকবে না।

সম্পত্তির বিবরণ ঃ-

প্রথম ইউনিটের সমস্ত অংশ ফ্ল্যাট হিসেবে পঞ্চম তলায় দলিল অনুসারে দলিল নং - I-৩৮৯৮ ২০১৮ সালের হিসেবে নিবন্ধিত বই-I, ভলিউম নং - ০৭১১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৯৩১৯৫ থেকে ৯৩২৩২ ২০১৮ সালের হিসেবে ১৯৪৪ বর্গফুট পরিমাপের এলাকায় (সুসজ্জিত রূপে নির্মিত এলাকা অন্তর্ভুক্ত) ফ্ল্যাট নং - এ৪, ব্লক - এ ৩ বিএইচকে ফ্ল্যাট এবং একটি গাড়ি রাখার বিনামূল্যের পার্কিং-এর স্থান (আচ্ছাদিত গ্যারেজ) নীচ তলায় অবস্থিত ১২০ বর্গ ফুট -এর ব্লক-এ পার্কিং নং -২১এ 'ফ্ল্যাট এবং গ্যারেজের' অন্তর্ভুক্ত 'ডলফিন সিগন্যাচার' নামের বিল্ডিং-এ অবস্থিত। যেটির ঠিকানা জ্যোতিনগর, শান্তিনিকেতন হাউজিং কমপ্লেক্সের নিকট, পোস্ট :-সেবক রোড, থানা- ভক্তিনগর, ২ ½ মাইল, শিলিগুড়িতে অবস্থিত। সম্পূর্ণ ৮৯ কাঠা ১.৫ ছটাক ৭ স্কোয়ার ফিটের জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ খতিয়ান নং-২৪১ (পুরাতন) ৩, ৪, ৫, ৫৩, ৫৪, ৫১, ৫৫, ৫২ (নতুন), প্লট নং-১৫২ (পুরাতন) এবং ১৫৩ (পুরাতন), ২৩ (নতুন), জে এল নং ০২, শিট নং-৮ (পুরাতন), ৬৬ (নতুন), মৌজা-ডাবগ্রাম, পরগণা-বৈকুণ্ঠপুর, ওয়ার্ড নং ৪১ শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত, থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি অন্তর্ভুক্ত।

আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই বিষয়টিকে জরুরি হিসেবে বিবেচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার জিনিসপত্র সরানোর ব্যবস্থা করুন, যে কোনও স্পষ্টীকরণের জন্য, আপনি কার্যালয়ের সময়ে নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আপনাকে ধন্যবাদ

আপনার বিশ্বস্ত
দীপক কুমার শাহ
অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক
এআরএমবি শিলিগুড়ি

ক্যারাটেতে ১২ রত্ন

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১০ জুন : মেজবিলের কৃষক পরিবারের সন্তান শিবশংকর সরকার। আর পলাশবাড়ির নয়ন বর্মনের বাবা পরিযায়ী শ্রমিক। দুজনই ক্যারাটে শিখে একাধিক পদক পেয়েছেন। এখন তাঁরা বিনামূল্যে স্কুল পড়ুয়াদের ক্যারাটে শেখান। তাদের মধ্যে ১৩ জন এবার একাদশ ওপেন ক্যারাটে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিল। ৮ জুন শিলিগুড়িতে প্রতিযোগিতাটির আসর বসে। সেখানে একাধিক পদক পেয়ে মঙ্গলবার বাড়ি ফিরল মীনাক্ষী বিশ্বাস, শুভজিৎ বর্মনরা। কেউ জিতেছে স্বর্ণপদক, কারও ঝুলিতে ঢুকেছে সিলভার এবং ব্রোঞ্জপদক।

শিবশংকরের কথায়, 'গ্রামের আরও অনেকে এখন ক্যারাটে শিখছে। তাদের মধ্যে বাছাই করা ১৩ জনকে নিয়ে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ির ওই প্রতিযোগিতায়। ১২ জনই পদক পেয়েছে।' ওদের এই সাফল্য আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে বলে জানালেন নয়ন।

১২ জনের মধ্যে জোড়া স্বর্ণপদক পায় অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ঋক বর্মন। সে ক্যারাটের কাতা এবং কুমি, দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়। নবম শ্রেণির শুভজিৎ বর্মন এবং একাদশ শ্রেণির ধীরাজ মণ্ডল কাতা বিভাগে স্বর্ণপদক পেয়েছে। তবে কুমিতে শুভজিতের ঝুলিতে ঢুকেছে সিলভার এবং ধীরাজের ব্রোঞ্জ। নবম শ্রেণির স্মিতা দাস আবার দুই বিভাগেই ব্রোঞ্জপদক জিতেছে। পৌলোমিতা রায় কাতা বিভাগে জিতেছে স্বর্ণপদক। মীনাক্ষী বিশ্বাস কাতাতে স্বর্ণপদক জিতেছে, কুমিতে পেয়েছে ব্রোঞ্জ। ত্রিসা রায় কুমিতে পদক পায়নি। তবে কাতা বিভাগে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে। সৌত্রিক বর্মন কাতাতে ব্রোঞ্জ, কুমিতে সিলভার, রমিক সরকার কাতা ও কুমি, দুটিতেই ব্রোঞ্জ, সুদীপ্ত বর্মন কাতা বিভাগে ব্রোঞ্জ, জিসু বিশ্বাস এবং অপু বর্মন কাতা বিভাগে সিলভার পদক জিতেছে।

এভাবে পদক মেলায় পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে অনেকটাই। ঋকের কথায়, 'পদক পাব, সেটা ভেবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে দুটো বিভাগেই স্বর্ণপদক পাব, সেটা ভাবিনি। এই জয় মনের জোর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

এখন মেয়েদের সুরক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের অনেকেই চিন্তিত। তা ভেবেই মেয়েকে আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে পাঠান দেবকুমার বিশ্বাস। তাঁর মেয়ে মীনাক্ষী স্বর্ণ এবং ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। দেবকুমারের কথায়, 'কৃষিকাজ করি। কিন্তু দিনকাল ভালো না। তাই মেয়ে যাতে নিজের সুরক্ষা নিজেই করতে পারে, সেই ভেবে মেয়েকে ক্যারাটেতে দিই। আর তাতে সে পদক জিতেছে। এজন্য আমরা আরও বেশি খুশি।' এই পড়ুয়ারা যোগেন্দ্রনগর হাইস্কুল, শিলবাড়িহাট হাইস্কুল এবং শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায় বললেন, 'পড়াশোনার বাইরে ক্রীড়াজগতেও পড়ুয়াদের এমন সাফল্যের কথা জেনে ভালো লাগে। এই পদক বাকি পড়ুয়াদের আরও বেশি উজ্জীবিত করবে।'

পদক হাতে মেজবিলের পড়ুয়ারা।

> পদক পাব, সেটা ভেবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে দুটো বিভাগেই স্বর্ণপদক পাব, সেটা ভাবিনি। এই জয় মনের জোর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
>
> **– ঋক বর্মন** *স্বর্ণপদক জয়ী*

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার চাঁচলে

চাঁচল, ১০ জুন : সোমবার গভীর রাতে চাঁচল থানার কালীগঞ্জ এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হয় এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম শেখ মিনসারুল (৫০)। বাড়ি জগন্নাথপুর এলাকায়। গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। বাইক সহ ধৃতকে ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি পাইপ গান, একটি কার্তুজ। সঙ্গে থাকা বাইক এবং একটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এল, কী উদ্দেশ্য ছিল, এসব আমরা খতিয়ে দেখছি।'

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

ব্যবসা/বাণিজ্য

ময়নাগুড়ি আশীর্বাদ মাইক্রোফাইন্যান্স শাখা অফিসটি শ্মশানঘাট মোড় থেকে দেবীনগর ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উপরে স্থানান্তরিত হল। 7601969947. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমার পিতার ভোটার আই.ডি. কার্ড নং LZL 2292654 এবং আধার কার্ড নং 895470095769 নাম ভুল থাকায় গত 21.03.25, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Abu Taleb, Aabutaleb Mia এবং Abu Taleb Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। ঢাংটিংগুড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার পঃ বঃ-Mostafir Alam. (C/115963)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-64/23038 নাম ভুল থাকায় গত 09-06-2025 নোটারি পাবলিক সদর, কোচবিহার, পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Arindam Biswas এবং Arindom Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাজরা পাড়া, কোচবিহার। (C/116786)

•

I, Sunil Roy, S/o. Dwijendra Nath Roy, Permanent Address - Vill - Badani Para, Post. Dhap ganj, Dist. Jalpaiguri (W.B.), Pin - 735122, Posted Ad 52nd BN SSB Araria, Bihar, Pin - 854311, Uin - 11060607 HC/GD. Erroneously my Mother name and DOB, Taramuni Roy, 01-01-1957 in my service book. On 10-06-2025 before E.M. Court, Jalpaiguri I declared Actual my mother name is Taramani Roy and D.O.B. is 02-09-1957. (C/116615)

•

জন্ম শংসাপত্রে আমার পিতার নাম ভুল থাকায় গত 06.05.25 তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Subhash Chandra Roy এবং Subhash Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। Victor Roy, Jalpaiguri. (C/116613)

•

আমার ভোটার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত ০৯-০৬-২০২৫ তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Monali Khatun এবং Bachha Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/116611)

•

আমার ভোটার কার্ড নং-WB/01/005/606012, আধার কার্ড নং - 305691607317 এবং প্যান কার্ড নং - CSYPK5077R-এ আমার নাম ভুলক্রমে Paresh Karji হওয়ায় গত 09-06-2025 J.M. 1st ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Paresh Karji এর বদলে Paresh Karjee হলাম। Paresh Karjee ও Paresh Karji একই ব্যক্তি। Paresh Karjee, ঘুঘুমারী, কোচবিহার।

হারানো/প্রাপ্তি

আমি জিতেন ঘোষ Chain Sale Deed No. 8422 Date-16-12-2013 এই নাম্বার দলিলটি গত 27-05-2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 9907921161 নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। (C/116789)

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 9434117292. (C/116804)

•

Application are invited for the D.El.ED. post of Asst. Prof. in Bio-Science in Manoranjan Saha memorial B.Ed College. Mob No-9641935498. President. (S/C)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনার উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম ঃ** মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর (বিজিপি), নাথনগর (এনএটি), নিমতিতা (এনআইএলই), সুজনীপাড়া (এসপিএলই), তিনপাহাড় (টিপিএইচ), সাহিবগঞ্জ (এসবিজি) ও রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লটের পরিচালনা। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্কিং-২৫-০৭। **অকশন শুরু ঃ** ২৫.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। যথাক্রমে **ক্রমিক সংখ্যা ও লট নং; স্টেশন ঃ** (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১; ভাগলপুর। (২) পার্কিং-এমএলডিটি- এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২; নাথনগর। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স- ৫৪-২৩-১; নিমতিতা। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১; সুজনীপাড়া। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-টিপিএইচ-এমএক্স-২৭-২৫-১; তিনপাহাড়। (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএক্স-৬৭-২৫-২; সাহিবগঞ্জ। (৭) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-৭৪-২৫-১; রাজমহল। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-81/2025-26) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

২০২৫-২৬ (ইএন-০১/২০২৫) বর্ষের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন বেতন স্তরে স্কাউটস এবং গাইডদের জন্য (খোলা বিজ্ঞাপন) নিয়োগ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ বর্ষের জন্য ১২টি পদ [লেভেল-২ গ্রুপ-সি = ০২টি পদ এবং লেভেল-১ (পূর্ববর্তী গ্রুপ-ডি) = ১০টি পদ] পূরণের জন্য ভারতের নাগরিক যোগ্য স্কাউটস এবং গাইডদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করছেন।

বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০২৫
আবেদনের শেষ তারিখ ঃ ০৭/০৭/২০২৫

দ্রষ্টব্য ঃ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহুল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি উপ-বিভাগ, লক্ষদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য, শেষ তারিখ ১৭/০৭/২০২৫ শুধুমাত্র ডাকযোগে।

আবেদনকারীরা বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট ঃ **www.nfr.indianrailways.gov.in** → জেনারেল ইনফো রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন্স (ক্রীড়া, স্কাউটস ও গাইডস এবং সাংস্কৃতিক) → স্কাউটস ও গাইডস কোটার জন্যে নিয়োগ।

জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

CORRIGENDUM

It is to notify all concern that following changes has been made in N.I.Q. No:- PHE/SWSD/EE/N.I.Q-03 of 2025-26 (Sl No 01) 2nd Call, of this office

PARTICULARS	DATE AND TIME
Both Technical and financial bid submission closing date (offline)	**IN PLACE OF** 11.06.2025 Upto 2.00 P.M. **TO BE READ AS** 17.06.2025 Upto 2.00 P.M.
Date of opening of Technical Proposals (offline)	**IN PLACE OF** 12.06.2025 at 2.00 P.M. **TO BE READ AS** 18.06.2025 at 2.00 P.M.

Please log-in in the following website : **https://wbphed.gov.in** for details. **ALL OTHER TERMS AND CONDITION WILL REMAIN SAME**

Sd/- Executive Engineer
Siliguri W/S Division
P.H.E. Dte

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD-I/EO-ET/03/2025-26, Dt. 09/06/2025.

Last date and time for bid submission-19/06/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Alipurduar-I Panchayat Samity
Panchkolguri :: Alipurduar

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001
NIeQ No.-07-DE/SMP/2025-26 (2nd Call)

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-Quotation is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different items supply works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of work

Start date of submission of bid : 11.06.2025 (As per Server Clock)
Last date of submission of bid : 23.06.2025 (As per Server Clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending Quotationers may visit the website, namely- https://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

নং. আরই/এওয়াইইউ-জিইউপি/১ তারিখ ঃ ০৪-০৬-২০২৫
প্রোফর্মা ১০-০২

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অভয়াপুরী (ব্যতীত) -গৌরীপুর (ব্যতীত)-এ ২৫ কেভি এসি ট্র্যাকশনের প্রবর্তন পথ ব্যবহারকারীদের প্রতি সতর্কবার্তা

এতদ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অভয়াপুরী (ব্যতীত) -গৌরীপুর (ব্যতীত)সেকশনের মধ্যে ২৫ কেভি এসি ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের প্রবর্তন সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে অত্যধিক উচ্চতার লোডের সংস্পর্শের জন্য অথবা জীবন্ত ট্র্যাকশন ওয়্যার-এর জন্য সম্ভাব্য বিপদ প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি লেভেল ক্রসিঙে রাস্তার স্তর থেকে নির্দিষ্ট ৪.৭৮ মিটার উচ্চতায় গজের উচ্চতা উত্থিত করা হয়েছে।

সেকশন	তারিখ
অভয়াপুরী (ব্যতীত) -গৌরীপুর (ব্যতীত)	১৫-০৬-২০২৫

এতদ্বারা গাড়ি লোডিং করার সময় নির্ধারিত উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি কোনো কারণেই যেন গাড়িগুলির বহন করা সামগ্রী গজের উচ্চতা লঙ্ঘন না করে, তা নিরীক্ষণ করার জন্য জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে।

অত্যধিক উচ্চতার লোড থেকে সম্ভাব্য বিপদগুলি নিম্নরূপঃ-

i) গজের উচ্চতার প্রতি বিপদ এবং পথের পাশাপাশি রেলওয়ে লাইনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে।
ii) বহন করা সামগ্রী অথবা উপকরণ অথবা গাড়ির নিজস্ব বিপদ।
iii) আগুনের বিপদ এবং কনডাক্টরের সংস্পর্শ অথবা বিপজ্জনক নৈকট্যের ফলে জীবনের ঝুঁকি।

ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন/শিলচর

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এলএইচবি ইজি এসি কোচসমূহের জন্যে সুইচ বোর্ড কেবিনেট

টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৪৬৯ তারিখঃ ০৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৮৪-২০১৫ (আরইভি.১) অনুসারে এলএইচবি ইজি এসি কোচসমূহের জন্যে সুইচ বোর্ড কেবিনেট, প্যাকিং নির্দেশ- পিআই ১১৫ ভিইআর ৩.০ মেকঃ আরডিএসও অনুমোদিত ফার্ম। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ৭৪,৮৭০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিএমএম/ডিজিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

নং. আরই/এওয়াইইউ-জিইউপি/১ তারিখ ঃ ০৪-০৬-২০২৫
প্রোফর্মা ১০-১

স্থান ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অভয়াপুরী (ব্যতীত)-গৌরীপুর (অন্তর্ভুক্ত) নীচে উল্লেখিত লাইনগুলির পূর্ণ সেকশনের উপর অবস্থিত রেলওয়ে লাইন ও চত্বরগুলির সকল ব্যবহারকারীর জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট সেকশনের বিপরীতে নির্দিষ্ট তারিখে অথবা তার পরে নতুন স্থানে ২৫ কেভি, ৫০ এইচজেড, এসি সিঙ্গল-ফেজ ওভারহেড ট্র্যাকশন ওয়্যারের পাশাপাশি পাওয়ার সাপ্লাই স্থাপন করা হবে ও প্রবলভাবে সক্রিয় হবে এবং একই তারিখে এবং ওই তারিখ থেকে ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইন ও ট্র্যাকশন স্থাপনকে সর্বদা সক্রিয় হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং অকর্তৃত্বশীল কোনো ব্যক্তিকে উল্লেখিত ওভারহেড লাইনের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হবে না অথবা নিকটে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না।

সেকশন	রেলওয়ে	ডিভিশন	কিলোমিটার থেকে	কিলোমিটার পর্যন্ত
অভয়াপুরী (ব্যতীত)-গৌরীপুর (অন্তর্ভুক্ত)	উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে	রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার	কেএম/স্থান নং.-২৪৬/১৩ (সিএইচ ঃ ২৪৬/৪৮৮)	কেএম/স্থান নং.-১৬২/৫ (সিএইচ ঃ ১৬২/৫৩১)
আরকেএম ঃ ৮৪.৫৭৭/ টিকেএম ঃ ১০০.৪১১				

ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন)/শিলচর

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্রাঞ্চ, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
[ইমেল : cs8289@pnb.co.in ফোন নং : ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ, সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক/প্রাকৃতিক/প্রতীকী দখল ব্যাংক / সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে উদ্ধৃত তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) থেকে ব্যাংক / সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বকেয়া পুনরুদ্ধার করা হবে। নির্দিষ্ট সম্পত্তির হিসেবে, সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রিম অর্থমূল্য যা জমা দিতে হবে তা নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির অনুসূচি

ক্রমিক নং	ক) শাখার নাম / খ) অ্যাকাউন্টের নাম / গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা বন্ধকদাতা/মালিকের নাম (সম্পত্তিগুলির বন্ধকদাতা)	ঙ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীন সেকশন ১৩(২) এর ডিমান্ড নোটিশের তারিখ / চ) বকেয়ার পরিমাণ / ছ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীন সেকশন ১৩(৪)-এর দখলের তারিখ / জ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/প্রাকৃতিক/গঠনমূলক	ক) সুরক্ষিত অর্থমূল্য / খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) / গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময়	ঙ) সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতার বর্ণনা* সুরক্ষিত ঋণদাতা (গণ)- এর জানা মতে
১	ক) বালুরঘাট (০২৫৫২০) খ) মেসার্স লোকনাথ মডার্ন রাইস মিল গ) শ্রীমতী বুলবুলি কুণ্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডুর স্ত্রী ঠিকানা : গ্রাম এবং পোস্ট : বেলতলা পার্ক, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পিন কোড - ৭৩৩১০৩ ১) জামিনদাতা : শ্রী নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু (মৃত) মৃত জামিনদাতার আইনগত উত্তরাধিকারী : ক) শ্রী নয়ন কুণ্ডু, প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডুর পুত্র ঠিকানা : গ্রাম এবং পোস্ট : বেলতলা পার্ক, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (প.ব.), পিন কোড : ৭৩৩১০৩ খ) শ্রীমতী পাপিয়া কুণ্ডু (রায়) প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডুর কন্যা ঠিকানা : গ্রাম এবং পোস্ট : বেলতলা পার্ক, থানা - বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (প.ব.), পিন কোড : ৭৩৩১০৩ ২) শ্রী নয়ন কুণ্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডুর পুত্র, ঠিকানা : গ্রাম এবং পোস্ট : বেলতলা পার্ক, থানা - বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (প.ব.), পিন কোড : ৭৩৩১০৩	ঘ) ১. সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ ফ্যাক্টরির জমি এবং ভবনটি জে.এল নং - ২৪০, এল.আর খতিয়ান নং (পুরাতন) - ১১৩, ৮৮, ১১, ১১২, ৭৫, ৩১, ৫৮, ১০৮, ০৮, ৪৭, ৬৫, ৬৬, ৪৫, ১০০, এলআর খতিয়ান নং (নতুন) - ২৩৭, প্লট নং - ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৭/১৯২, ১৫৭/১৯১, ১৬১/১৯৪ এবং ১৬১, মৌজা : চকভিবোল, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রেণি : মিল, পরিমাপগত সম্পূর্ণ জমির এলাকা ৩.৯১ একর শ্রীমতী বুলবুলি কুণ্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডুর স্ত্রীর স্বত্বাধিকারে ৮ নম্বরের দলিলে বন্ধকগত দলিল নং : ১৮০৫ / ২০০১, ২২২৪ / ২০০৯, ১৬১১ / ২০০৭, ১৬৫২ / ২০০৫, ১৭৭৮ / ২০০৮, ১৬৩৩ / ২০০৫, ২০১০ / ২০০১, ৭০১ / ২০০৯ আয়ত্তাধীন। ২. সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ যে জমি এবং ভবনটিতে অবস্থিত মৌজা জে.এল নং : ২৪০, এল.আর খতিয়ান নং (পুরাতন) : ৫১, ৮০, ৪৪, ৭৫, ৭৮, এবং ৫৬, এলআর খতিয়ান নং (নতুন) : ২৩৭, প্লট নং : ১৪১, ১৫৫, মৌজা : চকভিবোল, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রেণি : মিল /বাস্তু, পরিমাপগত সম্পূর্ণ এলাকা : ০.১০ একর, শ্রীমতী বুলবুলি কুণ্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডুর স্ত্রীর স্বত্বাধিকারে বন্ধকগত ২ নং এবং দলিল, দলিল নং - ২৩১২ / ২০০০ এবং ৩১৭৬ / ২০০০-এর আয়ত্তাধীন ৩. দায়বদ্ধন শিল্পোদ্যোগের সরঞ্জাম এবং কলকাতা ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা এবং নির্দিষ্ট মেশিনের অন্তর্ভুক্ত ঋণগ্রহীতার অর্থ প্রদানের দ্বারা তৈরি গ্রাম এবং পোস্ট : চেকড়, নাসিরপুর, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (প.ব.), পিন কোড - ৭৩৩১০৩ সম্পত্তির মালিকের নাম : শ্রীমতী বুলবুলি কুণ্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডুর স্ত্রী	ঙ) ৩০/০৯/২০২৪ চ) টাঃ ৫,২০,৩৩,৫১২.৫৯+ আরও সুদ ছ) ২৬/১২/২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) ১) টাঃ ১২৬.৩৫ লক্ষ ২) টাঃ ১.৯৯ লক্ষ ৩) টাঃ ১৮.৭৮ লক্ষ খ) ১) টাঃ ১২.৬৩ লক্ষ ২) টাঃ ০.১৯৯ লক্ষ ৩) টাঃ ১.৮৭৮ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) ১) টাঃ ০.৪০ লক্ষ ২) টাঃ ০.১০ লক্ষ ৩) টাঃ ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪:০০	ঙ) জানা নেই
২	ক) ইসলামপুর (০৩১২২০) খ) ১. মেসার্স গুড রাইস সার্ভিস অ্যান্ড সেলার ২) দিলীপ পাল গ) ১. শ্রী দিলীপ পাল, শ্রী প্রফুল্ল পালের পুত্র (মালিক) ঠিকানা : কলাবাড়ি, পোস্ট এবং থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর (প.ব.), পিন : ৭৩৩২১৬ জামিনদাতা : শ্রীমতী অপর্ণা পাল শ্রী দিলীপ পালের স্ত্রী, ঠিকানা : গ্রাম : কলাবাড়ি, পোস্ট এবং থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর (প.ব.), পিন - ৭৩৩২১৬ ২. শ্রী দিলীপ পাল প্রফুল্ল পালের পুত্র এবং শ্রীমতী অপর্ণা পাল দিলীপ পালের স্ত্রী ঠিকানা : গ্রাম : কলাবাড়ি, পোস্ট এবং থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর (প.ব.), পিন - ৭৩৩২১৬	ঘ) জমি এবং ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং - ২২, আরএস খতিয়ান নং ৫২৭, এলআর খতিয়ান নং - ২৬৮৫ এবং ২৬৮৬, আরএস দাগ নং - ৬০৪১ এবং ৬০৪৪, সম্পূর্ণ পরিমাপগত এলাকা ৬.০০ ডেসিমেল, মৌজা : কাথাবাড়ি, থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, শ্রেণি : বাস্তু, শ্রী দিলীপ পাল এবং শ্রীমতী অপর্ণা পালের স্বত্বাধিকারে বন্ধকগত নিবন্ধিত দলিল নং : ১৩৯২ / ২০০৬, ১৩.০৪.২০০৬ তারিখের হিসেবে অবস্থিত। সম্পত্তির মালিকের নাম : দিলীপ পাল, প্রফুল্ল পালের পুত্র এবং অপর্ণা পাল দিলীপ পালের স্ত্রী	ঙ) ০৯/০৯/২০২৪ চ) টাঃ ৩৫,৮০,০০৪.২১+ আরও সুদ এবং টাঃ ২৮,৮৪,২০৯.০৫+ আরও সুদ ছ) ১৩/০১/২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ২১.৬৬ লক্ষ খ) টাঃ ২.১৬৬ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) টাঃ ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪:০০	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
৩	ক) দেবীনগর (১০৮৭২০) খ) মেসার্স আশীর্বাদ জুয়েলার্স গ) শ্রী সুব্রত মহন্ত (মালিক) বৈদ্যনাথ মহন্তের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম : সোনাডাঙি, পোস্ট : রাইপুর, থানা : রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৩১৩৪ জামিনদাতা : শ্রীমতী টুনি মহন্ত সুব্রত মহন্তের স্ত্রী, ঠিকানা : গ্রাম : সোনাডাঙি, পোস্ট : রাইপুর, থানা : রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৩১৩৪	ঘ) জমি এবং ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং - ১৮৬, আরএস খতিয়ান নং - ২২৫, প্লট নং (আরএস এবং এলআর) : ৯০৯, পরিমাপগত সম্পূর্ণ এলাকা ২.৩৩১ ডেসিমেল, শ্রেণি বাস্তু, মৌজা : কোমরা, থানা : রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর শ্রী সুব্রত মহন্ত প্রয়াত বৈদ্যনাথ মহন্তের পুত্রের স্বত্বাধিকারে বন্ধকগত নিবন্ধিত বিক্রিত দলিল : ৩৭৮৭, তারিখ : ২০.০৫.২০০৯-এ অবস্থিত। দলিল অনুসারে সীমানা পূর্ব : সুব্রত মহন্ত, পশ্চিম : ৪ ফিট কাঁচা রাস্তা, উত্তর : প্রিয়বালা মহন্ত, দক্ষিণ : সুব্রত মহন্ত সম্পত্তির মালিকের নাম : শ্রী সুব্রত মহন্ত প্রয়াত বৈদ্যনাথ মহন্তের পুত্র	ঙ) ০৯/০৯/২০২৪ চ) টাঃ ২৭,২৯,২৩৪.০৯+ আরও সুদ এবং চার্জ ছ) ২৫/১১/২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ১৫.৩১ লক্ষ খ) টাঃ ১.৫৩ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪:০০	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৪	ক) নেতাজি মার্কেট (০৭৭৮২০) খ) মেসার্স সুফিয়া স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস গ) শ্রীমতী সুফিয়া বিবি হক (মালিক) তাজ্জামেল হকের স্ত্রী ঠিকানা -১, গ্রাম : হাবলাবপাড়া, নিমাসরাই, পোস্ট : পুরাতন মালদা, থানা : ইংরেজ বাজার, মালদা - ৭৩২১২৮ ঠিকানা -২ : গ্রাম : কালটিপাড়া, গয়েশপুর, পোস্ট : কালকালিয়া, থানা : ইংরেজ বাজার, মালদা - ৭৩২১০২ বন্ধকদাতা : শ্রীমতী সুফিয়া বিবি হক তাজ্জামেল হকের স্ত্রী ঠিকানা : কালটিপাড়া, গয়েশপুর, পোস্ট : কালকালিয়া, থানা : ইংরেজ বাজার, মালদা -৭৩২১০২	ঘ) সম্পত্তির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ যে ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবনে অবস্থিত মৌজা জেএল নং - ৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৫, প্লট নং - ২০১, মৌজা - নিমাসরাই, থানা - ইংরেজবাজার, জেলা : মালদা, শ্রেণি - ফ্যাক্টরি, পরিমাপগত সম্পূর্ণ এলাকা ১২.৮ ডেসিমেল, সুফিয়া বিবি হক তাজ্জামেল হকের স্ত্রীর স্বত্বাধিকারে বন্ধকগত নিবন্ধিত দলিল নং - ৪৫৯৭ তারিখ : ১৫.০৬.২০১০। দলিলের অনুসারে সীমানা পূর্ব : ১০ ফিট রাস্তা পশ্চিম : লক্ষ্মণ মণ্ডল এবং পুকুর উত্তর : বিশু মণ্ডল দক্ষিণ : বিশু মণ্ডল সম্পত্তির মালিকের নাম : সুফিয়া বিবি হক তাজ্জামেল হকের স্ত্রী	ঙ) ০৪/০৭/২০২৪ চ) টাঃ ১,০০,৬৪,২৭২.৮১+ + আরও সুদ এবং চার্জ ছ) ১১/১২/২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ৪১.৪২ লক্ষ খ) টাঃ ৪.১৪২ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) টাঃ ০.২০ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪.০০	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৫	ক) রায়গঞ্জ মোহনবাটি (০১৫৭০০) খ) স্বরূপ চন্দ গ) ঋণগ্রহীতা এবং আইনগত উত্তরাধিকারী প্রয়াত শ্রী কুন্দন কান্তি চন্দ মিঃ স্বরূপ চন্দ কুন্দন কান্তি চন্দের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম : কলহার, রায়গঞ্জ, পোস্ট এবং থানা - রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১২৩ মোবাইল : ৯৪৩৩১৪৪৮০১ ঋণগ্রহীতা এবং প্রয়াত শ্রী কুন্দন কান্তি চন্দের আইনগত উত্তরাধিকারী শ্রীমতী জোৎস্না চন্দ কুন্দন কান্তি চন্দের স্ত্রী ঠিকানা : গ্রাম : কলহার, রায়গঞ্জ, পোস্ট এবং থানা - রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১২৩ মোবাইল : ৭০০১১৭৮৪৪৯ প্রয়াত শ্রী কুন্দন কান্তি চন্দের আইনগত উত্তরাধিকারী : শ্রী সুব্রত চন্দ কুন্দন কান্তি চন্দের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম : কলহার, রায়গঞ্জ, পোস্ট এবং থানা - রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১২৩ মোবাইল : ৯৪৩৩১৪৪৮০১	ঘ) সম্পত্তির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ যে জমি এবং ভবনে অবস্থিত প্লট নং আরএস / এলআর ৬০০, খতিয়ান নং - ৭৩৬, জেএল নং - ২০২ সম্পূর্ণ পরিমাপগত এলাকা ৫.০০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বসতি স্থাপনের জমি 'বাস্তু', মৌজা : কলহার, রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১৩৪, কুন্দন কান্তি চন্দ ওরফে স্বপন কুমার চন্দের স্বত্বাধিকারে বন্ধকগত নিবন্ধিত দলিল নং ৬১০১ তারিখ ২৫.০৯.২০০১ দলিল অনুসারে সীমানা : পূর্ব : ক্রেতার জমি (কুন্দন কান্তি সাহা) পশ্চিম : মন্দির এবং ১৪ ফিট রাস্তা উত্তর : মিহির চন্দ দক্ষিণ : মিহির চন্দ	ঙ) ০৯/০৯/২০২৪ চ) টাঃ ৪৬,১১,২২৫.৮৪+ + আরও সুদ এবং চার্জ ছ) ১৯/১২/২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ৫১.২৫ লক্ষ খ) টাঃ ৫.১২৫ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) টাঃ ০.৫০ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪.০০	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই

শর্তাবলি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং আরও উল্লিখিত শর্তাবলি অনুসারে বিক্রয়ে নিয়ম এবং শর্তাবলি বিহিত করা হয়েছে।

১) সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হচ্ছে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক ভিত্তিতে'

২) নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উল্লিখিত সময়সূচি অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সঠিক তথ্য দ্বারা প্রেরিত, কিন্তু যদি কোনওপ্রকার ভুল, ভুল বিবৃতি অথবা ঘোষণার উপর কোনওপ্রকার ত্রুটির সৃষ্টি হয় তবে তার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কোনওপ্রকার উত্তর দিতে বাধ্য নয়।

৩) নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা প্রেরিত ই-অকশন -এর প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট https://banknet.in -এ ২৮.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ থেকে বিক্রয় সম্পন্ন হবে।

৪) বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলির আরও বিশদ বর্ণনার জন্য অনুগ্রহ করে https://banknet.in এবং www.pnbindia.in-এ পরিদর্শন করুন।

তারিখ : ১১.০৬.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

স্বাক্ষরিত - অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অন্তর্ভুক্ত

কোচবিহারের তুফানগঞ্জের রায়ডাক নদীতে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত। ছবি : জয়দেব দাস

গৌতম খুনে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

আলফা-যোগ সংগীতার

ময়নাগুড়ি, ১০ জুন : ময়নাগুড়ি ব্রহ্মপুর খুন কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত সংগীতা রায়কে অরুণাচল-নাগাল্যান্ড-অসম সীমানা থেকে গ্রেপ্তার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। যদিও সংগীতার স্বামী পরিমলকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ধৃত সংগীতার সঙ্গে আলফার ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ মিলেছে। খুনের নৃশংসতার বর্ণনা শুনে হতবাক তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরাও। মঙ্গলবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলার পর আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এদিন আদালতে যাবার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি সংগীতা। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'খুনের মামলায় অসম থেকে সংগীতা রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিমলের খোঁজ চলছে। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে খুনের কারণ জানার চেষ্টা চালানো হবে।'

গত ৪ জুন সহকর্মী পরিমল রায়ের বাড়ির মাটি খুঁড়ে দেহ মেলে বছর পঁয়ত্রিশের গৌতম রায়ের। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল গৌতমের সহকর্মী পরিমল ও তার স্ত্রী সংগীতা। পুলিশ জানিয়েছে, গৌতমকে খুন করে পালানোর সময় স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে ব্রহ্মপুর থেকে একটি টোটোভাড়া করে চ্যাংরাবান্ধা পৌঁছায় পরিমল। সেখান থেকে বাসে করে তারা চলে যায় নিউ কোচবিহার স্টেশনে। এরপর তিনসুকিয়াগামী ট্রেনে চেপে তারা অসম পৌঁছোয়। ওই রাতেই আপার অসমের সরাইফুং থানার বড়হাটলাগলি এলাকায় সংগীতার বাপের বাড়িতে পৌঁছোয় তারা। সেখানে সংগীতা ও ছোট ছেলেকে রেখে পরিমল অন্যত্র পালিয়ে যায়।

এদিকে, অভিযুক্তদের খোঁজে ময়নাগুড়ি থানার একটি দল অসম রওনা দেয়। অসম পুলিশের সহযোগিতায় বাপের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সংগীতাকে। প্রাথমিক তদন্তেই পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত সংগীতার পরিবারের একাধিক সদস্য দীর্ঘদিন ধরে আলফার সঙ্গে যুক্ত। এমনকি সংগীতার দুই কাকা ও এক পিসি আলফার সঙ্গে যুক্ত থাকায় অসম পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছিল।

মিড-ডে মিলে খিদে মেটে পরিবারের

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ১০ জুন : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটেরবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা সুরেশ বর্মন। বছর ষাটেকের বিশেষভাবে সক্ষম ওই প্রৌঢ়ের একবেলা খাবার জুটলে আরেক বেলা জোটে না। চরম কষ্ট ও অসহায় অবস্থায় কোনওরকমে দিন কাটাচ্ছে বৃদ্ধের পরিবার। সুরেশের স্ত্রী সন্ধ্যা বর্মনও বিশেষভাবে সক্ষম। তিনি ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারেন না। ওই দম্পতির মেয়ে সুজাতা বর্মনও বিয়ের কিছুদিন পর থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে বাপের বাড়িতে থাকেন। পেটের টানে কখনও বা স্কুলের মিড-ডে মিলের কিংবা সুসংহত শিশু বিকাশ কেন্দ্রের খাবার চেয়ে খান। কখনও বা অন্যের বাড়িতে ভিক্ষা করে ভাত খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন ওই দম্পতি এবং তাঁদের মেয়ে।

এবিষয়ে এলাকার বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'খোঁজ নিয়ে আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখে সরকারি সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এছাড়া তাঁদের আর কীভাবে সাহায্য করা যায় সেই দিকটাও দেখব।' অন্যদিকে মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মনও ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সুরেশের ছেলে দিনমজুর বিশ্বজিৎ বর্মন বিয়ে করে আলাদা জায়গায় সংসার পেতেছেন। তাই বর্তমানে ওই বৃদ্ধ দম্পতি সহ মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে সুজাতার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

খাটেরবাড়িতে নিজের বাড়িতে হতদরিদ্র অসহায় দম্পতি ও তাঁদের মেয়ে।

সন্ধ্যার কথায়, 'আমরা ভিক্ষা করে কোনওরকমে পেট চালাই। আমার মূক ও বধির স্বামী আগে দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালাতেন। এখন তিনি খিঁচুনি রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই থাকেন। মেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে বছর দুয়েক আগে একবার নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে ফিরে পেয়েছি। আমাদের আর্থিক অনটনের কারণেই সে এখন বিনা চিকিৎসায় বাড়িতে রয়েছে। আমরা চাই সরকার যেন আমাদের কিছুটা সাহায্য করে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করেন, যদি সরকার ওই দম্পতিকে সহযোগিতা করে বা তাঁদের জন্য সঠিক আশ্রয়কেন্দ্র খুঁজে দিয়ে সুজাতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাহলে সুরেশের পরিবার নতুন আশার আলো খুঁজে পাবে।

টোটো উলটে মৃত্যু বালিকার

দিনহাটা, ১০ জুন : পিসির বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে টোটো উলটে প্রাণ গেল ১১ বছরের এক বালিকা গঙ্গা বর্মনের। ঘটনাটি ঘটেছে বামনহাটের বাকালিরছড়া এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই শোকের ছায়া এলাকাজুড়ে।

সোমবার শুকারুকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের সেউতির বাসিন্দা পেশায় টোটোচালক মানিক বর্মন নিজের টোটোয় স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে দক্ষিণ কালমাটিতে বোনের বাড়িতে পুজোর প্রসাদ খেতে যান। প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই টোটো উলটে যায় এবং সকলেই কমবেশি আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, গঙ্গা টোটোর নীচে চাপা পড়ায় তার গলায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয়দের তৎপরতায় গঙ্গাকে বামনহাট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা গঙ্গাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তবে কীভাবে টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল তা তদন্ত করে দেখছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।

হাতির জেরে রাস্তা বন্ধ

সোনাপুর, ১০ জুন : রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতি। তাই প্রায় ৩০ মিনিট রাস্তা অবরুদ্ধ থাকল মঙ্গলবার সকালে। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতায়। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চিলাপাতা-কোদালবস্তি রাজ্য সড়কে ওই হাতিটি দাঁড়িয়ে ছিল। রাস্তা বন্ধ থাকায় কোচবিহার থেকে জয়গাঁগামী গাড়িগুলো আটকে যায়।

বাস দাবি

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুন : আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি, কলকাতা সহ বিভিন্ন রুটে এনবিএসটিসি'র বাস চলাচলের আবেদন জানাল আলিপুরদুয়ার বাংলা পক্ষ নামে একটি সংগঠন। মঙ্গলবার স্মারকলিপির মাধ্যমে নিগমের ডিপো ইনচার্জের হাতে ডিপো আধুনিকীকরণ, প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আসন সংরক্ষণ, বেহাল বাস মেরামতির দাবি জানানো হয়।

পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

অটোতে কিশোরীর শ্লীলতাহানি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১০ জুন : অটো, বাস, ট্রেন সহ নানা যানবাহনে সহযাত্রীর কাছে শ্লীলতাহানির শিকার হওয়ার অভিযোগ ওঠে মাঝেমধ্যেই। কোচবিহারে এমনই এক ঘটনায় দোষী সাব্যস্তের সাজা ঘোষণা করল আদালত। অটোচালক ও অন্য সহযাত্রীদের সাক্ষীর ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া হয়েছে।

অটোর মধ্যে ১৩ বছরের ওই কিশোরীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছিল ৪১ বছরের নুর মহম্মদের বিরুদ্ধে। ২০১৬ সালে দিনহাটার ওই ঘটনায় সোমবার কোচবিহার অতিরিক্ত দায়রা জজ নুরকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেন। ঘটনার সরকারি তরফের আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'পকসো সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা চলছিল। মোট ছয়জন সাক্ষী দিয়েছেন।'

আদালত সূত্রেই জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের ৮ জুন চিকিৎসককে দেখানোর জন্য দিনহাটা-২ ব্লকের ওই কিশোরীকে নিয়ে দিনহাটা শহরে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। কুর্শাহাট বাজার থেকে তারা একটি অটোতে ওঠে। সেখানে আগে থেকেই কয়েকজন যাত্রী ছিলেন। কিশোরীর পাশেই বসেছিল নুর মহম্মদ। নয়ারহাটের বানিয়াদহ নদীর কাছে নুর ওই কিশোরীকে আপত্তিজনক স্পর্শ ও শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ওইদিনই দিনহাটা থানায় এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়। পরবর্তীতে নুরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন অশ্বিনীকুমার রায়। প্রায় নয় বছর মামলা চলার পর কোচবিহার আদালতে সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। যে অটোতে ঘটনাটি ঘটেছিল সেই অটোর চালক, সহযাত্রী সহ মোট ছয়জন সাক্ষী দিয়েছেন।

সোমবার কোচবিহার আদালতের অতিরিক্ত দায়রা জজ (সেকেন্ড কোর্ট) মন্দাক্রান্তা সাহার এজলাসে মামলাটি উঠলে অভিযুক্তের পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে নুরকে।

সরকারি আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, 'নিগৃহীতা যাতে সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে, তাই তার সহায়তার জন্য ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে ১ লক্ষ টাকা দিতে বলা হয়েছে।'

যানবাহনে শ্লীলতাহানির অভিযোগের মতো ঘটনায় মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া সরগরম হয়ে ওঠে।আইনজীবীদের দাবি, এই ঘটনার সাজা ঘোষণার ফলে সচেতনতা বাড়বে। ফলে এধরনের অপকর্মের সংখ্যা কমবে।

কী ঘটেছিল

- ২০১৬ সালের ৮ জুন অটোর মধ্যে ১৩ বছরের ওই কিশোরীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছিল ৪১ বছরের নুর মহম্মদের বিরুদ্ধে
- পকসো সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা চলছিল
- মোট ছয়জন সাক্ষি দিয়েছেন
- নিগৃহীতার সহায়তার জন্য ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে ১ লক্ষ টাকা দিতে বলা হয়েছে

কমিউনিটি হলের উদ্বোধন

ফুলবাড়ি, ১০ জুন : তৈরি হওয়ার এক বছর পর মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউ চ্যাংরাবান্ধায় কোচবিহার চা বাগান কমিউনিটি হলের উদ্বোধন হল। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন, 'বড় শৌলমারি জিপি গ্রাম বিকাশ মহিলা সংঘ প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড কমিউনিটি হলের দেখভাল করবে। বড় শৌলমারি, ফুলবাড়ি, লতাপাতা এলাকার মানুষ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য এই কমিউনিটি হল ভাড়া নিতে পারবেন।'

আজ উদ্বোধন : ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদম্বিনী চা বাগান এলাকায় তৈরি হওয়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উদ্বোধন হতে চলেছে। বুধবার প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন জেলা শাসক আর বিমলা।

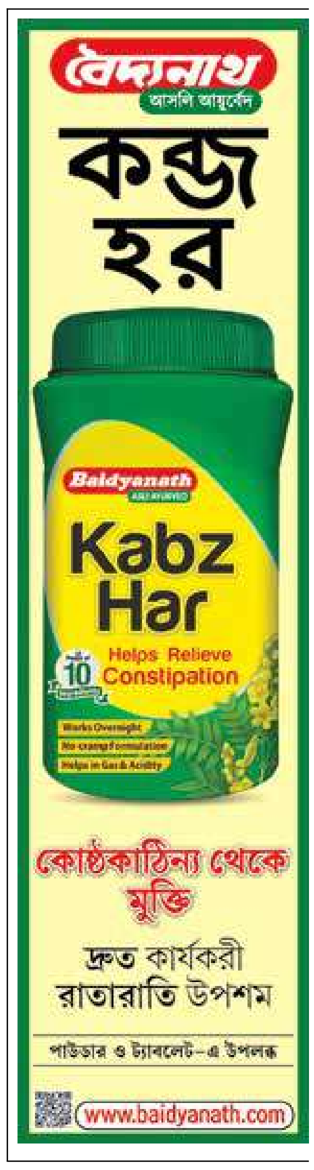

Government of India
আধুনিক পরিকাঠামো থেকে রাষ্ট্রনির্মাণ

জাতীয় জলপথ ৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১১। ২০২৪-এ পণ্য পরিবহণ হয়েছে রেকর্ড ১৪৫+ এমএমটি, ২০১৪-র তুলনায় ৮ গুণ বেশি

সাগরমালার আওতায় ১.৪১+ লক্ষ কোটি টাকার ২৭২টি প্রকল্প সম্পূর্ণ, মজবুত ও শক্তিশালী হয়েছে তটভূমি পরিকাঠামো এবং বন্দরমুখী উন্নয়ন

ভারতে আছে, ১০০০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম হাই অল্টিচিউড হাইওয়ে টানেল- অটল টানেল এবং বিশ্বের উচ্চতম রেল আর্চ ব্রিজ- চেনাব ব্রিজ

দ্বিগুণেরও বেশি বিমানবন্দর- ৭৪ থেকে ১৬২

উড়ান প্রকল্পে বিমান সফর করেছেন ১.৫০+ কোটি মানুষ

মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হয়েছে ২০১৪-তে মাত্র ৫টি শহর থেকে বর্তমানে ২৩টি শহরে, ২০১৪-তে মাত্র ২৪৮ কিমি থেকে বর্তমানে ১০০০+ কিমিতে

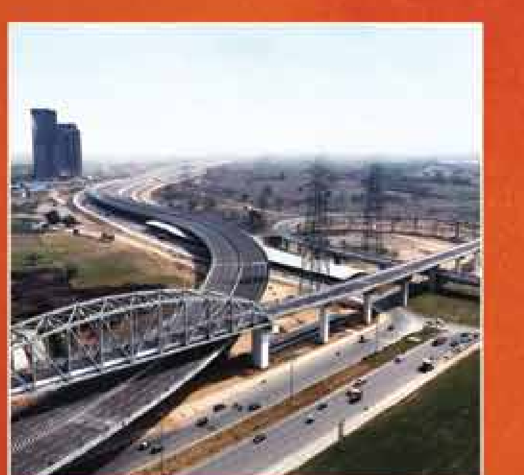

৬৬+ লক্ষ কিমি রাস্তা- বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম

জাতীয় মহাসড়ক ৬০% বেড়ে ৯১০০০ কিমি থেকে ১.৪৬ লক্ষ কিমি

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ প্রায় ৯৯%

CBC 37101/13/0008/2526

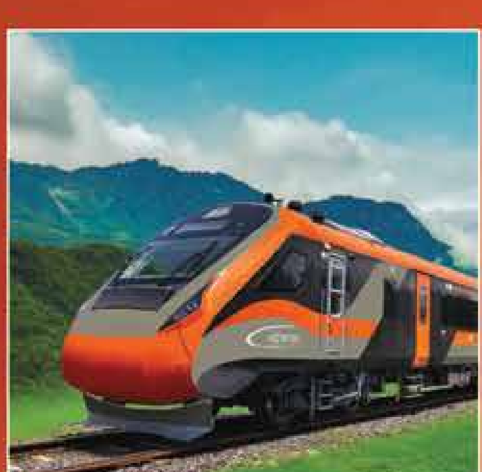

আধুনিক রেল ব্যবস্থার পরিচায়ক ১৪২টি বিশ্বমানের বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা নিশ্চিত করেছে দ্রুত ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

উধমপুর-বারামুল্লা-শ্রীনগর রেল সংযোগের মাধ্যমে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী রেল যোগাযোগের স্বপ্ন এখন বাস্তব

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে ১৩০০+ রেল স্টেশনের পুনরোন্নয়ন হয়েছে

Viksit Bharat ka Amrit Kaal
Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke
11 SAAL

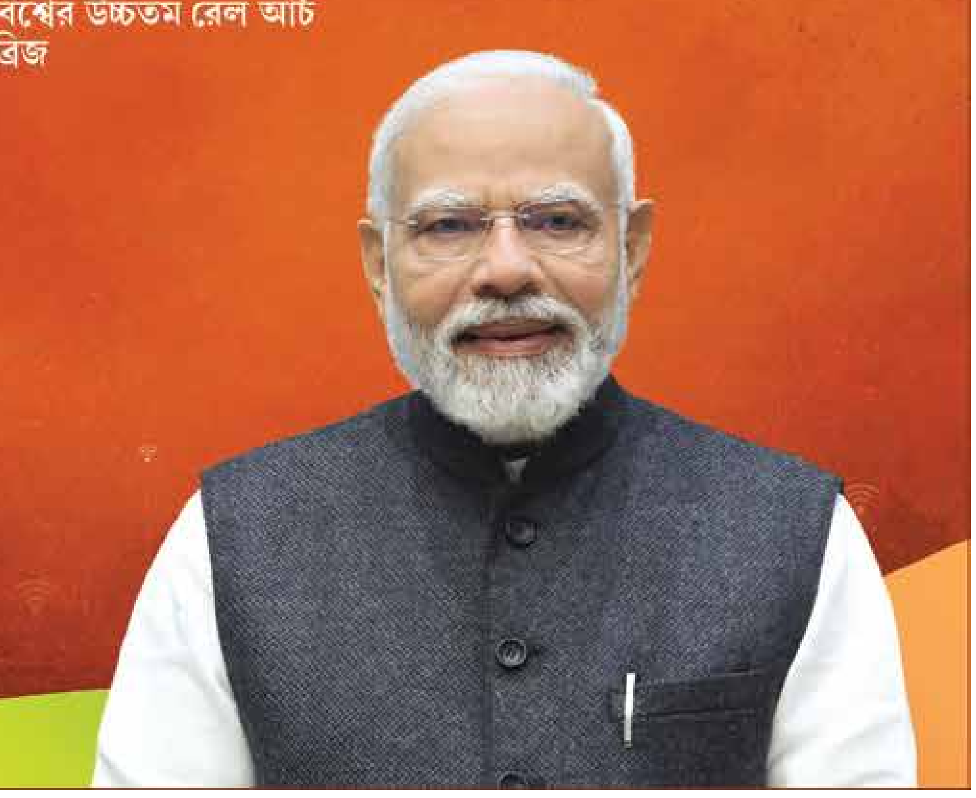

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চেনা ছবি অচেনা আঙ্গিকে।। *সেবকে করোনেশন ব্রিজের ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের অভীক চৌধুরী।*

প্রতিদিন দেখা মেলে না চিকিৎসকের

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১০ জুন : অশোকবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মঙ্গলবার দুপুরে ওষুধ নিতে এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মলয় ডাকুয়া। নার্সদের থেকে ওষুধ নিয়ে ফেরার সময় বললেন, ‘স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোজ প্রচুর লোকের ভিড় হয়। অনেকে নানারকম রোগের উপসর্গ নিয়ে আসেন। কিন্তু চিকিৎসকই তো থাকেন না। অনেকে ঘুরে চলে যান। আর নয়তো নার্সদের থেকে ওষুধ নিতে হয়।’

এলাকায় সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবা দিতে অবিলম্বে চিকিৎসক নিয়োগ করা হোক ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, সেই আর্জিই জানালেন তিনি। এই দাবি শুধু মলয়ের না, এলাকার অনেকেরই। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) জয়ন্ত দেবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ‘চিকিৎসক সংকটের জেরেই অশোকবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত চিকিৎসক বসতে পারছেন না। সমস্যার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।’

বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সপ্তাহে ছয়দিন আউটডোর পরিষেবা মেলে। সকাল নয়টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা থাকে। প্রতি বুধবার করে একজন চিকিৎসক এসে রোগী দেখেন। শনিবার করে আসেন চক্ষু চিকিৎসক। মাসে একদিন অবশ্য মনোরোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত রয়েছে। বাকি দিনগুলিতে কেউ এলে ওষুধ দেন নার্স এবং ফার্মাসিস্ট। বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে রয়েছেন একজন ফার্মাসিস্ট, দুজন নার্স এবং একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। শুধু

এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভরসা নার্স, ফার্মাসিস্টরা।

> স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোজ প্রচুর লোকের ভিড় হয়। অনেকে নানারকম রোগের উপসর্গ নিয়ে আসেন। কিন্তু চিকিৎসকই তো থাকেন না। অনেকে ঘুরে চলে যান। আর নয়তো নার্সদের থেকে ওষুধ নিতে হয়।
>
> **মলয় ডাকুয়া** *স্থানীয় বাসিন্দা*

অশোকবাড়ি নয়, আশপাশের বিভিন্ন এলাকার মানুষও ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তারপরেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিষেবা এবং পরিকাঠামোর মান বাড়াতে প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। রাতেরবেলা কেউ অসুস্থ হলে বা গর্ভবতীদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হয়। তখন রোগীকে নিয়ে ছুটতে হয় মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে, সেটাও প্রায় ১৫ কিমি দূরে। এতে সময় যেমন বেশি লাগে, তেমনই রোগীকেও দ্বিগুণ যন্ত্রণা পোহাতে হয়।

শুধু চিকিৎসকের অভাব নয়, অশোকবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামোরও সমস্যা রয়েছে। ভবনের দেওয়ালে একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে। জানলা, দরজার অবস্থাও ভালো নয়। এতবছরেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারদিকে সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণ। যতটুকু পাঁচিল রয়েছে, নদীভাঙনের জেরে তাও ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভেঙে গিয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মূল গেটের কাঠামোটিও। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে নেই আলোর ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে সাফাই না হওয়ায় আগাছায় ভরে গিয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর। স্থানীয় বাসিন্দা সুশীল বর্মন বলেন, ‘এলাকার মানুষের কথা ভেবে চিকিৎসা পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নতির ব্যাপারে প্রশাসনের দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া উচিত।’ তবে পরিকাঠামো উন্নতির বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে বলে বিএমওএইচ জানান। স্থানীয় বিডিও শুভজিৎ মণ্ডলও পরিকাঠামোর বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

টুকরো খবর

দাবিপত্র

পারডুবি ও চ্যাংরাবান্ধা, ১০ জুন : পাঁচ দফা দাবিতে সারাবাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক কমিটি স্মারকলিপি দিল। মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের দোলং মোড়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে। সংগঠনের ব্লক সম্পাদক ধনঞ্জয় বর্মন বলেন, ‘অবিলম্বে বর্ধিত মিনিমাম চার্জ ও ফিক্সড চার্জ বাতিল করা, বিনা নোটিশে লাইন কাটা বন্ধ করা সহ পাঁচ দফা দাবিতে এদিন দাবিপত্র দেওয়া হয়।’ বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, দাবিপত্র পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে। এদিকে সারা ভারত কিষান খেতমজদুর সংগঠনের তরফে স্মার্ট মিটার লাগানোর প্রতিবাদে বিদ্যুৎ অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হল। সংগঠনের তরফে রতন বর্মন বলেন, ‘দেশবাসীকে সর্বস্বান্ত করার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নতুন নিবেদন স্মার্ট মিটার। এটি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।’

উদ্বোধন

পারডুবি, ১০ জুন : জেলার প্রথম আবাস যোজনা প্রকল্পের টাকাপ্রাপকের ঘরের উদ্বোধন হল। মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবির বাজার পূর্ব বুথ এলাকায়। এদিন পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পূর্ণিমা বর্মন ঘরের উদ্বোধন করেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট অমিয় ভদ্রের কথায়, ‘পতনেশ্বর বর্মন মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে আবাস যোজনা প্রকল্পের জেলার প্রথম চেক পেয়েছিলেন।’ পতনেশ্বর জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পাওয়া চেকের অর্থ দিয়ে ঘর তৈরি করেছি। এজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।

বাজার বন্ধ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১০ জুন : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা পুরোনো বাজারের দুই ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে বাজার বন্ধ থাকল। মঙ্গলবার ব্যবসায়ী সমিতির তরফে ধরণী বর্মন বলেন, ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য মৃণালকান্তি দে ও হরেকৃষ্ণ পাল মারা গিয়েছেন। সমিতির নিয়ম অনুসারে তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন ১২ ঘণ্টা বাজার বন্ধ রাখা হয়।’

প্রশিক্ষণ

চ্যাংরাবান্ধা, ১০ জুন : মেখলিগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের নিয়ে দুইদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ হল। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধায় অবস্থিত মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় ব্লকের বেশিরভাগ পঞ্চায়েত সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন বলে মেখলিগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও অমিত সরকার জানান। তিনি বলেন, ‘পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সমস্ত কার্যবিধি সহ বিভিন্ন বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কাজ করতে পারেন।’

হেপাজত

চ্যাংরাবান্ধা, ১০ জুন : সোমবার চ্যাংরাবান্ধার বাইপাস এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশি নাগরিক বিষ্ণু হালদারকে মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জ কোর্টে তোলা হল। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, ‘ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিন বিচারক তাকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই ব্যক্তির কাছে কোনও পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। কীভাবে সে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এল সেবিষয়ে তদন্ত চলছে। প্রয়োজনে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতে পারে।’

নেই পানীয় জল

সমস্যায় জর্জরিত পূর্ব ও মধ্য গুড়িয়ারপাড়

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১০ জুন : তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। এর মধ্যে নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। বহু বছর আগে এলাকায় পিএইচইর পাইপ ঢুকলেও আজও পানীয় জলের পরিষেবা চালু হয়নি। কবে চালু হবে তা কারও জানা নেই। এমন ছবি ধরা পড়ছে তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ও মধ্য গুড়িয়ারপাড় এলাকায়। প্রায় তিন বছর আগে এই এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের প্রকল্প দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি বর্তমানে বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকায় প্রায় চার হাজার বাসিন্দা রয়েছেন। এই তীব্র গরমে টিউবওয়েলের আয়রনযুক্ত জল দিয়ে তেষ্টা মিটছে তাঁদের। যদিও ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতমী দাস বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, বছর তিনেক আগে সিএফসি ফান্ডের ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা দিয়ে এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত প্রকল্প বসানো হয়েছিল। সেগুলি দিয়ে প্রায় ৫-৬ মাস জল পাওয়া গিয়েছিল। তারপর প্রায় আড়াই বছর ধরে সেগুলি সম্পূর্ণ বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিমল বড়ুয়ার অভিযোগ, ‘অনেকদিন ধরেই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। মাঝে কিছুদিন সৌরবিদ্যুৎচালিত প্রকল্পের ফলে পরিষ্কার জল পেলেও বছর দুয়েক ধরে অবস্থা আবার আগের মতো হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। আমরা বছরের পর বছর ধরে জলকষ্টে ভুগছি।’

এই এলাকাটি মূলত কৃষিপ্রধান হওয়ায় বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের পক্ষে পানীয় জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই টিউবওয়েলের জল ছাড়া তেষ্টা মেটানোর আর কোনও উপায় নেই। স্থানীয় সুপ্রিয়া রায় বলেন, ‘আয়রনযুক্ত টিউবওয়েলের জলপান করায় পেটের সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য সমস্যায় ভুগতে হয়। বিশেষ করে ছোটদের বেশি সমস্যা হয়। এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় সেখানেও আয়রনযুক্ত জল দিয়ে চলছে রান্না সহ যাবতীয় কাজকর্ম। স্থানীয়রা দ্রুত পানীয় জলের পরিষেবা চালু করার দাবি জানিয়েছেন।

সৌরবিদ্যুৎচালিত এই প্রকল্পটি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। তুফানগঞ্জে।

গরমে ভোগান্তি

- প্রায় তিন বছর আগে এই এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের প্রকল্প দেওয়া হয়েছিল
- কিন্তু সেগুলি বর্তমানে বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে
- এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকায় প্রায় চার হাজার বাসিন্দা রয়েছেন
- এই তীব্র গরমে টিউবওয়েলের আয়রনযুক্ত জল দিয়ে তেষ্টা মিটছে তাঁদের

শুকাতে দেওয়া ধান তোলা। মঙ্গলবার কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার সড়কের পাশে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

সংকটে নেতাজি সুভাষ সেতু

অবিলম্বে পাড়বাঁধের দাবি স্থানীয়দের

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১০ জুন : গত কয়েক বছর ধরে কোচবিহার-১ ব্লকের পাটছড়া এলাকায় ঝলঝলি নদীর পাড়ভাঙন শুরু হয়েছে। এর জেরে এখানকার বিস্তর চাষের জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। শুধু কি তাই? ভাঙনের প্রাবল্যে স্থানীয় নেতাজি সুভাষ সেতুর অস্তিত্ব এখন সংকটের মুখে। ইতিমধ্যে নদীভাঙন সেতুর দিকে অনেকটা এগিয়েছে। এই অবস্থায় সেতু রক্ষায় অবিলম্বে বোল্ডারের পাড়বাঁধের দাবি উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, না হলে যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটতে পারে। কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন বলেন, ‘আমার গ্রামের বাড়ি থেকে ওই পথে মাঝেমধ্যে যাতায়াত করি। সেতু সংলগ্ন এলাকায় নদীভাঙন চোখে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। সেতু বাঁচাতে পদক্ষেপ করা জরুরি।’

টাপুরহাট মোড় থেকে গোসানিমারিগামী কাকিনা রোডে ঝলঝলি নদীর ওপর নেতাজি সুভাষ সেতু অবস্থিত। কাকিনা রোড কোচবিহার সদর ও দিনহাটা মহকুমার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সহজ করেছে। প্রায় ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কের ওপর স্থানীয় বাসিন্দারা নির্ভরশীল। ঘুঘুমারি, হাঁড়িভাঙ্গা, পাটছড়া, চান্দামারি, চিলকিরহাট, শুকটাবাড়ি, পুঁটিমারি ও ফুলেশ্বরী প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দারা এই পথে কোচবিহার সদর ও দিনহাটা মহকুমায় যাতায়াত করেন। এদিকে সিতাই, পেটলা ও গোসানিমারি থেকেও প্রচুর মানুষ প্রতিদিন এই পথে কোচবিহার শহর অভিমুখে বিভিন্ন গন্তব্যে যান। ভেটাগুড়ি, দেওয়ানহাট এড়িয়ে এই পথ দিয়ে যাতায়াতে অনেক কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। সেকারণে গুরুত্বপূর্ণ এই নেতাজি সুভাষ সেতু নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

সমস্যা যেখানে

- ঝলঝলি নদীর পাড়ভাঙনের ফলে এখানকার বিস্তর চাষের জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে
- ভাঙনের প্রাবল্যে স্থানীয় নেতাজি সুভাষ সেতুর অস্তিত্ব এখন সংকটের মুখে
- ইতিমধ্যে ভাঙন সেতুর দিকে অনেকটা এগিয়েছে

পাটছড়ার বাসিন্দা মানিক বর্মনের কথায়, ‘অনেকদিনের দাবি মেনে বাম আমলে এই সেতু তৈরি হয়। এখন নদী ভাঙনের কবলে। এর ফলে সেতুর ক্ষতি হলে বিরাট সমস্যা হবে।’

কোচবিহার শহরের বাসিন্দা তীর্থ দেবনাথ এই পথে প্রতিদিন গোসানিমারিতে কর্মস্থলে যান। সেতুর কাছে নদীভাঙনের ঘটনায় তিনিও উদ্বিগ্ন। তাঁর বক্তব্য, ‘আসন্ন বর্ষায় ভারী বৃষ্টিতে নদীর জল বাড়লে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। তাই প্রশাসন নদীভাঙন রোধে দ্রুত পদক্ষেপ করুক।’

পঞ্চায়েত প্রধানের বেতন স্থগিতের সিদ্ধান্ত

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১০ জুন : স্কুলের করণিক পদের বেতন নাকি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সাম্মানিক! তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। অবশেষে সোমবার মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে-র স্কুলের চাকরির বেতন জুন মাস থেকে স্থগিত রাখা হবে। এদিন মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে পরিচালন কমিটির ১১ জন সদস্যের মধ্যে ছয়জন হাজির ছিলেন। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি বিমান ভট্টাচার্য এবং মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের টিআইসি শ্যামল পালের উপস্থিতিতে সভায় জয়ন্তর বেতন স্থগিত রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যদিও মঙ্গলবার পর্যন্ত পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তের কথা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কিংবা জয়ন্ত কারও কাছেই পাঠানো হয়নি। জয়ন্ত ২০২৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে প্রধান পদে বসেছেন। দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে তিনি মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের করণিক পদে কাজ করেছেন।

যদিও স্কুলের পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে জয়ন্তর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘স্যালারি পোর্টালে বেতন স্থগিত রাখার কোনও অপশন থাকে না। আমি স্কুল পরিচালন কমিটির তরফ থেকে লিখিত নির্দেশ পাওয়ার পর আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করব।’ জয়ন্ত আরও জানান, ২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে বসার সময় থেকে এপর্যন্ত গ্রাম প্রধানের ন্যায্য সরকারি সাম্মানিক সহ অন্যান্য কোনও ভাতাই তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি যে কোনও সাম্মানিক নেবেন না সেই সিদ্ধান্তের কথা তিনি প্রধানের চেয়ারে বসার আগেই মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিডিওকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন বলে দাবি তাঁর।

তাই তিনি যে কেবল তাঁর চাকরির বেতনই নেবেন সেই কথাও আগে থেকে প্রশাসনকে জানানো রয়েছে। তাঁর কথায়, কোচবিহার জেলা সহ গোটা রাজ্যের ১৩৮ জন এমন পদাধিকারী রয়েছেন যাঁরা তার মতোই সরকারি চাকরির বেতন নিচ্ছেন। অথচ জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা ভাতা নেন না। আইন সকলের জন্য এক হওয়া প্রয়োজন। আর সেজন্যই পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তের কপি হাতে পেলে তিনি আইনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল পরিচালন কমিটির সদস্য বিমান জানিয়েছেন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে পাঠানো পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চিঠির ভিত্তিতেই একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ পেয়েই সোমবার সভা ডাকা হয়েছিল। তাঁর কথায়, ‘কারও বেতন বন্ধ করার অধিকার তো আমাদের নেই। তাই পরিচালন কমিটির তরফে আমরা বেতন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিদ্ধান্তটি লিখিত আকারে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে পাঠানো হবে। তারপর তিনি কী সিদ্ধান্ত নেন সেদিকেই আমরা সকলে তাকিয়ে রয়েছি।’

রহস্যমৃত্যু

দিনহাটা, ১০ জুন : এক নাবালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পেটলা এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মঙ্গলবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটিকে পাঠানো হয়েছে।

ছোট্ট তারা

উত্তরণ দাস তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের খাসবস স্পেশাল ক্যাডার প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি সে আঁকায় পারদর্শী। আঁকায় তার পুরস্কার রয়েছে।

আবর্জনার স্তূপে ভোগান্তি

চ্যাংরাবান্ধা, ১০ জুন : চ্যাংরাবান্ধা বাজার সংলগ্ন দক্ষিণপাড়ায় ঢোকার মুখেই জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। এই আবর্জনা থেকে এলাকায় দুর্গন্ধের পাশাপাশি বেড়েছে মশামাছির উপদ্রব। বাসিন্দাদের সমস্যা বাড়ছে। এবিষয়ে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান বলেন, ‘সমস্যার বিষয়টি আমার জানা ছিল না। দ্রুত এলাকা পরিদর্শন করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব।’ বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মেখলিগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও অমিত সরকার বলেন, ‘শীঘ্র ওই আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হবে।’

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কিছুদিন আগে ওই এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের জন্য রাস্তার ধারে লোহার খাঁচা বসানো হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ওই লোহার খাঁচা থেকে নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করে না। স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রসেনজিৎ সাহার কথায়, ‘এই আবর্জনার স্তূপের উলটো দিকে আমার দোকান। দুর্গন্ধে টিকতে পারি না।’ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ঝাড়ু হাতে মেখলিগঞ্জের বিডিও, জয়েন্ট বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাস্তা সাফ করেছিলেন। একদিনের পরিবেশপ্রেমী হয়ে কী লাভ? সেই প্রশ্ন করেছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দা আলপনা কর ব্রহ্ম বলেন, ‘পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, এই জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়। অথচ এই পথ ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।’ তাঁর কথায়, ‘একদিকে আমরা স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কথা সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছি। অথচ আমাদের চ্যাংরাবান্ধাতেই ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে যাতায়াতের সময় রাস্তার পাশে জঞ্জালের এমন দৃশ্য বিভিন্ন দেশের মানুষের চোখে পড়ছে। প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে এই জায়গাটি পরিষ্কার করা।’

দেহ উদ্ধার

শীতলকুচি, ১০ জুন : নদী থেকে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাটি বড় ধাপেরচাতরা গ্রামের বুড়াধরলা নদী সংলগ্ন এলাকার। মঙ্গলবার বিকালে স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় শীতলকুচি থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহটি তুললে বাসিন্দারা মৃতদেহটি শনাক্ত করেন। মৃতের নাম অলকা সাহা (৪৫)। বাড়ি গোঁসাইরহাট বাজার এলাকায়। মৃতের দাদা গৌতম সরকার বলেন, ‘গতকাল রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘরেই শুয়েছিল বোন। মঙ্গলবার সকাল থেকে বোনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। খোঁজাখুঁজিও করা হয়। এরপরেই খবর আসে ওর মৃতদেহ নদীতে ভাসছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বোন মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। কী করে নদীতে এল বুঝে উঠতে পারছি না। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করুক।’

শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে দেহটি পাঠানো হয়েছে।

মিলনে বাধা, চা বাগানে মৃত্যু মাদি চিতাবাঘের

মহম্মদ হাসিম ও খোকন সাহা

নকশালবাড়ি ও বাগডোগরা, ১০ জুন : মিলনে বাধা। আর তার জেরেই এক পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘের প্রাণ গেল বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত কিরণচন্দ্র চা বাগানের ঘটনা।

চিতাবাঘটি যে মারা গিয়েছে তা অবশ্য এদিন প্রথমে সহজে বোঝা যায়নি। প্রায় ১০০ মহিলা শ্রমিক এদিন সকালে বাগানের ১২ নম্বর সেকশনে পাতা তোলার কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা ওই চিতাবাঘটিকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখেন। সেটি এমনভাবে পড়ে ছিল যে, দেহে প্রাণ নেই তা একনজরে বোঝা যাচ্ছিল না। শ্রমিকরা প্রচণ্ডভাবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অনেকেই জায়গাটি ছেড়ে পালান। পরে পটকা ফাটিয়ে, জোরে জোরে শব্দ করে সেটিকে এলাকাছাড়া করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য, সেই চিতাবাঘ সরেনি। শেষে বাগানের জেনারেল ম্যানেজার প্রত্যুষ গঙ্গোপাধ্যায় এলাকায় পৌঁছান। বনকর্মীদের খবর দেওয়া হয়। তাঁরা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পরে তাঁরা ওই চিতাবাঘটি উদ্ধার করে নিয়ে যান।

বন বিভাগের কার্সিয়াংয়ের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বললেন, ‘চিতাবাঘটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। সেটির শ্বাসনালিতে আঘাতের চিহ্ন ছিল। আবার থাবায় ও নখে রক্তের দাগ ছিল। সবকিছু দেখে মনে হয়েছে অন্য কোনও চিতাবাঘের সঙ্গে সেটির লড়াই হয়েছে। তা এলাকা দখল বা মিলনে বাধার কারণে হয়ে থাকতে পারে।’ ওই চিতাবাঘের মৃত্যুর পিছনে পরের

কিরণচন্দ্র চা বাগানে মৃত চিতাবাঘ। মঙ্গলবার।

কারণটিই দায়ী বলে বনকর্মীদের বেশির ভাগের ধারণা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে সাড়ে চার বছর বয়সি ওই মাদি চিতাবাঘটির মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে বন দপ্তরের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানিয়েছেন।

এদিন এই বাগানের ওই সেকশনে ‘প্লাকিংমেলা’ ছিল। জেনারেল ম্যানেজার বললেন, ‘সকাল ৭টা থেকে পাতা তোলার কাজের কথা ছিল। সাড়ে ৬টা নাগাদ আমি সেখানে যাই। চিতাবাঘটিকে দেখে মনে হচ্ছিল সেটি টানটান করে ঘুমিয়ে আছে। সেটি যে মারা গিয়েছে সেটি আমরা পরে বুঝতে পারি।’ এই বাগানে মাঝেমধ্যেই চিতাবাঘ হানা দেয়। বন দপ্তরের তরফে যাতে প্রতিনিয়ত এখানে টহলদারি চালানো হয় তিনি সেজন্য দাবি জানিয়েছেন। তাঁর সুরে বাগানের শ্রমিকদের অনেকেই সরব হন। তাঁদেরই একজন বললেন, ‘এদিন যা হল তা সহজে ভুলব না। বাগানে যাতে চিতাবাঘ না আসে সেজন্য বন দপ্তরের তরফে নিয়মিতভাবে নজরদারি চালানো উচিত।’

বাগানে হইচই

- চা বাগানে মাটিতে একটি মাদি চিতাবাঘ এমনভাবে শুয়ে ছিল যে মনে হচ্ছিল ঘুমোচ্ছিল
- শ্রমিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, বেশ কিছুক্ষণ পরে বোঝা যায় সেটির প্রাণ গিয়েছে
- মিলনে বাধার কারণে সেটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে বনকর্মীদের ধারণা
- মঙ্গলবার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত কিরণচন্দ্র চা বাগানের ঘটনা

নির্দেশ হাইকোর্টের

আড়িয়াদহ কাণ্ডে অভিযুক্ত জয়ন্ত সিংহের বাড়ি না ভাঙার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।

ধৃত অধ্যাপক

ট্রেনে এক মহিলার শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশন থেকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ। ওই মহিলা জিআরপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

৪৬৫৬ জনকে ঋণ

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৪৬৫৬ জন পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ঋণ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের জবাবে জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

সময়ে চালু পোর্টাল

ইউজিসির গাইডলাইন মেনে ১৯ জুনের মধ্যেই স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টাল চালু হয়ে যাবে। মঙ্গলবার বিধানসভায় একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

আইন মেনেই সংরক্ষণ, দাবি মমতার

কলকাতা, ১০ জুন : রাজ্য সরকারের ওবিসি সংরক্ষণ আইন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই আইনকে অবৈধ বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে নতুন করে ওবিসি সংরক্ষণ বিল পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় তিনি ওবিসি সংরক্ষণ বিল নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন। মমতা বলেন, 'রাজ্য সরকার ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ করেছিল। হাইকোর্ট সেটা বাতিল করে ৭ শতাংশ করেছে। এই নিয়ে এখনও আদালতে মামলা চলছে। ফলে ভর্তি বা চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। রাজ্য সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পিছিয়ে পড়া মানুষকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করেছে।'

এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রথমেই বলেন, 'একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কারণে এই আইন করেছিল রাজ্য। কিন্তু হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের এই বেআইনিভাবে তৈরি করা আইনকে মান্যতা দেয়নি। তাই রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে এখন নতুন করে সংশোধনী বিল আনার চেষ্টা করছে। আমরা দেখব, সংশোধনী বিলে কী থাকে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর সঙ্গে জাত বা ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক দলগুলি এই নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। একমাত্র পিছিয়ে পড়া অংশকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলার অনুমতি দেননি।

ওবিসি বিলে সরগরম বিধানসভা

> রাজ্য সরকার ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ করেছিল। হাইকোর্ট সেটা ৭ শতাংশ করেছে। এই নিয়ে এখনও আদালতে মামলা চলছে। ফলে ভর্তি বা চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগ্য জবাব দিয়েছি : শুভেন্দু

বিধানসভায় ঝাঁঝ কম পদ্মের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ জুন : পহলগামের সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার ঘটনায় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানানোর প্রস্তাবে 'অপারেশন সিঁদুর' কেন উল্লেখ করা যাবে না, সেই ইস্যুতে প্রত্যাশিত দৃঢ়তা দেখাতে পারল না বিজেপি। এমনটাই মনে করছে বিজেপি ও রাজনৈতিক মহলের একাংশ। সেনাকে সম্মান জানাতে বাদল অধিবেশনের শুরুতে বিধানসভায় এদিন যে প্রস্তাব পেশ করেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই প্রস্তাবে যে 'অপারেশন সিঁদুর' নামের কোনও উল্লেখ থাকছে না তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আগেই। তা নিয়ে অধ্যক্ষের (বকলমে সরকারের) প্রস্তাবের সমালোচনাও করেছিল বিজেপি। কিন্তু পর্যবেক্ষকদের মতে, বিধানসভার অধিবেশনে সেই দাবি আদায়ে সেভাবে আগ্রাসী হতে দেখা গেল না বিজেপি পরিষদীয় দলকে। তবে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, 'এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হয়নি। যোগ্য জবাবই দিয়েছে বিজেপি।'

ইস্যুতে প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দুটি সংশোধনী গ্রহণের জন্য দাবি করেন। অধ্যক্ষের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুর-এর উল্লেখ ও টার্গেট কিলিংয়ের উল্লেখ করুন।' তবে একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'সরকার তাঁর সংযোজন দুটি মানুক বা না মানুক, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবে বিজেপি।'

প্রস্তাবে শুভেন্দু তথা বিজেপির এই সংযোজন মানেননি অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে এই প্রশ্নে অধ্যক্ষ তাঁর (রুলিং) সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে বলেন, 'বিরোধী দলনেতা আপনি যে সংযোজনের কথা বলেছেন, তা নিয়ে বিধিবদ্ধভাবে কোনও লিখিত অ্যামেন্ডমেন্ট (সংশোধনী) দেননি।' সংসদীয় রাজনীতিতে যথেষ্টই পরিপক্ক বিরোধী দলনেতা কেন এমন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে এ ধরনের 'টেকনিকাল ত্রুটি'র সুযোগ দিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ওয়াকিবহাল মহলে। যদিও বিজেপির দাবি, তাদের সমালোচনার পর প্রস্তাবের নামে কী আসে যায়? আমরা তো সেনাকে সম্মানই জানাচ্ছি বলে সাফাই দিয়েছেন অধ্যক্ষ। সেই কারণে দেশের প্রশ্নে এই প্রস্তাব নিয়ে জলঘোলা করতে চায়নি বিজেপি। শুভেন্দুর কথায়, 'দেশের প্রশ্নে এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করেছি। বিজেপির কাছে সবসময় অগ্রাধিকার দেশ। তৃণমূল চেয়েছিল এই প্রশ্নে বিরোধিতা করে আমরা উপস্থিত না থাকি। তৃণমূলের সেই ফাঁদে আমরা পা দিইনি।'

দ্বিতীয় প্রস্তাবে শুভেন্দুর দাবি ছিল, প্রস্তাবে এলোপাতাড়ি গুলির কথা না বলে টার্গেট কিলিং হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। এই প্রশ্নে শুভেন্দুর দাবি, বিজেপি বেছে বেছে

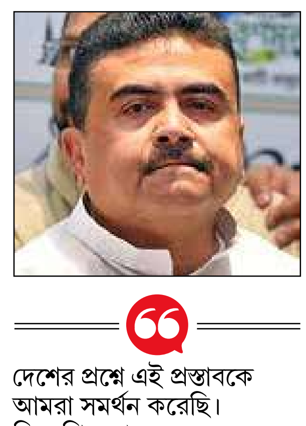

> দেশের প্রশ্নে এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করেছি। বিজেপির কাছে সবসময় অগ্রাধিকার দেশ। তৃণমূল চেয়েছিল এই প্রশ্নে বিরোধিতা করে আমরা উপস্থিত না থাকি। তৃণমূলের সেই ফাঁদে আমরা পা দিইনি।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

হিন্দু নিধনের দাবি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি হিন্দু নিধন না বললেও, ধর্মীয় হত্যার তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন। ফলে তাঁদেরই জয় হয়েছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনিও শুনেছেন হিন্দু দেখে মারা হয়েছে। তবে, তিনি নিজে মনে করেন পহলগামের হত্যা নিন্দনীয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা মানুষ। মানবিক প্রাণ। ফলে বিজেপি ও শুভেন্দুর দাবি মানার প্রশ্নই নেই।

মুর্শিদাবাদ-হিংসা নিয়ে তোপ ভূপেন্দ্র যাদবের

কলকাতা, ১০ জুন : মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তির প্রচারে এসে মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের সন্ত্রাস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। বার বারই নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে ভূপেন্দ্র মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসা প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'এই রাজ্যে শুধু ভোটের সময় বা ভোটের পরে সন্ত্রাস হয় এমন নয়। সন্ত্রাস এই রাজ্যের প্রতিদিনের বিষয়। মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি যে 'দাঙ্গা' হয়েছে, সেটা কি ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস। এটাই দুঃখের।' একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'রাজ্যের মানুষ এই হিংসাকে আর বরদাস্ত করবে না। গণতান্ত্রিক পথে এই সরকারের বদলই একমাত্র পথ।'

নির্বাচনকে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করার প্রশ্নে ইতিমধ্যেই কমিশনের ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির এই দাবির প্রশ্নে ভূপেন্দ্র বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার দায়িত্ব কমিশনের। আমরা কমিশনকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যাই হোক না কেন, '২৬-এ বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে।'

ভূপেন্দ্রর দাবি, 'বিগত ইউপিএ জমানার চেয়ে বর্তমান মোদি সরকারের আমলে রাজ্য আর্থিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হলেও তুষ্টিকরণের রাজনীতি ও দুর্নীতির কারণে এই রাজ্যের উন্নয়ন থমকে আছে।' এদিন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পাচার করা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ করেন শুভেন্দু অধিকারী। পরে শুভেন্দু বলেন, রাজ্যের পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকদের একাংশ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রীর ছত্রছায়ায় থেকে তাঁরা এই কাজ করছেন। তাঁর দাবি, বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন যাদব।

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০২-ডিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৯.০৬.২০২৫। চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, গতিশক্তি ইউনিট, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং : ২-ডিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থানে রোড ওভার ব্রিজ/রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, ইনভেস্টিগেশন, টোটাল স্টেশন/ডিজিপিএস সহ বিশদ সার্ভে, অ্যালাইনমেন্ট মার্ক করা, সয়েল ইনভেস্টিগেশন, জিএডি তৈরি এবং ডিপিআর জমা কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৩,৬৯,৬৭,৮৬৩.৫২ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ : ০২.০৭.২০২৫। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in
(MLD-82/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

অসন্তুষ্ট বিচারক

কলকাতা, ১০ জুন : একজন সরকারি ডাক্তার কর্মক্ষেত্রে খুন হয়েছেন, সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত সিবিআইয়ের, আরজি কর মামলায় এমনটাই মন্তব্য করলেন নিম্ন আদালতের বিচারক। মঙ্গলবার সিবিআই এই মামলায় চতুর্থ স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে শিয়ালদা আদালতে। তবে তাতে সন্তুষ্ট নন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, সিবিআই শব্দ নিয়ে খেলছে। লাস্ট সিন অফ থিয়োরি অনুযায়ী তদন্তের রিপোর্ট জমা পড়ছে না। তবে সিবিআইয়ের যুক্তি, তাদের কাছে যে তথ্য আসছে সেগুলি নোডাল অফিসারের মাধ্যমে একটি সংস্থাকে দিয়ে যাচাই করানো হচ্ছে।

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষা

চাকরিহারাদের অনুমতি দিল কোর্ট

কলকাতা, ১০ জুন : ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের জন্য এসএসসি-কে দায়ী করেই মন্তব্য রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, 'স্কুল সার্ভিস কমিশনের অপকর্মের কারণে চাকরি গিয়েছে। তাই এসএসসি-কে দায় নিতে হবে।' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়ে উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিহারাদের একাংশ। তখনই এই মন্তব্য করেন বিচারপতি। সম্ভাব্য যোগ্যদের সঙ্গে মানবিক অবস্থান দেখানো হোক বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের। এদিন একাধিক আবেদনকারীকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয় আদালত। তাঁদের মেধার বিবেচনা করে ও নথিপত্র যাচাই করে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে সুযোগ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

মহুয়া ঘোষ সহ একাধিক চাকরিহারা উচ্চপ্রাথমিকে সপ্তম কাউন্সেলিংয়ে বসতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ১১ জুন কাউন্সেলিং রয়েছে। চূড়ান্ত মেধাতালিকায় জায়গা পেলে চাকরি দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

তবে কমিশনের যুক্তি, আগের কাউন্সেলিংয়ের সময় অনুপস্থিত প্রার্থীদের বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ না দেওয়ার নিয়ম রয়েছে কমিশনে। এঁদের অনুমতি দিলে তালিকাভুক্ত প্রার্থীরা যাঁরা অন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেননি তাঁরা চাকরির সুযোগ হারাবেন। সোমবারও এক আবেদনকারীকে উচ্চপ্রাথমিকের কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন বিচারপতি। আইনজীবী মহলের মতে, আদালতের এই নির্দেশের ফলে চাকরিহারাদের উচ্চপ্রাথমিকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হল।

স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে

কলকাতা, ১০ জুন : সুরাহা মেলার আশায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখলেন 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। সর্বভারতীয় স্তরের একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতাকেও চিঠি পাঠিয়েছেন তাঁরা। উদ্দেশ্য, শাসক ও বিরোধী উভয় দলেরই সমর্থন অর্জন করা। চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'শাস্তি থেকে অব্যাহতি না দেওয়া হলে পরিবারের সঙ্গে আমাদেরকেও স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য অনুমতি দেওয়া হোক।'

আন্দোলন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আইনজীবীদের দ্বারস্থ হওয়ার পরও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে আটকাতে পারেননি শিক্ষকরা। তাই মঙ্গলবার সারা রাজ্যের প্রতিটি ডাকঘর থেকে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠাল 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। চিঠিতে বলা হয়েছে, ১৫,৪০৩ জন 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ সুপ্রিম কোর্ট আনতে পারেনি। সিবিআইয়ের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁরা 'কলঙ্কিত' নন। তবুও তাঁদের ৭ বছরের চাকরির অবসান ঘটিয়ে কার্যত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের অবস্থান

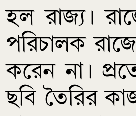

কলকাতা, ১০ জুন : টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় কাজে স্বাধীনতা সংক্রান্ত মামলায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল রাজ্য। রাজ্যের দাবি, কোনও পরিচালক রাজ্যের হয়ে ছবি তৈরি করেন না। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে ছবি তৈরির কাজ করেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যের কোনও ভূমিকা নেই। তাই হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি আসে না। মঙ্গলবার রাজ্যের আবেদনে মামলার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। পরের সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন ডিভিশন বেঞ্চে তাই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়েছে রাজ্য। এর আগে পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন একক বেঞ্চে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। সমস্ত মামলা একসঙ্গে শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাতিল নয়

কলকাতা, ১০ জুন : ১৫ বছর বয়সি বাণিজ্যিক গাড়ি এখনই বাতিল নয়। ১৫ বছর পেরিয়ে যাওয়া গাড়ি দু'বার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট নিতে হবে। তাতে জটিলতা থাকলে তবেই সেই গাড়ি বাতিল হবে। এই বিষয়টি নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানালেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি স্বস্তির বলে জানালেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'সরকারকে সবাইকে নিয়ে চলতে হয়। পরিবেশের কথা ভাবতে হয়। মানুষের রুটিরুজি পরিবহণের কথাও মাথায় রাখতে হয়।'

তদন্ত

শান্তিনিকেতন, ১০ জুন : সোনাঝুরিতে পর্যটন দপ্তরের জায়গা দখল করে বেআইনি রাস্তা নির্মাণ করেছিল এক জমি মাফিয়া। অভিযোগ পেয়ে ১৬৩ বিএনএস জারি করেছে বোলপুর মহকুমা শাসক। সেই সঙ্গে বোলপুর পুরসভা ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকেও নোটিশ করা হয়েছে। বোলপুর পুরসভার পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

চতুর্থ রাজ্য

কলকাতা, ১০ জুন : ডিম উৎপাদনে দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। মাংস উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। দেশের মোট মাংস উৎপাদনের ১২ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। মঙ্গলবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

আজ টিভিতে

গ্রেপস চিকেন এবং শোলের সঙ্গে ফলের রাজা তৈরির রেসিপি শেখাবেন উল্কা দত্ত মজুমদার। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ গ্যাঁড়াকল, সন্ধে ৭.০০ পরিবার, রাত ১০.০০ সূর্য, ১.০০ প্রলয়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ আনন্দ আশ্রম, বিকেল ৪.০০ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৬.৫৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১০.১৫ অগ্নিপথ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ১.৩০ মহাজন, বিকেল ৫.৩০ শত্রু মিত্র, রাত ১০.৩০ ভাগ্যদেবতা, ১২.৪৫ থানা থেকে আসছি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মঞ্জরী অপেরা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গুন্ডা

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৯ গদর-টু, বিকেল ৩.২৮ ক্রু, ৫.২৫ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, ১১.১৪ পুলিশ পাওয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫৮ ধমাল, বিকেল ৪.৩১ রাউডি রক্ষক, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গ্যয়া, রাত ১০.৪৫ জিনিয়াস

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৭ মম, দুপুর ২.২৪ সাইনা, বিকেল ৪.৪২ দোবারা, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ শুভ মঙ্গল সাবধান, ১০.৪৩ রশ্মি রকেট

মুভিজ নাউ : বেলা ১১.৩০ এজেন্ট কোডি ব্যাঙ্কস, দুপুর ১.১০ রেসিডেন্ট ইভিল : আফটার লাইফ, ২.৪০ রকি-টু, বিকেল ৪.৩৫ দ্য ভিঞ্চি কোড, সন্ধে ৬.৫৫ ডার্ক ফিনিক্স, রাত ১০.৩০ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার

কোই মিল গ্যয়া
সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

আনন্দ আশ্রম
দুপুর ১.০০ জলসা মুভিজ

মঞ্জরী অপেরা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব রাখতে নির্দেশ

কলকাতা, ১০ জুন : বীরভূম জেলার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে জেলার নেতাদের বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি দলের জেলা চেয়ারম্যান তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে স্পষ্টই জানিয়ে দেন, 'কেষ্টকে কোনও কর্মসূচিতে সামনের সারিতে রাখা যাবে না। ওর কথাবার্তা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।' এরপরই তিনি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে সংগঠন আরও মজবুত করার নির্দেশ দেন। ১৪ জুন বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটিকে কলকাতায় ডাকা হয়েছে। সেখানে কেষ্ট ও কাজল দুজনই উপস্থিত থাকবেন। ওই বৈঠকে দলনেত্রীর নির্দেশ কেষ্টকে বুঝিয়ে দেবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

কয়েকদিন আগেই বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়। দলনেত্রীর নির্দেশে কেষ্টকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। নবান্নের নির্দেশে কেষ্টর বিরুদ্ধে বোলপুর থানায় পুলিশ এফআইআরও দায়ের করে। বোলপুর এসডিপিও অফিসে দু'দিন তাঁকে হাজিরাও দিতে হয়েছে। কেষ্টর ভূমিকা যে দল ভালো চোখে দেখছে না, তা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও কেষ্ট প্রকাশ্যেই পুলিশকে বোমা মারার নিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছরের কাছাকাছি সময় তিহার জেলে বন্দি থাকায় জেলায় কেষ্টর অনুগামীর সংখ্যা কিছুটা হলেও কমেছে। কিন্তু এখনও কিছু ব্লক ও টাউন কমিটিতে কেষ্ট অনুগামীরা রয়েছেন। তাই কেষ্টকে সম্পূর্ণ না ছেঁটে ধীরে ধীরে নখদন্তহীন করে ফেলতে চাইছে তৃণমূল। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে কেষ্ট যাতে অন্তর্ঘাত করতে না পারেন, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিনই বিধানসভায় হাজির ছিলেন বীরভূম জেলার তৃণমূলের বিধায়করা। দল যে এই ধরনের অসংসদীয় আচরণ বরদাস্ত করে না, তা ওই বিধায়কদের বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেই কারণেই এখন আর কেষ্টকে সামনের সারিতে রাখতে চাইছেন না তৃণমূল নেত্রী। বরং কেষ্টর তীব্র বিরোধী বলে পরিচিত কাজল শেখকে গুরুত্ব দিয়ে বিধানসভা ভোটে জেলার ১১টি আসনই দখলের লক্ষ্য নিয়েছে তৃণমূল। জেলা তৃণমূলে একসময় কেষ্ট অনুগামী বলে পরিচিত বিধায়কদের বেশ কয়েকজন ইদানীং কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন। আগামীদিনে দলনেত্রীর মনোভাব বুঝে কেষ্টর থেকে তাঁরা যে দূরত্ব রাখবেন, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com
ADMISSION NOTICE 2025
উচ্চ মাধ্যমিকের পরে
3 YEARS
BACHELOR'S DEGREE
WITH GUARANTEED INTERNSHIP & APPRENTICESHIP
Paramedical Science
Medical Lab Technology
Operation Theatre Technology
Radiology and Medical Imaging
Physiotherapy
UPCOMING EVENT
PLACEMENT FAIR
12th, 13th & 14th June' 2025
Main Campus Sealdah
Hospitality Management
Hospitality and Tourism Management
Banking & Finance
Bachelor's Degree in Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
LIFETIME PLACEMENT SUPPORT
Top-tier University Tie-ups
GALGOTIAS UNIVERSITY
MANGALAYATAN UNIVERSITY
0% Interest Education Loan
THE GEORGE TELEGRAPH TRAINING INSTITUTE
• COOCHBEHAR CENTRE : RRN Road, Rajmata Street, Ward No-7, Beside Rajmata Temple, Coochbehar - 736101, Ph. : 9830277023
• MALDA CENTRE : Rabindra Avenue, Malda - 732101, Ph : 9674165585
• SILIGURI CENTRE : Hill Cart Road, Venus More, Siliguri - 734001, Ph : 8335078359
• SILIGURI CENTRE : Lala Lajpat Roy Road, Ashrampara, Siliguri Ward No 13 of S.M.C, Dist - Darjeeling - 734 001, Ph. : 9083299024

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিকল্পনামাফিক কাজ করলে সাফল্য মিলবে। কোনও পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। **বৃষ :** পরিবারের কোনও গোপন কথা বন্ধুবান্ধবকে বলে বিপদে পড়তে হতে পারে। আইনি বিষয়ক কোনও মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে। **মিথুন :** কর্মপ্রার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। **কর্কট :** আপনার অবান্তর কথার জন্য পরিবারে অশান্তির সম্ভাবনা। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** খুব পরিচিত লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। না জেনে কোনও কাগজপত্রে সই করবেন না। **কন্যা :** আপনার সুমধুর ব্যবহারে সমাজে জনপ্রিয় হবেন। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। **তুলা :** স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সামান্য ভুলে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **বৃশ্চিক :** সামান্য কারণে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি। সন্তানের চাকরির খবরে আনন্দ। **ধনু :** ব্যবসায় আয় বাড়বে। পিঠের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের হাট। **মকর :** তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়িক কোনও কাজে বন্ধুর সাহায্য নেবেন না। পায়ের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। **কুম্ভ :** দরকারি কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানুন। যেচে কাউকে উপকার করতে যাবেন না। **মীন :** সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বৃদ্ধিতে চিন্তা বাড়বে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় চাপ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১১ জুন ২০২৫, ২৭ জেঠ, সংবৎ ১৫ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ১৪ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৯। বুধবার, পূর্ণিমা দিবা ১২।৩৮। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৮।৮। সাধ্যযোগ দিবা ২।৩২। ববকরণ দিবা ১২।৩৮ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।১৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৮।৮ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ১২।৩৮ গতে পূর্বে। কালবেলাদি- ৮।১৬ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।৩৭ গতে ১।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৬ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৮ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধি বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৩৭ মধ্যে সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ নবান্ন যবশ্রাদ্ধ, দিবা ১২।৩৮ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও প্রতিপদের সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।২৭ মধ্যে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪ সংখ্যা, বুধবার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ভাতায় খেসারত

টাকা তো খোলামকুচি নয়। বিশেষ করে যদি তা হয় কর বাবদ দেওয়া টাকা। ক্ষমতা আছে বলেই কোনও সরকার কোষাগারের টাকার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। সেই প্রশ্নটা উঠেছে চাকরিচ্যুত একদল শিক্ষাকর্মীকে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। প্রশ্নটা নিয়ে বিরোধীরা তেমন সোচ্চার না হলেও জনপরিসরে ছিল। শেষপর্যন্ত সেই প্রশ্নে সিলমোহর দিল হাইকোর্ট। জানতে চাইল এই ভাতা দেওয়ার ভিত্তির খুঁটিনাটি।

রাজ্য সরকার ওই ভাতা চালু করেছে। এক মাসের ভাতা দেওয়া হয়েও গিয়েছে। এই ভাতা দেওয়ার কি কোনও সামাজিক প্রকল্প আছে? এককথায় উত্তর, না। সরকারের ইচ্ছে হয়েছে, তাই দিয়েছে। তা কি সরকার পারে? সেই প্রশ্নটিই তুলেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। জানতে চেয়েছেন, এই ভাতাপ্রাপকরা বিনিময়ে সরকারকে কী দেবেন? এঁরা কি বাড়িতে বসে এই ভাতা পাবেন? প্রশ্নগুলি অতি প্রাসঙ্গিক।

বাম জমানায় কিছুদিন বেকার ভাতা চালু ছিল। তরুণ প্রজন্মের কর্মহীনদের জন্য প্রকল্প চালু করেছিল সরকার। কিন্তু টানতে পারেনি। ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাওয়ার দশা হওয়ায় জনমুখী সেই প্রকল্পে ইতি টানতে হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারকেই। তৃণমূল সরকার হালে যে ভাতা দেওয়া শুরু করেছে, তা কোনও প্রকল্পের আওতাভুক্ত নয়। কারা পাচ্ছেন এই ভাতা? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে শিক্ষাকর্মীদের চাকরি গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ- দুই শ্রেণির কর্মীরা আছেন।

কেন চাকরি খারিজ হল তাঁদের? আদালত মনে করেছে, বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষাকর্মীদের। সেই অন্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষাকর্মীদের দায়ও আছে। তাঁদের একাংশ টাকার বিনিময়ে নিয়োগপত্র কিনেছেন কার্যত। দুর্নীতির অভিযোগে যাঁদের নিয়োগ খারিজ হল, তাঁদের ভাতা দেওয়ার অর্থ তো সেই দুর্নীতি আড়াল করা। চাকরি গিয়েছে বলে তাঁদের বসিয়ে বসিয়ে ভাতা দেওয়ার যুক্তির সারবত্তা নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠবেই।

সরকার যুক্তি দিতে পারে, মানবিক কারণে এই সিদ্ধান্ত। হঠাৎ চাকরিচ্যুত হওয়ায় তাঁরা অথই জলে পড়েছেন বলে ভাতা দিয়ে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিলে প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যে এত এত কর্মহীন থাকতে বেছে বেছে চাকরিচ্যুত শিক্ষাকর্মীদের কেন? সরকারের অন্যায়ের কারণে তাঁদের চাকরি খারিজ হয়েছে বলে? তারপরেও একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন ওঠে। যে প্রশ্নটি বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে উচ্চারিত হয়েছে।

প্রশ্নটি হল, দেশের সর্বোচ্চ আদালত অনিয়মের অভিযোগে কারও নিয়োগ খারিজ করে দিলে সরকারি অর্থে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সংবিধানসম্মত তো? সুপ্রিম কোর্টের চাকরি বাতিলের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে। সেই পিটিশন এখনও আদালতের বিবেচনাধীন। আবেদনটির নিষ্পত্তি হওয়ার আগে চাকরিচ্যুতদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত তো আসলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে ঘুরিয়ে উপেক্ষা করা। আদালত যাঁদের নিয়োগকে বেআইনি বলছে তাঁদের বসিয়ে ভাতা দেওয়াকে এছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!

এই শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে একদল শিক্ষকেরও চাকরি বাতিল হয়েছিল। কিন্তু সরকারের লিভ পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের একাংশের চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। কিন্তু চূড়ান্ত নির্দেশে যদি আদালত তাঁদের চাকরির মেয়াদ আর না বাড়ায়, তাঁদেরও কি এভাবে ভাতা দিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অনিয়মের ক্ষতিপূরণ দেবে?

চাকরিচ্যুত শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দিয়ে সরকার আসলে অনিয়মের খেসারত দিচ্ছে। শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিক-কর্মীদের একাংশ যে ওই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত, তার খানিকটা ইতিমধ্যে আদালতে স্পষ্ট হয়েছে। ভাতা দিয়ে চাকরিচ্যুতদের অসন্তোষ ধামাচাপা দেওয়ার পাশাপাশি ভাতার সিদ্ধান্তে ভোটের অঙ্ক নিশ্চিতভাবে আছে। অন্তত এই শিক্ষাকর্মীদের পরিবার ও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের ভোট ধরে রাখতে সরকারি টাকার এই যথেচ্ছ ব্যবহার। শাসকের স্বার্থে সরকারি কোষাগার ব্যবহারের এই নজির অত্যন্ত খারাপ ও জনস্বার্থের প্রতিকূল।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম- দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

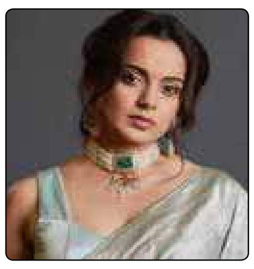

আলোচিত

আমাকে কেউ একটা জিনিস ব্যাখ্যা করতে পারেন? মেয়েরা বাবা-মার ভয়ে বিয়েতে আপত্তি জানাতে পারে না, অথচ তারা সুপারি কিলার দিয়ে স্বামীকে খুন করতে পারে! সকাল থেকে ভাবছি আর মাথাব্যথা হচ্ছে! এই ধরনের বোকা লোকরাই ভয়ংকর। সমাজের ক্ষতি করে।

- কঙ্গনা রানাওয়াত

ভাইরাল

গুলমোহর গাছ থেকে গলগল করে জল বেরোচ্ছে। তা দেখতে ভিড় জমেছে। 'অলৌকিক গাছ'-এর 'পবিত্র জল' সংগ্রহ চলছে। ভক্তদের টনক নড়ে যখন পুরসভা জানায় মাটির নীচে জলের পাইপ ফেটে এটা হয়েছে।

আজ

১৯৬২

অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৯৭

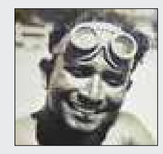

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি সাঁতারু মিহির সেন।

সোজা-সাপটা

আত্মমর্যাদার সঙ্গে বঙ্কিমের মেয়েরা কোনও দিন আপসরফা করেনি। প্রয়োজনে স্বামীকে তারা পরিত্যাগ করতে পারে, গৃহত্যাগ করতে পারে, মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে, কিন্তু নারীর মর্যাদা ও মহিমাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়।

বঙ্কিমের নারীরা এবং একুশ শতকের বাঙালি

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর কালসীমায় রচিত, তার অন্য প্রমাণ তাঁর সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলি। অন্যদিকে, একুশ শতকেও তাঁর উপন্যাসের মহান আবেদন যৌক্তিকতা ও জনপ্রিয়তার যে সুনিশ্চিত সম্ভাবনা—তার সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর উপন্যাসের রমণীকুলের। এই রমণীরা উনিশ শতকের সমাজ পটভূমিকায় এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেও এদের চিন্তাভাবনা, জীবনবোধ, এদের ক্রোধ, বিদ্রোহ ও সংগ্রাম, এদের প্রাগ্রসর মানসিকতা ও একুশ শতকের বাঙালি মহিলা তথা সমগ্র বাঙালি সমাজকে লজ্জা দিতে পারে। লজ্জা দেবে এই কারণে যে বঙ্কিমের রমণীরা উনিশ শতকের কালসীমায় বসে যা ভেবেছে যা চেয়েছে যা করেছে, একুশ শতকের আঙিনায় এসে আজও আমরা সেখানে আদৌ পৌঁছোতে পারিনি। যে কারণে তাদের অপমান ও অসম্মান, এবং তজ্জনিত ক্রোধ ও বিদ্রোহ, সেসব কারণ আজও সমাজ থেকে কিছুমাত্র দূরীভূত হয়নি। এ কেবল বঙ্গীয় সমাজের কথা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ পটভূমিতেও এই একই বক্তব্য।

আত্মমর্যাদার সঙ্গে বঙ্কিমের মেয়েরা কোনও দিন আপসরফা করেনি। প্রয়োজন হলে স্বামীকে তারা পরিত্যাগ পর্যন্ত করতে পারে—তারা গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে যেতে পারে—তারা মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে, কিন্তু নারীর মর্যাদা ও মহিমাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়। যে যুগে সবে সতীদাহ প্রথার নিবারণ হয়েছে, বিধবাবিবাহ সবে আইনের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, বহুবিবাহ রহিত হওয়ার সপক্ষে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেই সময়পর্বের পটভূমিতে বঙ্কিম সৃষ্ট রমণীরা অতিমাত্রায় আধুনিক, অতিমাত্রায় প্রাগ্রসর। এ যুগের বিবাহবিচ্ছেদ আইন সে যুগের বাঙালি রমণীদের কল্পনার বাইরে ছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসে এমন বেশ কয়েকজন বিদ্রোহিণীর কথা উঠে আসে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দুই বিদ্রোহিণীকে দেখি—নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখীকে এবং নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নী কুন্দনন্দিনীকে। এই রমণীযুগলের বিদ্রোহ কীসের বিরুদ্ধে এবং কীভাবে, সেকথাটাই বলি।

স্বামী নগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই সূর্যমুখীর প্রধান ক্ষোভ। এই ক্ষোভের কারণ কী? কারণ, এতকাল পর নগেন্দ্র স্ত্রী সূর্যমুখীকে বিস্মৃত হয়ে বিধবা কুন্দনন্দিনীতে আকৃষ্ট। এমনকি, নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ পর্যন্ত করতে উদ্যোগী। পুরুষের বহুবিবাহ সমাজ অনুমোদিত হলেও সূর্যমুখীর মতো নারীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। শাস্ত্রের বিধান থাকে থাক, সমাজের অনুমোদন থাকে থাক, কিন্তু নারী হিসাবে সূর্যমুখী এই বিধান কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

সূর্যমুখীর প্রকৃত বিরোধ কি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে, নাকি পুরুষের বহুবিবাহের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? নগেন্দ্রর প্রতি সূর্যমুখীর ক্ষোভ কি এই কারণে যে নগেন্দ্র একজন বিধবা কন্যাকে বিবাহ করছে, নাকি ক্ষোভের প্রকৃত কারণ হল, যেহেতু নগেন্দ্র দ্বিতীয়বার পরিণয়াবদ্ধ হচ্ছে—সে কন্যা বিধবাই হোক আর কুমারীই হোক, সূর্যমুখীর তাতে কী যায় আসে! স্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ তৎকালীন সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হলেও পত্নী সূর্যমুখীর নিকট তা কিছুতেই স্বীকারযোগ্য নয়, অনুমোদনযোগ্য নয়। আর তাই দেখি, নগেন্দ্রর দ্বিতীয় বিবাহে সূর্যমুখীর তীব্র বেদনা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ পেল তার গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে। যদি সূর্যমুখী গৃহত্যাগের মাধ্যমে তার ক্ষোভ তার প্রতিবাদ প্রকাশ না করত, তাহলে এই উপন্যাসে নগেন্দ্র-কুন্দর বিবাহের পর আর কোনও নতুন তরঙ্গ দেখা দিত না। হয়তো নগেন্দ্র তার বড় বৌ ও ছোট বৌকে নিয়ে দিব্যি ঘরসংসার করে আত্মসুখে কালাতিপাত করত। নারীর আত্মমর্যাদা দিয়ে সূর্যমুখী নিজেকে নগেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী রূপেই ভাবতে পারে, কিন্তু কখনোই নগেন্দ্রের অন্যতম বধূ রূপে নয়। আর তাই কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহের পরদিনই সকলের অলক্ষে রাতের অন্ধকারে সূর্যমুখী ঘর থেকে পথে এসে নামে, ঠিকানাবিহীন লক্ষ্যে এগিয়ে যায় নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়। স্নেহময়ী সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের ঘটনা নগেন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে বিচলিত, বিহ্বল ও বিভ্রান্ত করে তোলে। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ নগেন্দ্রর পক্ষে একান্তই অপ্রত্যাশিত—হয়তো সেদিনের সমাজের চোখেও। মনে রাখতে হবে, তখনও দেশে বহুবিবাহ নিষেধক আইন প্রবর্তিত হয়নি। তবে বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রয়াসে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ হয়ে গেছে।

মনে হয়, সূর্যমুখীর প্রধানতম ক্ষোভ তার স্বামীর প্রতি হলেও, তার আরেকটি ক্ষোভ থেকে গেছে বিধবাবিবাহ আইনের বিরুদ্ধে এবং স্বভাবতই সেই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধেও।

কমলমণিকে ব্যথিত সূর্যমুখী স্বামীর কুন্দানুরাগের প্রসঙ্গের শেষে লিখেছে, 'একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?'

সূর্যমুখীর এই কথাটার প্রকৃত অর্থ কী? অনেকে মনে করেন, সূর্যমুখীর চিঠির এই অংশ আসলে বঙ্কিমেরই আপন মনের অভিব্যক্তি। তার মানে কি বঙ্কিম বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন না? বিদ্যাসাগর দেশে যে আন্দোলনের জোয়ার তুলেছিলেন বঙ্কিম কি তার পরিপন্থী ছিলেন?

এরূপ কল্পনা আদৌ সত্য নয়।

মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম বিধবা কুন্দের বিবাহ দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনুকূলতাই করেছিলেন। বালিকা বিধবা অন্তঃপুরে বসে জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে কেবল একাদশীর উপবাস করবে—বঙ্কিমচন্দ্র তা কখনোই চাননি। 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছেন, 'আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম থাকে না। ধর্মোপার্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্তি ধর্মের মূর্তি নহে—একটা পৈশাচিক কল্পনা।' বিদ্যাসাগর চিরজীবন সমাজের এই পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে লড়েছেন, বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্যর সঙ্গে বঙ্কিমের মনোভাবের কোনও বিরোধ ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর সাম্য গ্রন্থে বলেছিলেন, 'যদি কোনও বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্বার দার পরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, 'যদি' পুরুষ পুনর্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা, ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই এমত কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। তিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়।'

বঙ্কিম সমাজের এই ভয়ে ভীত না হয়ে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করলেন। বঙ্কিম বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন বলেই সরলা কুন্দনন্দিনীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই বিবাহের পরিণাম শুভ হয়নি বলে অনেকেই মনে করেন, বঙ্কিম বুঝি মনেপ্রাণে বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন।

সত্যিই কি তাঁর বক্তব্য এমনটাই ছিল?

কুন্দ, নগেন্দ্রর বিবাহের পরিণাম যে সুখের হয়নি তার জন্য কুন্দের বৈধব্য কোনও সমস্যা সৃষ্টি করেনি কখনোই। নগেন্দ্র ও কুন্দের বিবাহের পর সূর্যমুখী যে গৃহত্যাগ করল—তার কারণ এই নয় যে সূর্যমুখীর স্বামী দ্বিতীয়বার যাকে বিবাহ করেছে সে বিধবা। কুন্দ কেবল বিধবা বলেই যে তাকে সপত্নীরূপে গ্রহণ রতে সূর্যমুখীর আপত্তি তা তো আদৌ নয়। আপত্তি তো একেবারে গোড়াতেই। প্রথমা পত্নীর উপস্থিতিতে নগেন্দ্র দ্বিতীয় বিবাহ করছে, তা সে বিবাহ কুমারীর সঙ্গেই হোক আর বিধবার সঙ্গেই হোক—সূর্যমুখীর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না। ঘটনাচক্রে কুন্দ বিধবা। কিন্তু সূর্যমুখীর বিদ্বেষ কোনও সময়েই কুন্দ বিধবা বলে নয়—সূর্যমুখীর লজ্জা অপমান ক্ষোভ সর্বদা এই কারণেই যে কুন্দ নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নী।

দ্বিতীয় পত্নীর আবির্ভাবই যদি এই উপন্যাসের সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র কুমারী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন না কেন?

এর কারণ, বঙ্কিম এই উপন্যাসের মাধ্যমে এটাও দেখাতে চেয়েছেন যে— বিধবাবিবাহ আইনানুমোদিত হলেও এই মুহূর্তে সমাজে তার পরিণাম শুভ নয়।

জনমন জনমত

এখনই স্কুলে মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করা হোক

পশ্চিমবঙ্গের সব স্কুলের ভিতরে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর হাতে মোবাইল ফোন দেখা যায়। এমনও দেখা যায় যে, স্কুলের ভিতরেই ছাত্রছাত্রীরা ফোটোশুট এবং রিলস, ভিডিও তৈরিও করে।

স্কুল একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। স্কুলের ভিতরে শুধু পড়াশোনা হবে। মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখলেই মোবাইল জমা নিয়ে অফিসে রাখার আবেদন রইল। অর্থাৎ যতক্ষণ স্কুলের ভিতরে ছাত্রছাত্রীরা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোবাইল ফোন জমা রাখতে হবে।

দিনদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি মোবাইল ফোন ব্যবহার চলতে থাকে, তাহলে আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও ওদের দেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে। আমি চাই অবিলম্বে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ হোক।

তপন বর্মন
সিতাই, কোচবিহার।

পরিস্থিতি বুঝে জল খরচ করা উচিত নাগরিকদের

৪ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত শ্রেয়সী মজুমদারের 'শিলিগুড়ির জল যন্ত্রণার শেষ কবে' শীর্ষক প্রতিবেদনটি বেশ ভালো লেগেছে।

বর্তমানে আমরা শিলিগুড়িবাসী জল নিয়ে সমস্যায় আছি। একদিকে জলের জোগানে নাজেহাল পুর কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে শহরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। সুতরাং, একবেলা জল না পেলেই জলের জন্য শহরবাসীর হাহাকার শুরু হয়ে যায়। রীতিমতো কলের কাছে পাহারায়! এই বুঝি এল! তারপর জল আসতেই তড়িঘড়ি যার যা কিছু আছে সব ভরে নেওয়ার তাড়া। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলের ট্যাংক দেওয়া হয়েছে, অনেকেই ট্যাংক থেকে জল সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া তো কোনও উপায় নেই!

যদিও এখন অনেকেই জল কিনে খান, তবে এই দুর্মূল্যের বাজারে পানীয় জল কিনে খাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। পথেঘাটে চলতে গেলে আমরা দেখি অনেকেই সাইকেল, মোটরসাইকেল, টোটোতে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেসব কিন্তু স্বাভাবিক দিনেরই ছবি। বহু মানুষ পানীয় জল সংগ্রহের জন্য রোজ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আসেন। এই যে আমরা জলের জন্য এমন হাপিত্যেশ করছি, এই অনুভূতিটুকু বা এই সময়টা আমাদের কি শিক্ষা দিতে পেরেছে? যে জল অপচয় কমানো উচিত!

চাহিদা অনুযায়ী ঘরে পানীয় জলের জোগান রাখা উচিত, যাতে জরুরি অবস্থায় অন্তত দুইদিন চলে যায়। যখন জল নেই তখন আমরা দিব্যি বুঝে খরচ করছি, মেপে ব্যবহার করছি, আর যখন পরিষেবা স্বাভাবিক, তখন যে- কে-সেই। আবার শুরু হয়ে গেল দেদার অপচয়। রাস্তা ধোয়ানো, গাড়ি ধোয়ানো। আরও কত রকমের বাড়াবাড়ি। পুর কর্তৃপক্ষের দোষ অবশ্যই আছে, তারা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। তবে আমরা সাধারণ নাগরিকরাও ভীষণভাবে অসচেতন।

আমাদের জীবন থেকে নিত্যকার প্রয়োজনের কল, কুয়ো, গাছগাছালি বাদ দিয়ে যদি কেউ আধুনিক শহর গড়তে চায়, তাতে আপনি, আমি সায় দেব কেন? শাসকদল যা নিদান দেবে তাই মেনে নিতে হবে? আমাদের নিজেদের বোধ নেই! আসলে আমাদের নিজস্ব চাহিদার পরিমাণ ও তার জোগান ঠিকঠাক আছে কি না তার হিসেব আমরা নিজেরাই হয়তো রাখি না। তা না হলে প্রতিটি বাড়িতে হোক বা অ্যাপার্টমেন্টে কল বা কুয়োর ব্যবস্থা থাকবে না কেন? কেন শুধুমাত্র সাপ্লাইয়ের জলের উপরে ভরসা করে এতগুলো মানুষের রোজকার কাজকর্ম চলবে?

আমার মতে, শুধুমাত্র সাপ্লাইয়ের জলের উপর ভরসা না করে প্রতিটি বসতবাড়ি, আবাসন, ধর্মস্থান সর্বত্র নিজেদের চাহিদামতো ব্যক্তিগতভাবে জলের ব্যবস্থা রাখা উচিত। কারণ জলই জীবন। অতি আধুনিক মানুষ হিসেবে আমাদের মূল্যবান জীবনের সম্পূর্ণ তদারকি অপরের হাতে ন্যস্ত না রেখে, পরিবার, পরিবেশ, সমাজের কথা ভেবে জলের উৎস, জলের ব্যবহার করা উচিত।

বীণা বল
শ্রীপল্লি, রোড নম্বর ৫, শিলিগুড়ি বাজার।

বৃক্ষরোপণ শুধু প্রচার

সদ্য পেরিয়ে এলাম পরিবেশ দিবস। বিভিন্ন পেপার, নিউজ চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় রমরম করে পরিবেশ দিবস উদযাপনের খবর পড়লাম আর দেখলাম। তাতে খুব ভালোও লাগল। কিন্তু মজার বিষয় যা দেখলাম তা বেশিরভাগই পরিচিত মুখ। শুধু একদিনে কয়েকটি গাছ লাগিয়ে, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করে আর ভাষণ দিয়ে বৃক্ষের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না। সেই চারাগাছটিকে বৃক্ষে পরিণত করাই মূল দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অনেকে পতিত জমি আর রাস্তার দু'পাশে গাছ লাগাচ্ছে। তাতে যেমন পথচারীরা ছায়া পাবে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। আর এইসব গাছের দেখাশোনার ভার দিতে হবে স্থানীয়দের। তাহলেই সবুজ দেশ তৈরি হবে।

মনোজকুমার রায়
ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৩

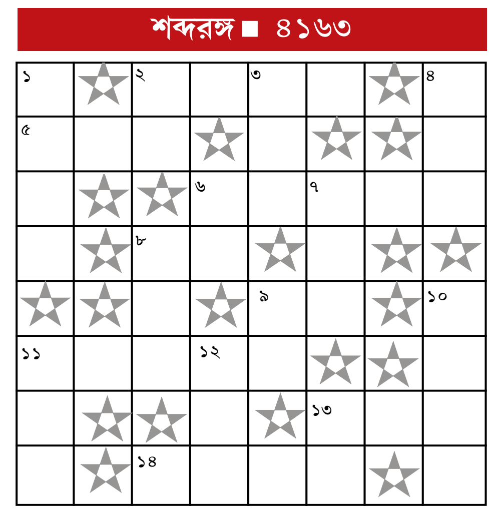

পাশাপাশি : ২। এটি মাপতে রিখটার স্কেল লাগে ৫। বহন করে আনা ৬। মগধের রাজা অজাতশত্রু এই নগর স্থাপন করেছিলেন ৮। অঙ্কের অনুপাত অথবা প্রণাম করা ৯। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বড় দেশ ১১। ছোঁয়ালেই মরা মানুষও জ্যান্ত হবে ১৩। মাটির নীচে পাওয়া জ্বালানি ১৪। চড়ুই পাখির অন্য নাম।

উপর-নীচ : ১। বিধিনিষেধ নেই, প্রবেশ অবাধ ২। নাম শুনলেই ভয় ৩। সত্য লুকিয়ে প্রতারণা ৪। পত্নী, ভার্যা, স্ত্রী বা সহধর্মিণী ৬। নদীতেও থাকে শাড়িতেও থাকে ৭। লেখা তথ্য বা ঘটনা ৮। ঘাড় সমেত মাথা ৯। ডাকে আসা বার্তা ১০। সত্যকে অস্বীকার করা ১১। লোহার শেকল ১২। নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তি ১৩। অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

সমাধান ■ ৪১৬২

পাশাপাশি : ১। মতলব ৩। হিসাব ৫। খরাকবলিত ৬। তণ্ডুল ৭। নায়িকা ৯। উপরচালাক ১২। কিঞ্জল ১৩। নিরাশ্রয়।

উপর-নীচ : ১। মরকত ২। বখরা ৩। হিজাব ৪। বরাত ৫। খল ৭। নাক ৮। কার্তিকেয় ৯। উড়কি ১০। রসাল ১১। লাগানি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

খুনের পর লেখেন ‘সাত জনম সাথ’

সোনমই মূল চক্রী, দাবি মেঘালয় পুলিশের

শিলং, ১০ জুন : ইন্দোরের রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডে তাঁর স্ত্রী সোনমকেই মূল অভিযুক্ত মনে করছে পুলিশ। কীসের ভিত্তিতে তাঁকে মূল অভিযুক্ত মনে করা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মেঘালয়ের পূর্ব খাসি হিলসের পুলিশ সুপার বিবেক সিয়েম। তিনি জানিয়েছেন, কেন রাজার স্ত্রী সোনমের ওপরেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে।

রাজা-সোনমের বিয়ে হয় ১১ মে। ২০ মে মধুচন্দ্রিমায় যান তাঁরা। কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও জঙ্গি হামলার খবরে তাঁরা গন্তব্য পালটে মেঘালয় যান। ২৩ মে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ২৪ মে তাঁদের স্কুটারটি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ তৎপর হয়। ২ জুন মেঘালয় পুলিশ ওয়াই সাওডং জলপ্রপাতের কাছে গভীর খাদে রাজার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতেই মৃত্যু। সোনম তখনও নিখোঁজ।

পুলিশ জানিয়েছে, সোনমের প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা রাজাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ভাড়া করে বিশাল চৌহান, আনন্দ কুমার এবং আকাশ রাজপুতকে। ২০ লক্ষে রফা হয়। সোনম রাজাকে মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় যেতে রাজি করান। ২৩ মে ফোটোশুটের নাম করে উঁচু-নির্জন পাহাড়ে চড়েন নবদম্পতি। অনুসরণ করে ভাড়াটে খুনিরা। সোনমের ইঙ্গিতে মেরে খাদে ফেলে দেওয়া হয় রাজাকে।

তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ছিল একটি হাঁসুয়া। এক তদন্তকারী বলেন, ‘এই হাঁসুয়া মেঘালয়ে দেখা যায় না। তাতেই সন্দেহ, বাইরের কেউ জড়িত। আমরা দম্পতির কলরেকর্ড দেখি।’ দেখা যা, খুনের আগেই সোনম ভাড়াটে খুনিদের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। তাঁর শেষ অবস্থানও খুনির কাছাকাছি ছিল।

আরও কিছু তথ্য সন্দেহ বাড়িয়েছে পুলিশের। প্রথমত শাশুড়িকে ফোন করে সোনম জানিয়েছিলেন তিনি উপবাস ভাঙেননি। কিন্তু তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ২৩ মে দুপুর পৌনে ২টো নাগাদ শাশুড়ি উমার সঙ্গে ফোনে তাঁর কথা হয়। তখন শাশুড়ি জানতে চান, রাজার ফোন চালু হয়েছে কি না, তাঁরা খাবার খেয়েছেন কি না। সোনম জানান, তিনি খাবার খাননি। তবে রাজা ফল খেয়েছেন। ফোনে কথা বলার সময় সোনমের কাছাকাছিই থাকার কথা ছিল রাজার। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে ফোনে পাচ্ছেন না জেনেও তিনি কেন ফোনে কথা বললেন না? তিনি সেখানে ছিলেন না? এই সূত্রেই হোমস্টে-মালিককে জেরা করে পুলিশ। তাঁর দাবি, গত ২৩ মে হোমস্টেতে এসে খাওয়াদাওয়া করে দুজনে বেরোলেও একাই ফিরে এসেছিলেন তরুণী।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় গাইড পুলিশকে বলেন, সোনমকে ২৩ মে রাজা ছাড়াও আরও তিন পর্যটকের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। তাঁরা সকলে নোংরিয়াট থেকে মাওয়াখিয়াতের উদ্দেশে রওনা হন। তিন পর্যটক রাজার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। আর সোনম ছিলেন পিছনে। অ্যালবার্টের দাবি, তিন পর্যটক হিন্দিতে কথা বলছিলেন। অ্যালবার্টের তথ্যের সূত্র ধরে সোনম এবং রাজার ফোনের টাওয়ার লোকেশন চিহ্নিত করে পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ জানতে পারে সোনম বেঁচে রয়েছেন। তৃতীয়ত, মধুচন্দ্রিমায় গেলেও সমাজমাধ্যমে ছবি দেননি রাজা-সোনমরা। এটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে তদন্তকারীদের।

সোনমের দাবি, তাঁকে নেশা করিয়ে গাজিপুরে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ পুলিশের শীর্ষ কর্তা অমিতাভ যশ জানিয়েছেন, ‘ওর খুনের পরিকল্পনা দুর্বল ছিল। নিজেকে শিকার প্রমাণ করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সোনম। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।’

স্বামী রাজাকে খুনের পর সোনম মোবাইলে পোস্ট করেন: ‘সাত জনমের সাথি’, যেন রাজা এখনও জীবিত! মৃত রাজার বোন সৃষ্টি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘আমার ভাই সাত জন্ম থাকতে চেয়েছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু সাতদিনও থাকতে পারল না। সোনম অন্যকে ভালোবাসলে তাকে সঙ্গে নিয়েই তো চলে যেতে পারত। একটা নির্দোষ ভালো ছেলেকে খুন করতে গেল কেন?’

তারেক-বৈঠক নিয়ে সতর্ক ইউনূস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১০ জুন : সোমবার ৪ দিনের সফরে ব্রিটেন রওনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ১৩ জুন লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন তিনি। সূত্রের খবর, বৈঠকের জন্য প্রায় দু'ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে গুরুত্ব পাবে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের বিষয়টি। আগামী বছর এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচন আয়োজনের কথা জানিয়েছেন ইউনূস। বিএনপি অবশ্য '২৫-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোটে যেতে আগ্রহী। এই পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তারেকের বৈঠকের বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও বাংলাদেশ সরকারের তরফে বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল আলম ঢাকায় বলেন, ‘বাংলাদেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে তারেক রহমানের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে তা নিঃসন্দেহে দেশের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করবে।’ চলতি সফরে বাকিংহাম প্যালেসে গিয়ে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করবেন ইউনূস। চার্লসের হাত থেকে কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করবেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গেও তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউস আয়োজিত এক আলোচনায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে ইউনূসের। ১৩ জুন লন্ডন সফরের শেষদিনে ডরচেস্টার হোটেলে ইউনূস ও তারেক রহমানের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১৩ জুন ইউনূসের সঙ্গে তারেক রহমান দেখা করবেন। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া দলের নেতাদের জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে গিয়ে বিএনপির রাজনৈতিক লাভ নেই। দলকে আলোচনার পথে এগোনোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

একই ফ্রেমে নরেন্দ্র মোদি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী দেখা করলেন বিদেশ ঘুরে আসা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। ছিলেন অভিষেক সহ অনেক বিরোধী নেতা। -পিটিআই

অবৈধ অনুপ্রবেশ বরদাস্ত নয়, জানাল মার্কিন দূতাবাস

মেঝেয় ফেলে হাতে হাতকড়া ভারতীয়কে

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১০ জুন : ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির জেরে আমেরিকায় চরম হেনস্তার শিকার হলেন এক ভারতীয় পড়ুয়া। অভিযোগ, বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও নাকি নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিসের নেওয়ার্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছেন। হরিয়ানার বাসিন্দা ওই পড়ুয়াকে বিমানবন্দরের মেঝেতে ফেলে হাতকড়া পরানো হয়। পরে তাঁকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

> আমাদের দেশে বৈধ ভ্রমণকারীদের স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আমেরিকায় ঢোকার অধিকার নেই। আমরা অনুপ্রবেশ, মার্কিন আইন লঙ্ঘনের ঘটনা সহ্য করি না এবং ভবিষ্যতেও করব না।
>
> **নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাসের বিবৃতি**

সেখানে হাজির অনাবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী কুণাল জৈন পুরো ঘটনার ভিডিও তুলে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। ওই পোস্টে আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাস ও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে ট্যাগ করা হয়েছে। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা দেশে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রবাসী ভারতীয়রা। তারপরেই নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনসুলেট থেকে একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানে লেখা, ‘সামাজিক মাধ্যমে জানা গিয়েছে নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে একজন ভারতীয় সমস্যায় পড়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।’

এদিকে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দিল্লির মার্কিন দূতাবাস। মঙ্গলবার দূতাবাসের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘আমাদের দেশে বৈধ ভ্রমণকারীদের স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আমেরিকায় ঢোকার অধিকার নেই। আমরা অনুপ্রবেশ, ভিসার অপব্যবহার বা মার্কিন আইন লঙ্ঘনের ঘটনা সহ্য করি না এবং ভবিষ্যতেও করব না।’ যদিও ওই পড়ুয়া বৈধ নথি নিয়েই আমেরিকায় গিয়েছিলেন বলে নানা মহলে দাবি করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক থেকে এখনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

ভারতীয় পড়ুয়ার প্রতি মার্কিন আধিকারিকদের আচরণকে ‘হৃদয়বিদারক’ বলেছেন কুণাল জৈন। তাঁর কথায়, ‘ওই পড়ুয়ার সঙ্গে অপরাধীর মতো আচরণ করেছেন মার্কিন আধিকারিকরা।’ ভিডিওতে পড়ুয়াকে কাঁদতে দেখা গিয়েছে। তিনি চিৎকার করে বলেছেন, ‘আমি পাগল নই। ওরা আমাকে পাগল সাজানোর চেষ্টা করছে।’

দিশাহারা ছাত্রের হরিয়ানার স্থানীয় ভাষায় বলা কথাগুলি মার্কিনিরা বুঝতে পারছিলেন না। তখন কুণাল এগিয়ে গিয়ে দোভাষীর ভূমিকা পালন করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু মার্কিন আধিকারিকরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উলটে আরও নিরাপত্তাকর্মীকে তলব করা হয়। তাঁরা জোর করে তরুণকে একটি বিমানে তুলে দেন।

জনসংখ্যায় শীর্ষেই ভারত, জানাল রাষ্ট্রসংঘ

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : জনসংখ্যায় চিনকে টপকে গিয়েছে ভারত। ২০২৫-এও এই দেশ ‘বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র’-র তকমা ধরে রাখবে বলে রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে। ‘বিশ্ব জনসংখ্যার অবস্থা’ শীর্ষক ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০২৩-এ জনসংখ্যায় চিনকে পিছনে ফেলেছিল ভারত। দু'বছর পরেও ছবিটা বদলায়নি। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এদেশের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটিতে পৌঁছে যেতে পারে।

জনসংখ্যা বাড়লেও অদূর ভবিষ্যতে ভারতে প্রজনন হার কমার ইঙ্গিত রয়েছে রিপোর্টে। সেখানে ‘দ্য রিয়েল ফার্টিলিটি ক্রাইসিস’ নামে একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এদেশে জন্ম হার কমছে। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে জনসংখ্যার বর্তমান আয়তন বজায় রাখার জন্য যত সন্তানের জন্ম দেওয়া প্রয়োজন, ভারতীয় মহিলারা গড়ে তার চেয়ে কম গর্ভধারণ করছেন। এর ফলে আগামী দিনে ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের মতো ভারতেও জনসংখ্যা কমতে পারে। যার প্রভাব দেখা যাবে জনবিন্যাসে। বয়স্কদের অনুপাতে হ্রাস পাবে প্রবীণের সংখ্যা। তবে আপাতত সেই সেই আশঙ্কা নেই।

বর্তমানে ভারতে মোট জনসংখ্যায় ০-১৪ বছর বয়সিদের অনুপাত ২৪ শতাংশ। ১০-১৯ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে যা ১৭ শতাংশ এবং ১০-২৬ বছর বয়সির হার জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ। তবে শুধু ভারত নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই জন্মহার ক্রমাগত কমছে। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি হতে সময় লেগেছিল মাত্র ১২ বছর। কিন্তু তা ৯০০ কোটিতে পৌঁছোতে সাড়ে ১৪ বছর লেগে যাবে। ২০৮০ নাগাদ তা একহাজার কোটির গণ্ডি টপকে যেতে পারে।

বেঙ্গালুরু কাণ্ডে সরকারকে গুচ্ছ প্রশ্ন আদালতের

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন : বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে হতাহতের ঘটনায় রাজ্য সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করল কর্ণাটক হাইকোর্ট। একইসঙ্গে চোখা চোখা প্রশ্নবাণেও বিদ্ধ হতে হল সিদ্দারামাইয়া সরকারকে।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু ও ৫০ জনেরও বেশি আহত হওয়ার পর কর্ণাটক হাইকোর্ট নিজে থেকেই মামলাটি গ্রহণ করে এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছে।

৫ জুন হাইকোর্ট মামলাটি গ্রহণ করে জানতে চায়, কীভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল এবং ভবিষ্যতে কীভাবে এমন ঘটনা ঠেকানো যাবে। সরকারের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) আদালতে জানান, মামলাটি সিআইডিকে দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং কুব্বন পার্ক থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করতে চলেছে।

আরসিবি দলের বিজয়োৎসবে ওরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি কেন ও কী করে তৈরি হল, তার জবাব চেয়ে হাইকোর্ট সরকারের কাছে ৯টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। আয়োজক কারা ছিল, ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে কারা ছিল, চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল কি না, ৫০ হাজারের বেশি মানুষের ভিড় হলে তা সামাল দেওয়ার উপযুক্ত নির্দিষ্ট নীতিমালা (এসওপি) আছে কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তুলেছে আদালত। সিদ্দারামাইয়া সরকার জবাব দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে আদালতের কাছে।

অস্ট্রিয়ার স্কুলে গুলিতে হত ১০

আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশবাহিনী।

ভিয়েনা, ১০ জুন : অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গ্রাজের এক স্কুলে বন্ধুকবাজের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত্পক্ষে দশজনের মৃত্যু হল। নিহতদের মধ্যে পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষাকর্মীরাও রয়েছেন। বেশ কয়েকজন আহত। জানা গিয়েছে, গুলিচালনার পর আত্মঘাতী হয়েছে হামলাকারী। তার দেহ মিলেছে শৌচালয়ে। সেকেন্ডারি স্কুলটির এক পড়ুয়াই গুলি চালিয়েছে।

অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ক্রিস্টিয়ান স্টকার এক্স হ্যান্ডেলে ঘটনাটিকে ‘জাতীয় শোক’ বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘গ্রাজের স্কুলের ঘটনা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে।’ এই মর্মান্তিক এই ঘটনায় তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোকের কথা ঘোষণা করেছেন দেশের প্রেসিডেন্ট। একইসঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনির্মিত রাখা হবে বলে জানিয়েছেন।

গ্রাজের মেয়র এলকে কাহর ঘটনাটিকে ‘ভয়াবহ ট্র্যাজেডি’ বলে বর্ণনা করেছেন। পুলিশের মুখপাত্র সাবরি ইয়োরগুন এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, সকাল ১০টা নাগাদ স্কুল কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এলাকায় বিশেষ বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের অনুমান, ঘটনার সময় একাধিক বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছিল। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা ওআরএফ-এর মতে, গুলি চালনার পিছনে একজন ছাত্রের হাত ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কাল্লাস এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘প্রত্যেক শিশুর জন্য স্কুল নিরাপদ হওয়া দরকার। ভয় ও হিংসামুক্ত হয়ে যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।’

মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে গোলাগুলির ঘটনা কম ঘটে। গ্লোবাল পিস ইনডেক্স অনুসারে, অস্ট্রিয়া বিশ্বের দশটি নিরাপদ দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। স্বভাবতই অস্ট্রিয়ায় এই কাণ্ডে হতাশ প্রশাসন।

এবার নৌসেনা নামল লস অ্যাঞ্জেলেসে

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ জুন : পুলিশ, ন্যাশনাল গার্ডের পর এবার লস অ্যাঞ্জেলেসে নৌসেনা নামানোর নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের রাস্তায় টহল দিতে দেখা গিয়েছে মার্কিন নৌবাহিনীর মেরিন কমান্ডোদের। অভিবাসন-বিরোধী বিক্ষোভ দমনের জন্য প্রথম ধাপে ৭০০ মেরিনকে লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে আরও ২ হাজার ন্যাশনাল গার্ডকে। এর ফলে সেখানে ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা বেড়ে ৪ হাজার হয়েছে।

নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও ক্যালিফোর্নিয়ার শহরটিতে বিক্ষোভ থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মঙ্গলবারও ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশের একাধিক গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুন আমেরিকার অন্যান্য জায়গায় ছড়াতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার সকালে টেক্সাসের অস্টিনে সরকারের অভিবাসন নীতি বিরোধী মিছিলে শামিল হয়েছিলেন কয়েকশো মানুষ। অস্টিনের জেজে পিকল ফেডারেল বিল্ডিংয়ে রয়েছে ফেডারেল সরকারের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) কেন্দ্র।

২ শিশু সহ বাবার মরণঝাঁপ

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দিল্লির এক বহুতলে। আগুন থেকে বাঁচতে আটতলার বারান্দা থেকে মরণঝাঁপ দুই শিশু সহ বাবার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দ্বারকা এলাকার ১৩ নম্বর সেক্টরে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছে ১০ বছরের দুই শিশু ও যশ যাদব (৩৫) নামে এক তরুণ। মৃত দুই শিশু যশের পুত্র ও কন্যা। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যশের স্ত্রী ও বড় ছেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। সরানো হয় আটকে পড়া বাসিন্দাদের। বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বহুতলের বিদ্যুৎ সংযোগ। তবে আগুনের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন।

ফ্রান্সের পথে গ্রেটা

তেল আভিভ, ১০ জুন : গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়া হল না। ২৪ ঘণ্টা টানাপোড়েনের পর ইজরায়েল থেকেই ফিরতে বাধ্য হলেন পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। মঙ্গলবার তাঁকে ফ্রান্সগামী একটি বিমানে উঠিয়ে দেন ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ। ফ্রান্স থেকে তাঁর নিজের দেশ সুইডেনে ফেরার কথা। মঙ্গলবার গ্রেটার ২টি ছবি পোস্ট করেছে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রক। সেখানে গ্রেটাকে বিমানে সওয়ার হতে দেখা গিয়েছে। ২২ বছরের পরিবেশকর্মী গ্রেটা বেশ কয়েক বছর ধরে বিমানযাত্রা এড়িয়ে চলছিলেন। ২০১৯-এ নিউ ইয়র্কের জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতেও গিয়েছেন সমুদ্রপথে। এবার অবশ্য বিমানে চেপেই ইজরায়েল ছাড়তে বাধ্য হলেন তিনি।

গ্রেটা থুনবার্গকে বিমানে চাপিয়ে ছবি পোস্ট করেছে ইজরায়েল।

নেতানিয়াহু সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গ্রেটা স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে রাজি হলেও তাঁর ১১ সঙ্গীর ৫ জন সেই পথে হাঁটেননি। তাঁরা সবাই ফ্রান্সের নাগরিক। অনিচ্ছুকদের তালিকায় রয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের সদস্য রিমা হাসান। ৫ জনকে বিতাড়িত করার কথা ঘোষণা করেছে ইজরায়েল। ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জ্যঁ নোয়েল বাহো এক পোস্টে লিখেছেন, ‘গ্রেটা থুনবার্গের সঙ্গে আটক হওয়া মেডলিন জাহাজের ৫ যাত্রী স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বিতাড়িত করার কথা জানিয়েছে সেদেশের সরকার। আমাদের রাষ্ট্রদূত ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনি সেখানে আটক ৬ ফরাসি নাগরিকের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে রাজি হয়েছেন। তিনি সম্ভবত আজই দেশে ফিরবেন। বাকিদের বিতাড়িত করা হবে।’

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মুখপাত্র ডেলফিন কলার্ড জানান, মেডলিনে সওয়ার রিমা হাসান ও তাঁর সঙ্গীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

হুঁশিয়ারি জয়শংকরের

প্যারিস, ১০ জুন : সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারত চোখ খুলে রয়েছে। সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করতে দিল্লি কখনও পিছপা হবে না। অতি সম্প্রতি এক ফরাসি দৈনিকে এমনই মন্তব্যই করেছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। তিনি বলেছেন, ‘সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তান কিংবা যেখানেই থাকুক না কেন ভারতীয় সেনা তাদের তাড়া করে মারবে।’ জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামের বৈসরণে পর্যটকদের ওপর জঙ্গিহানা প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়। জয়শংকর বলেন, ‘ভারতের বিরোধ কোনও নির্দিষ্ট দেশের সঙ্গে নয়, ভারতের সংঘাত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে।’

সম্প্রতি এক সপ্তাহের সফরে ইউরোপে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে বিদেশমন্ত্রীদের পাশাপাশি ব্রাসেলসে ইউরোপীয় কমিশন ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। ফরাসি দৈনিক ‘লে ফিগারো’-তে সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে পূর্ব লাদাখে চিনা সেনার অনুপ্রবেশ, ইউক্রেন সমস্যা এমনকি ভারতের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সম্পর্কে বৈশ্বিক ধারণা-ও। বিশ্ব এই বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত ও পুরোপুরি মিথ্যা বলে উল্লেখ করে জয়শংকর বলেছেন, ‘ধর্ম আমাদের পরিচয়ের একটি দিকমাত্র।’

চিন সম্পর্কে জয়শংকর বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের মতো একটি বিষয়ে দ্বিচারিতা মানা যায় না। এটি এমন এক সমস্যা, যা সকলের পক্ষে উদ্বেগের।’ ভারত-মার্কিন সম্পর্কে ট্রাম্পের শুল্ক হুমকিকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি জানান, পাঁচ মার্কিন প্রেসিডেন্টের অধীনে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে।

শুভাংশুর ঝোলায় গাজরের হালুয়া, আমরস

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : রাত পোহালেই ইতিহাস তৈরি করতে চলেছেন শুভাংশু শুক্লা। রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে তিনি পাড়ি দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস)। কিন্তু এ খবর তো সবার জানা। অজানা খবরটা হল মহাকাশে শুভাংশু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর কিছু প্রিয় খাবার—মুগ ডালের হালুয়া, গাজরের হালুয়া, আমরস এবং ভাত।

শুভাংশুর বোন সুচি জানিয়েছেন, ‘ভারতীয় খাবারে ঝাল-মশলা বেশি। তাই প্রথমে নাসা অনুমতি দিতে চায়নি। কিন্তু শেষমেশ কিছুটা ছাড় মিলেছে। বাড়িতে তৈরি কিছু খাবারদাবার ওর ব্যাকপ্যাকে ভরে দিয়েছি।’ লখনউয়ের বাসিন্দা বিজ্ঞানের শিক্ষক সুচি জানিয়েছেন, দাদাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ও চূড়ান্ত ‘ফিটনেস ফ্রিক’। নিয়ম করে যোগব্যায়াম তো করেই। আরও কত কী যে করে নিজেকে তরতাজা রাখতে, গুনে শেষ করা যাবে না।

তবে হালুয়ার শিশি বা ভাতের হাঁড়ি ছাড়াও মহাকাশ সফরে একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসও কিছু কিছু থাকবে শুভাংশুর সঙ্গে। সুচি জানিয়েছেন, নিয়ম নেই বলে সেগুলি কী, বলা যাচ্ছে না। তবে ওইসব জিনিস মহাকাশ

ঘুরে আবার বাড়িতে ফেরত আসবে। সেগুলিই হবে পরিবারের কাছে মহামূল্যবান মহাকাশের স্মৃতি। শুভাংশুকে আদর করে ‘শাক্স’ বলে ডাকেন বন্ধুবান্ধবরা। মহাকাশে শাক্স-এর সঙ্গী আরও তিনজন ডঃ পেগি হুইটসন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), স্লাভোস উজনানস্কি-উইসনিউস্কি (পোল্যান্ড) এবং তিবর কাপু (হাঙ্গেরি)। ১১ জুন তাঁরা মহাকাশে পাড়ি দেবেন ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্স-এর ক্রু ড্রাগন রকেটে চড়ে।

৮ মিনিট ‘মৃত’ থেকে জীবনে ফিরলেন আমেরিকান মহিলা

ওয়াশিংটন, ১০ জুন : মৃত্যুর পর কোনও কোনও ‘জীবন’ সত্যিই থাকে কি না, তা নিয়ে পাথুরে প্রমাণ কিছু নেই। তবু এই নিয়ে কৌতূহলের কমতিও নেই মানুষের মধ্যে। মৃত্যুর সময় মানুষের অভিজ্ঞতা কেমন হয়, তা নিয়েও নানা গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার মৃত্যুর পরে ঠিক কী অনুভূতি হয়, তা জানিয়েছেন ব্রিয়ানা ল্যাফার্টি (৩৩) নামের এক মার্কিন মহিলা। তাঁর দাবি, ৮ মিনিট তিনি মৃত অবস্থায় ছিলেন। ওই সময়ের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা তিনি ভাগ করে নিয়েছেন সকলের সঙ্গে।

ব্রিয়ানাকে ‘ক্লিনিক্যালি ডেড’ বলে ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসকরা। তাঁর না ছিল নাড়ির স্পন্দন, না শ্বাসপ্রশ্বাস। এমনকি মস্তিষ্কের কোনও কার্যকলাপও ছিল না। টানা ৮ মিনিট ওই অবস্থায় থাকার পর তিনি জীবনে ফিরে আসেন।

ব্রিয়ানা জানিয়েছেন, মৃত্যুর ওই মুহূর্তগুলি ছিল এক গভীর অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায়, ‘মৃত্যু একটা ভ্রান্তি। কারণ, আত্মা কখনও মারা যায় না। আমাদের চেতনা বেঁচে থাকে। আমাদের অস্তিত্ব শুধু রূপ বদলায়।’ ঠিক কী ধরনের অনুভূতি তাঁর হয়েছিল ওই আট মিনিটে? এই প্রশ্নের জবাবে তরুণী বলেন, মৃত্যুর পর কোনও

যন্ত্রণা ছিল না, বরং ছিল এক গভীর শান্তি ও পরিষ্কার উপলব্ধি। তাঁর ভাষায়, ‘আমি তখন আর নিজের মানবদেহ হিসাবে ছিলাম না। আমি স্থির ছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন ও জীবন্ত অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি যেন নিজের চেয়েও বেশি নিজস্ব হয়ে উঠেছি।’

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ব্রিয়ানার এই ‘নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স’-এর কারণ ‘মায়োক্লোনাস ডিস্টোনিয়া’ নামের একটি দুর্লভ স্নায়বিক রোগ। এই রোগে শরীরের ঘাড়, ধড় ও ওপরের অঙ্গগুলিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঝাঁকুনি বা টান ধরা পড়ে। রোগটি জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

বিজ্ঞানীদের মতে, এমন ‘মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা’ বা নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স (এনডিই) আসলে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফল। যখন হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, তখনও কিছু সময় মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে। সেইসময়ই সচেতনতার বিশেষ রূপ ও স্পষ্ট অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে।

জীবনে ফিরে আসার পর আবার হাঁটা ও কথা বলা শিখতে হয়েছে ব্রিয়ানাকে। তবে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁকে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করেছে, এমনটাই দাবি তাঁর।

মালিক ছবিতে সাদাসিধে মানুষী

আসছে অ্যাকশন ছবি ‘মালিক’। নায়ক রাজকুমার রাও। নায়িকা মানুষি চিল্লার। ছবিতে মানুষীকে একেবারে গ্ল্যামারবর্জিত, সাদাসিধে চেহারায় দেখা যাবে। এমন লুকে তিনি আগে কখনও পর্দায় আসেননি। মঙ্গলবার রাজকুমার মানুষীর পোস্টার শেয়ার করেছেন। মানুষীকে হাসিমুখে রাজকুমারের ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। দুজনের চোখে আনন্দ, মুগ্ধতা। রাজকুমার ক্যাপশন করেছেন, ‘যাকে না হলে চলে না, সে মালিকের হৃৎস্পন্দন, তার সঙ্গে দেখা হবে।’ মানুষীর এই ‘লুক’ বলে দিচ্ছে এবার তিনি চরিত্রের বৈচিত্র্যের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। কতটা সফল হলেন চরিত্রচিত্রণে, সময় বলবে।

উল্লেখ্য, মালিক গ্যাংস্টার ড্রামা। এতে আছেন বাংলার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অংশুমান পুষ্কর ও সানন্দ কিরকিরে। মানুষির চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি, তবে তাঁর এই লুক দর্শককে মুগ্ধ করেছে, ফলে তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে আগাম অনুমান করাও শুরু হয়ে গিয়েছে। মালিক ছাড়া মানুষীকে দেখা যাবে জন আব্রাহামের সঙ্গে তেহেরান ছবিতেও।

বাবার ৭০তম জন্মদিনে মেয়ের উপহার

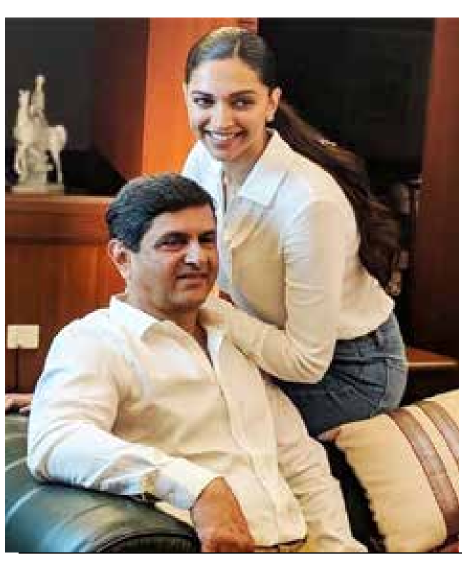

বাবা প্রকাশ পাড়ুকোনের ৭০তম জন্মদিনে মেয়ে দীপিকা পাড়ুকোন করলেন বিরাট ঘোষণা। দেশে বছরে ৭৫টি পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। তাঁর অফিশিয়াল ইন্সটায় প্রকাশের সঙ্গে তাঁর ছবি দিয়ে তিনি পোস্ট করেছেন, ‘ছোট থেকে ব্যাডমিন্টন খেলে বড় হয়েছি, তাই জানি এই স্পোর্ট থেকে একজন শারীরিক ও মানসিকভাবে এবং আবেগের দিক দিয়ে কতটা সুগঠিত হতে পারে। আশা করি, পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন, ব্যাডমিন্টনের আনন্দ আর শৃঙ্খলা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পারবে এবং আরও শৃঙ্খলাপরায়ণ, স্বাস্থ্যবান, লক্ষ্যে স্থির, স্পোর্টসের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে পারবে।’ এর সঙ্গে তিনি বাবাকে লিখেছেন, ‘পাপা, যারা তোমাকে চেনে, তারা জানে ব্যাডমিন্টনের প্রতি তোমার প্যাশন কতটা। আমরা তোমার সেই প্যাশনকে বাস্তবে আনতে চাই। ৭০তম জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা পাপা।’

প্রতি বছর দেশে ৭৫টি পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন গড়ে উঠছে। ২০২৭-এ ২৫০টি স্কুল চালু করতে চান তিনি। ১৮টি ভারতীয় শহরে ইতিমধ্যেই ৭৫টি তৃণমূল স্তরীয় কোচিং সেন্টার তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন পয়লা নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকা ও অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ পাড়ুকোন নিজে এই স্কুলে মেন্টর ও অ্যাডভাইসার হিসেবে থাকবেন। এই স্কুলের উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট ও ন্যায্যমূল্যে ব্যাডমিন্টন শিক্ষা দেওয়া। ১০০ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যে কোনও বয়সের ও দক্ষতার মানুষ নির্দিষ্ট কাঠামোর সার্টিফায়েড কোর্সের অধীনে এই খেলা শিখতে পারবে। স্কুলের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারাবাহিকতা, উৎকর্ষতা ও যোগ্যতা খুঁজে বার করা এবং সেই অনুযায়ী খেলা শিখিয়ে ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়ন তৈরি করা।

নকল পনির, তবুও লাফিয়ে বাড়ল আয়

শাহরুখ-পত্নী গৌরী খানের রেস্তোরাঁ। নাম তরী। তাতে ফুড ব্লগার সার্থক সচদেব নকল পনির বিক্রি হয় বলে অভিযোগ করেছিলেন। তবু সেই রেস্তোরাঁতেই আয় বাড়ল লাফিয়ে। এই তথ্য কবুল করেছেন রেস্তোরাঁর প্রধান রাঁধুনি। ২০২৪ সালে সার্থক এই খবর দেন নিজের ভিডিওয়। সেই ঘটনার এক বছর পর জানা গেল, তরী-র আয় বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে তরী-র প্রধান রাঁধুনি বলেছেন, ‘আমরা ভালো মানের খাবার পরিবেশন করি, তাই চিন্তার কারণ নেই। এখানে কীভাবে কাজ হয় জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলাম। ওই ফুড ব্লগার ভালো মনেই খাবারের গুণমান যাচাই করতে এসেছিলেন। তাঁকে আমরা সব বোঝানোর পর তিনি তাঁর ভিডিও সরিয়ে নেন। মানুষ বুদ্ধিমান, তাঁরা জানেন, কোথায় কী হচ্ছে! এরপর থেকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ারের সংখ্যাও দিনদিন বাড়ছে।’ আবার এই ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য সার্থককে নেটমহলের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। তাদের বক্তব্য, বিক্রি বাড়ানোর জন্য এটা কি পাবলিসিটি স্টান্ট ছিল? প্রচারের এই কৌশল কি গৌরী খানকে না জানিয়ে হয়েছিল? সার্থকের তাতে লাভ কি? উত্তর জানা যায়নি।

রাজার মতোই রানিও দরাজ

গৌরী খানের কর্মচারীদের কপাল ভালো। শাহরুখ খানের মতোই গৌরীও তাঁর কর্মীদের পরিবারের একজন বলেই ভাবেন। মুম্বইয়ের এক বিলাসবহুল এলাকায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন গৌরী। ভাড়া শুনলে চোখ কপালে উঠবে। সেই ফ্ল্যাট কাদের জন্য, জানেন? তাঁর কর্মীদের জন্য।

গৌরী তাঁর কর্মচারীদের জন্য যে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন, তার মাসিক ভাড়া ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এই অ্যাপার্টমেন্টটি খার এলাকার পঙ্কজ সোসাইটিতে অবস্থিত। মন্নতে শাহরুখ খানের বাড়ি মেরামতের কাজ চলছে আর তাই পরিবার সহ কর্মীদের বাড়ি স্থানান্তর করতে হয়েছে। পঙ্কজ সোসাইটির চতুর্থ তলার ফ্ল্যাটটি নিজের কর্মীদের জন্য ভাড়া নিয়েছেন গৌরী খান। অ্যাপার্টমেন্টটি কেবল তাঁদের কর্মীদের ব্যবহারের জন্য নেওয়া হয়েছে। অভিনেতার নতুন বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরত্বে এই অ্যাপার্টমেন্ট। চুক্তি বলছে, সঞ্জয় কিশোর রামানির কাছ থেকে প্রতি মাসে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকায় অ্যাপার্টমেন্টটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আর এর বার্ষিক ভাড়া হল ১৬.২ লক্ষ টাকা। গৌরী খান এই অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ৪.০৫ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট দিয়েছেন। ৩ বছর রয়েছে এই ভাড়ার চুক্তি। প্রে্ত্যক বছরে এই ভাড়া বাড়বে ৫ শতাংশ করে।

দীপিকার পাশে নেহা

দীপিকা পাড়ুকোন চাইছেন আট ঘণ্টা কাজের শিফট। এই দাবির জন্যে ‘স্পিরিট’ থেকে তাঁকে বাদ দিয়েছেন পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। কিন্তু তাঁর দাবি শুধু এই একটা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন লাভের অংশ। পরিচালক তাঁকে সেই লাভ দিতে রাজি নন। এর ফলে সরে এসেছেন দীপিকা।

এবার দীপিকা পাড়ুকোনের আট ঘন্টা কাজের শিফটের দাবি তুললেন নেহা ধুপিয়া। দীপিকাকে সমর্থন করে তিনি লিখলেন– কাজ আর জীবনের মধ্যে ভারসাম্য থাকা দরকার। এটা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। কর্মরতা মা দীপিকা পাড়ুকোন যা বলেছেন, ঠিক বলেছেন। তাঁর পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রোজেক্ট থেকে বাদ দেওয়াটা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয় বলে মনে করছেন নেহা ধুপিয়া।

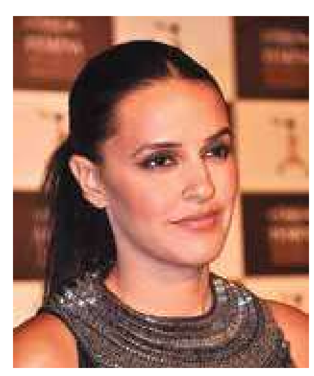

একনজরে সেরা ৫

ডিটেকটিভ দিলজিৎ

রবি ছাবারিয়া পরিচালিত ডিটেকটিভ শেরদিল-এর ট্রেলার বেরোল। ছবির মুখ্য ভূমিকায় দিলজিৎ দোসাঞ্জ। এক বিলিওনেয়ার খুন হয়। এই ডিটেক্টিভ তার রসবোধ এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করে কীভাবে হত্যার কিনারা করবে, তাই নিয়েই ছবি। অভিনয়ে বোম্মান ইরানি, ডায়ানা পেন্টি, চাংকি পাণ্ডে, রত্না পাঠক শাহ প্রমুখ। দেখা যাবে ২০ জুন।

বাবার গান

বাবা সায়গলের বিখ্যাত গান রুকমণি রুকমণি—রোজা ছবিতে এ আর রহমানের কম্পোজিশনে তিনি গেয়েছিলেন, রহমানেরই কথায়। গান হিট হয়েছিল কিন্তু এর লিরিক বাবার পছন্দ হয়নি। মূল গানটি তামিলে, তার হিন্দি অনুবাদ শুনে বাবার মনে হয়েছিল এর ভাষা সস্তা, কুরুচিপূর্ণ। তাঁর সঙ্গী শিল্পী ছিলেন শ্বেতা শেট্টি।

করণের কথা

করণ জোহার ও কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে বিবাদ কেন হয়েছিল এবং যার জেরে দোস্তানা ২ ছবিটি হয়নি—না, এর কারণ জানা যায়নি। এখন করণ বলছেন, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মিটিয়ে নিয়েছি। এখন ও বড় স্টার, একসঙ্গে কাজও করছি। প্রসঙ্গত, করণের তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি-তে কাজ করছেন কার্তিক।

ইমতিয়াজের জেল

জব উই মেট ছবির জন্য পরিচালক ইমতিয়াজ আলির জেল হতে পারত। ছবিতে রতনাম জেলায় শুটিং করেছিলেন। এই এলাকাকে রেড লাইট এরিয়া হিসবে দেখানোয় এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেন কারণ এতে এলাকার বদনাম হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় কেস হয়েছিল।

ভারতীয় নয়

জে কে রাওলিংয়ের হ্যারি পটার সিরিজ আসছে এইচ বি ও চ্যানেলে। এর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পার্বতী পাতিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই চরিত্রে অভিনয় করবেন ইতালিয় অভিনেত্রী অ্যালেসিয়া লিওনি, কারণ তাঁর গায়ের রং বাদামি। তবু কোনও ভারতীয় এই জায়গায় এলেন না বলে ভারতীয় ভক্তরা হতাশ।

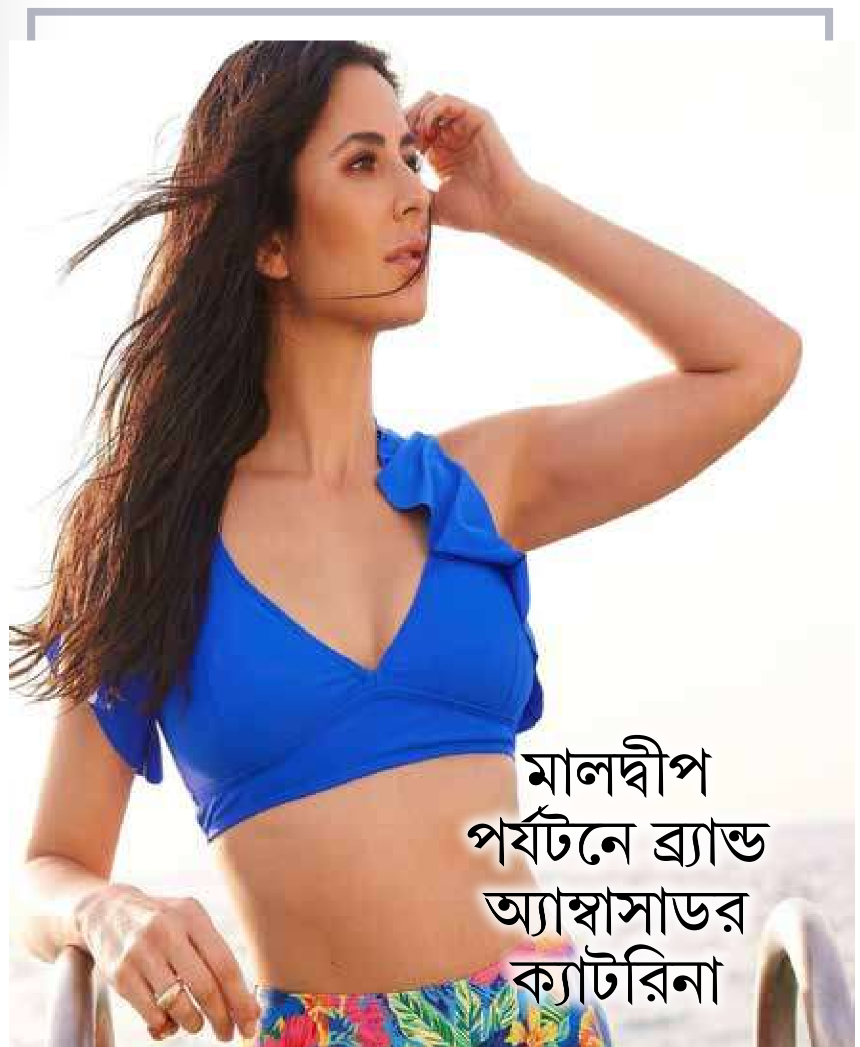

মালদ্বীপ পর্যটনে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ক্যাটরিনা

এক মাস পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মালদ্বীপ সফর, তার আগেই মঙ্গলবার মালদ্বীপ মার্কেটিং অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস কর্পোরেশন সে দেশের পর্যটনের গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করল ক্যাটরিনা কইফকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তারা লিখেছে, ‘ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ক্যাটরিনা কাইফকে পর্যটনের গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে পেয়ে আমরা উৎফুল্ল।’

খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ঘোষণা হল। ২০২৪ সালে ভারত-মালদ্বীপের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মে মালদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সামুদ্রিক জীবনযাপন আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ঘোষণার পর এসব উপভোগ করার জন্য দেশে টুরিস্ট বাড়বে---মালদ্বীপ এমনই আশা করছে। এদিকে তাঁর এই নতুন ভূমিকায় খুশি ক্যাটরিনা কাইফ। তিনি পোস্ট করেছেন, ‘মালদ্বীপ প্রকৃতি আর বিলাসের জীবনযাপনের জন্য বিখ্যাত। বিশ্বের মানুষের কাছে মালদ্বীপের সৌন্দর্য তুলে ধরার দায়িত্ব পেয়ে আমি সম্মানিত।’

স্পিডবোট চালালেন ধর্মেন্দ্র

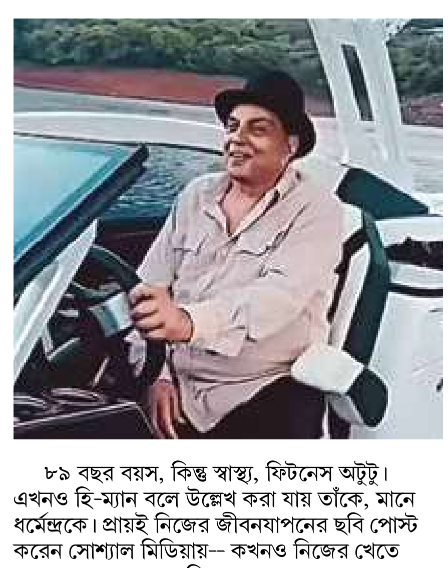

৮৯ বছর বয়স, কিন্তু স্বাস্থ্য, ফিটনেস অটুটু। এখনও হি-ম্যান বলে উল্লেখ করা যায় তাঁকে, মানে ধর্মেন্দ্রকে। প্রায়ই নিজের জীবনযাপনের ছবি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়-- কখনও নিজের খেতে চাষ করছেন, কখনও জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন। এবার ছবি পোস্ট করেছেন নিজের স্পিডবোট চালানোর। সাধারণ পোশাকে, মাথায় টুপি পরে বোট চালাচ্ছেন তিনি। চারপাশের মানুষ তাঁকে দেখে আনন্দে মশগুল, ভিডিও করছেন তাঁরা। মনে হচ্ছে, তিনি কোনও হিল স্টেশনে ছুটি কাটাচ্ছেন। ছেলে সানি দেওল হার্ট ইমোজি পোস্ট করেছেন। অন্য ইউজাররাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কমেন্ট বক্সে।

মায়ের পর শয়তান ২

ছবির নাম শয়তান। ছবিতে একজন বাবা কীভাবে তার মেয়ে ও পরিবারকে এক শয়তানের থেকে বাঁচায়, তা দেখা গিয়েছে। মা ছবিতে একইভাবে এক মা কীভাবে তার সন্তানকে বাঁচান, সেই গল্প আছে। দুটি ছবিতেই কিছু মিল আছে। প্রথমটিতে ছিলেন অজয় দেবগণ, জানকি বড়িওয়ালা, আর মাধবন প্রমুখ। দ্বিতীয়টিতে আছেন কাজল। শয়তান-এর দারুণ সাফল্যের পর শয়তান ২-এর কথা শোনা গিয়েছিল।

তাহলে কবে হবে এই ছবি? এর মধ্যে জানা গিয়েছে, গুজরাটি ছবি বশ ২ আসছে ২৭ অগাস্ট। এই ছবি থেকেই তৈরি শয়তান। বোঝা যাচ্ছে, শয়তান ২-এর রাস্তাও সাফ। কাজল অভিনীত মা আসছে ২৭ জুন। তাই প্রশ্ন উঠছে, মা-এর পরই কি শয়তান ২-এর প্রস্তুতি শুরু হবে?

গরমে নাজেহাল দুই শহর

গরমে স্বস্তি।। ডাবের জল খেতে ব্যস্ত। মঙ্গলবার কোচবিহার শহরে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়।

দিনভর প্রায় নির্জলা থাকল তুফানগঞ্জ

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১০ জুন : এমনিতেই প্রচণ্ড গরমে শহরজুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ শুরু হয়ে গিয়েছে। গরমের জ্বালায় ওষ্ঠাগত হচ্ছে প্রাণ। এহেন অবস্থায় বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তারাও জল বেশি পান করার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু এই গরমে দিনভর পানীয় জল মিলল না তুফানগঞ্জ শহরে। মঙ্গলবার শহরের প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডের মানুষকেই নির্জলা থাকতে হল। কী কারণে এল না জল? তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

এবিষয়ে তুফানগঞ্জ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তরুব্রত রায়ের বক্তব্য, 'পুরসভার উদ্যোগে এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় আম্রুত-২ প্রকল্পের পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে, তার ফলেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।'

যদিও এই কথা মানতে নারাজ তুফানগঞ্জ পুরসভা। ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেনের বক্তব্য, 'জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মারফত জানতে পেরেছি তাদের টেকনিকাল সমস্যা থাকায় শহরজুড়ে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। সকাল থেকেই বাসিন্দাদের ফোন আসতে শুরু করেছে। সমস্যার বিষয়টি ইতিমধ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে জানানো হয়েছে।'

তুফানগঞ্জ শহরের বর্তমানে ১২টি ওয়ার্ডে ২৫ হাজারের কাছাকাছি জনসংখ্যা রয়েছে। ওয়ার্ডগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ২টা রিজার্ভার রয়েছে। এর বাইরে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষও সেখান থেকে জল সংগ্রহ করেছেন। বেশিরভাগ এলাকায় জলের গতি কম থাকলেও পুর এলাকার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে আম্রুত-২ প্রকল্পে রিজার্ভার বসানোর উদ্যোগ নেই পুরসভা। ইতিমধ্যে সেই শিলান্যাসও শেষ হয়ে গিয়েছে। অথচ এত উদ্যোগের পরেও জল দুর্ভোগ কাটছে না সাধারণ মানুষের।

রামহরি মোড় এলাকার একটি টাইমকলে জলের জন্য রাখা হয়েছে পাত্র।

সমস্যা কোথায়

- মঙ্গলবার শহরের প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডের মানুষকেই নির্জলা থাকতে হল
- পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে দিনভর জলের জন্য হাহাকার করেছেন বাসিন্দারা
- ৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাসিন্দাদের জল কিনে পান করতে হয়েছে বলে অভিযোগ
- জলসংকট নিয়ে পুরসভা পিএইচএ-র উপর দায় চাপিয়েছে

মঙ্গলবার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁধেরপাড় এলাকার একটি কল থেকে জল নিতে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শর্মিলা দাস, স্বপ্ন বসাকরা। তাঁদের অভিযোগ, একদিকে গরম, অন্যদিকে জলের হাহাকার। বাড়িতে জলের কানেকশন নেই। সকালে কলের সামনে ৩০ মিনিট বসে থাকার পরেও খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে। দুপুরেও একই অবস্থা। জল আসবে না আগে থেকে ঘোষণা করলে দুর্ভোগ পোহাতে হত না।

একই অভিযোগ ৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ নাগরিক জীবনকৃষ্ণ দাসের। তিনি বলছেন, 'ঘরে জল নেই। এদিকে জল না হলে চলে না। এই পরিস্থিতিতে জল কিনে খাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।' সবমিলিয়ে কবে পানীয় জলের সংকটের সমাধান হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার মানুষজন।

এদিকে জলসংকটের পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও।

সিপিএম শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসীম সাহার প্রতিক্রিয়া, 'জলের ভয়ংকর সংকট আগামীদিনে তুফানগঞ্জ শহরে তৈরি হবে এই আশঙ্কা করে পুরসভায় স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। কিন্তু পুরসভা আমাদের কথা শোনেনি। তাই আজ এই দশা। নাগরিকদের আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণে এই পুর বোর্ড সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ তা প্রমাণিত।'

বিজেপির শহর মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী জানান, এমনিতেই অস্বাস্থ্যকর জলে শহরের জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এবার সেটা থেকেও বঞ্চিত হলেন মানুষ।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বহির্বিভাগে রোগীদের ভিড়। মঙ্গলবার।

বাড়ছে রোগের প্রকোপ

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১০ জুন : তীব্র গরমে নাজেহাল মেখলিগঞ্জের বাসিন্দারা। চড়তে থাকা পারদে হাঁসফাঁস অবস্থা হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য রোগের প্রকোপও বাড়ছে। জ্বর, পেটের সমস্যা, ডায়ারিয়ায় কাবু হচ্ছেন বাসিন্দারা।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল জানিয়েছে, গত কয়েক দিনে গরমজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, ১২০ শয্যাবিশিষ্ট মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে এমনি সময়ে বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ১২০০ মানুষ চিকিৎসা করানোর জন্য এসে থাকেন। গরমের বাড়বাড়ন্তের আগে ৪০ থেকে ৫০ জন রোগী জ্বর, পেটের অসুখ প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসতেন। বর্তমানে, গরমের ঠেলায় সেই সংখ্যাটাই এক ধাক্কায় বেড়ে প্রায় ১৫০ জনের মতো দাঁড়িয়েছে। রয়েছেন হিটস্ট্রোকের রোগীরা। যদিও এই নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। সমস্যা হলেই নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে বলেছেন তাঁরা।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, মেখলিগঞ্জ পুরসভার পাশাপাশি হলদিবাড়ি ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ও হলদিবাড়ি পুরসভা থেকেও লক্ষাধিক মানুষ চিকিৎসা করানোর জন্য মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে এসে থাকেন। গরমজনিত সমস্যা নিয়ে যেসমস্ত রোগীরা হাসপাতালে আসছেন, তাঁদের চিকিৎসকরা ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে বেশি করে জল, ওআরএস, ফলের রস ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। পাশাপাশি ঝাল, তেল-মশলা দেওয়া খাবার এড়িয়ে চলতে বলছেন তাঁরা।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী আব্দুল মালেক বলেন, 'কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড গরম পড়ায় পেটের সমস্যায় ভুগছি। তাই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছি।' অপর রোগী রেজাউল রহমান বলেন, 'দিন দুয়েক ধরে জ্বরে ভুগছি। তাই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছি।'

হাসপাতালের সুপার ডাক্তার তাপস দাস বললেন, 'এই নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। বেশি পরিমাণে জল খান। ঝাল, তেল-মশলা দেওয়া খাবার, ফাস্ট ফুড খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।'

গ্রীষ্মের দাওয়াই

গরমে নাজেহাল অবস্থা। কাঠফাটা রোদে বেশ কিছুক্ষণ থাকলেই অসুস্থবোধ করছেন সাধারণ মানুষ। রোদ ও গরমে মাথাব্যথা, ডায়ারিয়া, জ্বর সহ নানা ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। হিটস্ট্রোকের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না চিকিৎসকরা। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে সুস্থ থাকা যায়, সে সম্পর্কে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। খোঁজ নিলেন শিবশংকর সূত্রধর

চিকিৎসকদের বক্তব্য

গরমে গর্ভবতীদের ব্লাড প্রেশার বেড়ে যেতে পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। স্বাভাবিকের থেকে বেশি পরিমাণে জলপান করতে হবে।

যোগেশচন্দ্র বর্মা চিকিৎসক প্রসূতি বিভাগ, এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

সদ্যোজাত ও ছোট বাচ্চাদের একটুও রোদে বের করা যাবে না। অনেক সময় দেখা যায় সদ্যোজাতদের অনেক কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। তাতে বেশি গরম লাগতে পারে। স্কুলের টিফিনে বাচ্চাদের সহজপাচ্য খাবার দিতে হবে।

অরিন্দম বুট চিকিৎসক শিশু বিভাগ, এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

গরমে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য তেল-মশলা জাতীয় খাবার এড়িয়ে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে হবে। খুব প্রয়োজন ছাড়া দুপুরের দিকে বাইরে বের না হওয়াই ভালো।

বিশ্বপ্রিয় সিনহা চিকিৎসক এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

কী কী করণীয়

- আখের রস, ডাব, ফলের রস খেতে হবে।
- বেশি করে জলপান করা উচিত।
- ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে।
- রোদে সানগ্লাস ও ছাতা ব্যবহার করা উচিত।
- শিশু ও বয়স্কদের প্রতি বাড়তি নজর রাখতে হবে।
- স্কুলের টিফিনে বাচ্চাদের সহজপাচ্য খাবার দিতে হবে।
- গর্ভবতীদের ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- রোদ থেকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই স্নান করা যাবে না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হওয়ার পর স্নান করতে হবে।
- দুপুরের দিকে খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া উচিত নয়।
- অত্যধিক তেল, মশলা জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না।
- সদ্যোজাত ও ছোট বাচ্চাদের এই রোদে বের করা যাবে না।

কী কী করণীয় নয়

- ঠান্ডা পানীয় এড়িয়ে যেতে হবে।
- রোদ থেকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রিজের জলপান করা যাবে না।

জলের বোতল বিলি

মাথাভাঙ্গা, ১০ জুন : তাপপ্রবাহ যতটা তার চেয়ে বেশি আর্দ্রতায় বেলা বাড়তেই পথঘাট শুনসান। তাপমাত্রার পারদ চড়তেই মাথাভাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের তরফে যানবাহনচালকদের মধ্যে পানীয় জলের বোতল বিতরণ করা হল মঙ্গলবার। এদিন শহরের কলেজ মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের মাথাভাঙ্গার ওসি তেনজিং ভুটিয়ার নেতৃত্বে ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা যানবাহনচালকদের পানীয় জলের বোতল বিতরণ করেন। ট্রাফিক পুলিশের এই সহমর্মিতায় খুশি চালকরা।

কর্মশালা

কোচবিহার, ১০ জুন : 'গুড ক্লিনিকাল প্র্যাকটিস' শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করল এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার কলেজে আয়োজিত এই কর্মশালায় দেশের বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেছেন, 'কোন ওষুধ কোন রোগীর ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত। কিংবা কোন ধরনের অস্ত্রোপচার ভালো হবে এসব নিয়ে রিসার্চ করার জন্য নিয়ম মানতে হয় চিকিৎসকদের। সেই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা হল।'

উদ্বেগ বাড়ছে মাথাভাঙ্গায়

সরকারি জমি দখল করে নির্মাণকাজ

মাথাভাঙ্গা, ১০ জুন : মাথাভাঙ্গা শহরের বুকে দিন-দিন বেআইনি নির্মাণের দাপট বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে সরকারি জমি জবরদখল করে পাকা পিলার বসিয়ে যেভাবে বাড়ি তৈরির প্রবণতা বাড়ছে তাতে অনেকেই উদ্বিগ্ন। প্রশাসনিক নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে এই প্রবণতা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি মাথাভাঙ্গা শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে নিউটাউন ক্লাব সংলগ্ন সুটুঙ্গা নদীর বাঁধের পাশ ঘেঁষে সেচ দপ্তরের জমিতে এমনই বাড়ি তৈরির কাজ চলতে দেখা যায়। খবর পেয়ে মঙ্গলবার ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রবীর সরকার ঘটনাস্থলে পৌঁছে নির্মাণকারীর কাছে জমির কাগজপত্র এবং পুরসভার অনুমোদিত প্ল্যান ও এস্টিমেট দেখতে চান। তিনি কোনও অনুমোদন ছাড়াই ওই নির্মাণকাজ করছেন বলে ওই ব্যক্তি স্বীকার করে নেন। কাউন্সিলার তাঁকে নির্মাণকাজ বন্ধ রেখে জমির কাগজপত্র সহ বুধবার পুরসভা অফিসে দেখা করা নির্দেশ দেন।

এই বেআইনি নির্মাণকাজ মঙ্গলবার বন্ধ করলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার।

মাথাভাঙ্গা পুর এলাকায় নির্মাণ সংক্রান্ত নিয়মকানুন যে কার্যত উপেক্ষিত তা এই ঘটনাতেই প্রমাণিত। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অনুমোদনহীন নির্মাণকাজ চললেও পুরসভার নজরদারির অভাবে সেসব প্রকট হয়ে উঠছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বললেন, 'সেচ দপ্তরের জমি দখল করে বাড়ি হচ্ছে, অথচ ওই দপ্তরের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।'

সেচ দপ্তরের মাথাভাঙ্গা অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষ বললেন, 'আমাদের জমিতে বেআইনি নির্মাণের খবর পেলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিই। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে।'

শহরের প্রবীণ নাগরিক সনাতন ঘোষ বলেন, 'শুধুমাত্র জমি জবরদখলের সমস্যা নয়, বরং প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং সমন্বয়ের অভাবের চিত্রও স্পষ্ট করে তোলে।'

টুকরো খবর

কর্মসূচি

তুফানগঞ্জ, ১০ জুন : গত ৩ জুন বক্সিরহাট থানার পাঁচ বছরের শিশুকন্যা নিগৃহীত হয়। ঘটনার পরেই গ্রেপ্তার হয় প্রতিবেশী এক তরুণ। মঙ্গলবার সেই ঘটনার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের তরফে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মহকুমা কমিটির সম্পাদক রবিয়া খাতুন, সদস্য সুনীতি শীল সহ অনেকেই।

স্মারকলিপি

তুফানগঞ্জ, ১০ জুন : স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের তরফে তুফানগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কমিটির সদস্য সান্ত্বনা দত্ত, ব্লক সম্পাদক অশ্বিনীকুমার বর্মন, সভাপতি কিশোরীমোহন মোদক সহ অনেকেই।

অভিযান

কোচবিহার, ১০ জুন : কোচবিহারের ওষুধের দোকানগুলিতে অভিযান চালাল পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তর। মঙ্গলবার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, ড্রাগ কন্ট্রোলার ও অন্য আধিকারিকদের নিয়ে অভিযান চলে। দোকানগুলিতে ভেজাল ওষুধের নামের তালিকা টাঙানো রয়েছে কি না, ভেজাল ওষুধ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। অস্বাভাবিক কিছু মেলেনি বলেই দাবি আধিকারিকদের।

প্রদর্শনী

কোচবিহার, ১০ জুন : আইপিএলের ধাঁচেই বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে বেঙ্গল প্রো টি২০ ক্রিকেট লিগ। সেই লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করেছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, 'বুধবার কোচবিহার স্টেডিয়ামে বিকেল ছয়টা থেকে জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

অতিরিক্ত এসি'তেই বিদ্যুৎ বিপর্যয়

কোচবিহার, ১০ জুন : যেসব বাড়িতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে এসি লাগানো হয়েছে, তাদের নোটিশ পাঠাতে চলেছে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা।

কেন এই নোটিশ? বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সূত্রে খবর, তীব্র তাপপ্রবাহে অনেকেই বাড়িতে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র লাগাচ্ছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরে জানাচ্ছে না। ফলে সাব-স্টেশনে লোড হঠাৎ করে বেড়ে যাচ্ছে। তাতে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হচ্ছে।

কয়েকদিন থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গার ট্রান্সফর্মার বিকল হওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। ফলে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বারবার লোডশেডিং হচ্ছে। তাই বিষয়টি নিয়ে তাঁরা এবার কড়া হচ্ছেন। গত বছর একই কারণে প্রায় পাঁচ হাজার বাড়িতে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল বলে সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে।

গ্রাহকদের সচেতন করতে পরিষেবামেলা থেকে শুরু করে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি করছে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকেই সচেতন নয়। যার ফলে গত কয়েকদিনে ট্রান্সফর্মারে আগুন লেগে যাওয়া কিংবা আবরনযুক্ত বিদ্যুৎবাহী তারে আগুন লেগে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে।

নিয়ম অনুযায়ী, বাড়িতে এসি বসাবার আগে বিদ্যুৎ সংস্থার অফিসে গিয়ে ফর্ম পূরণ করতে হয়। এরপর দপ্তরের কর্মীরা পরিকাঠামোগত দিক খতিয়ে দেখে সিকিউরিটি ডিপোজিট নেওয়ার পর শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র বসাবার অনুমতি দেন। যদিও এসব নিয়মের তোয়াক্কা না করেই অনেক বাড়িতে এসি লাগানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'সংস্থাকে না জানিয়ে অনেকেই নিজেরা এসি লাগাচ্ছেন। এটা যদি সংস্থা আগে থেকে জানে তাহলে আমরাও সচেতন হতাম। এতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হত না।'

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা জানিয়েছে, যাঁরা না জানিয়ে এসি বসাচ্ছেন, তাঁরা আসলে বিদ্যুৎ বিল বাঁচাতে চাইছেন। এতে সংস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে তাদের দাবি।

বিষয়টি নিয়ে কেন কঠোর হচ্ছে না সংস্থা? এবিষয়ে ওই আধিকারিক বলেন, 'যাঁরা সংস্থাকে না জানিয়ে এসি লাগিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের নোটিশ পাঠানো হবে।'

তিন দফা দাবি

তুফানগঞ্জ, ১০ জুন : ৩ দফা দাবিতে মঙ্গলবার এসডিএলআরও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির তুফানগঞ্জ শাখার সদস্যরা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক জীবনকান্তি বর্মা, পশ্চিমবঙ্গ পেনশনার সমিতির মহকুমা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক স্বপন বসাক সহ অনেকেই।

দিনহাটার সৌন্দর্যায়নে নয়া উদ্যোগ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১০ জুন : আধুনিক খেলাধুলোর সরঞ্জাম নেই দিনহাটার কোনও উদ্যানে। কোনও পার্কে খেলাধুলোর সরঞ্জাম থাকলেও তা ভেঙে পড়ে রয়েছে। এর ফলে দীর্ঘদিন থেকেই অভিভাবকরা দাবি তুলছিলেন আধুনিক ক্রীড়া সরঞ্জাম বিশিষ্ট পার্ক গড়ে তোলা হোক পুর এলাকায়। অবশেষে অভিভাবকদের সেই কথায় যেন সায় দিয়ে দিনহাটায় দুটি পার্ক অত্যাধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু করা হবে শীঘ্রই। যার মধ্যে দিনহাটা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত শিশু উদ্যানে খেলার সরঞ্জাম বসাবে পুরসভা। ফুলদিঘিকে সাজিয়ে তুলবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর।

এই উদ্যানকে সাজানো হবে। -সংবাদচিত্র

দিনহাটা পুরসভার সূত্রে খবর, শিশু উদ্যানের সৌন্দর্যায়নের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে এই সৌন্দর্যায়নের জন্য।

দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীর কথায়, 'শিশুদের জন্য আধুনিক খেলনা বসানো হবে। পাশাপাশি সকাল ও সন্ধ্যায় প্রবীণ বাসিন্দারা যাতে হাঁটতে পারেন তার পরিকাঠামো গড়ে তোলা সহ একাধিক কাজ করা হবে। এর টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করব আমরা।'

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে দিনহাটা ফুলদিঘিকেও নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে। সেখানেও আধুনিক খেলনার পাশাপাশি আধুনিক ধাঁচের রেস্তোরাঁও গড়ে তোলা হবে যা শহরবাসীর অন্যতম আকর্ষণকেন্দ্র হতে চলেছে।

এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'একটি আধুনিক মানের পার্ক ও রেস্তোরাঁ হতে যাচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার দেখে গিয়েছেন। শীঘ্রই বাকি পর্যায়ের কাজ শুরু হবে।'

শহরের সৌন্দর্যায়নের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরবাসী। শহরবাসী অনামিকা দে-র কথায়, 'শহরে শিশুদের খেলাধুলোর জায়গার বড় অভাব। ছুটির দিনগুলিতে তাদের নিয়ে বের হওয়ার উপায় থাকে না। সেক্ষেত্রে তাদের বিকাশের জন্য পার্কগুলি সত্যিই তাদের ভাবনায় সাজিয়ে তোলা হয় ভালোই হবে। নিঃসন্দেহে দিনহাটার সৌন্দর্যে আরও একটি নতুন পালক যোগ হবে।'

গরমে অসুস্থ বৃদ্ধের মৃত্যু

শামুকতলা, ১০ জুন : উত্তরবঙ্গে প্রথম গরমের বলি। মঙ্গলবার চড়া রোদে হিটস্ট্রোকে ৬২ বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ভাটিবাড়ি বাজারে। ওই বৃদ্ধের বাড়ি ভাটিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোড়াগাড়ি গ্রামে। এদিন বাজারে এসে তিনি প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছিলেন। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রামও নেন। তারপর কয়েকটি জিনিসও কেনেন। হঠাৎই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বাজারের ব্যবসায়ী এবং ক্রেতারা মিলে তাঁকে ভাটিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে যান ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম সুধীর দাস। তিনি এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শত্রুঘ্ন দাসের দাদা।

ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি বলেন, 'বাজার করতে এসে হঠাৎই তিনি বাজারের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে তৎক্ষণাৎ ভাটিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে জানান, তিনি জীবিত নেই। আমরা তাঁর দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছি। প্রচণ্ড গরমে ওই বৃদ্ধ কাহিল অবস্থায় বাজার করছিলেন বলে জানতে পেরেছি আমরা। হিটস্ট্রোকের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বাড়ি থেকে অনেকটা পথ সাইকেল চালিয়ে ভাটিবাড়ি বাজারে আসেন। এদিন গ্রামে শীতলাপুজো ছিল। শীতলাপুজোর দুধ ও ফলমূল কিনতেই এদিন বাজারে আসেন ওই বৃদ্ধ। সেই সময়ই তিনি হিটস্ট্রোকের শিকার হন।

নরকযন্ত্রণা

প্রথম পাতার পর

কোনওভাবেই কাম্য নয়।' ধুবড়ির বাসিন্দা তনুশ্রী বিশ্বাস আবার ছয় মাসের পুত্রসন্তানকে নিয়ে কোচবিহারে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'তীব্র গরমে বাচ্চা কান্নাকাটি করছে অথচ অনেক অনুরোধের পরেও অবরোধকারীরা আমাদের যেতে দেয়নি। গরমের মধ্যে পথ আটকে সাধারণ মানুষকে নাকাল করা বন্ধের দাবি রাখছি প্রশাসনের কাছে।'

ওই সাঁকো পেরিয়ে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজে যাতায়াত করে। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরেও যাতায়াতের ভরসা এই সাঁকো। নাহলে ১০ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়। এছাড়া বর্ষার সময় পাশের রেলব্রিজ দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলে যাতায়াত। সাঁকোর ওপারে বারকোদালির সিংহভাগ বাসিন্দা কৃষিজীবী। চাষের প্রয়োজনে প্রতিদিন তাদের সাঁকো পেরোতে হয়। স্থায়ী সেতু না থাকায় উভয়দিকেই হাজারখানেক মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার।

বিক্ষোভকারী তপন দেবনাথ বলেন, 'রাতবিরেতে এলাকার কেউ অসুস্থ হলে সাঁকো পেরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তবে প্রশাসনিক তরফে খুব তাড়াতাড়ি সেতু তৈরির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তারপরে আমরা আন্দোলন তুলে নিয়েছি।' বিডিও দালাকি লামাও জানিয়েছেন, ওপরমহল থেকে সেতুর অনুমোদন মিললেই কাজ শুরু হবে।

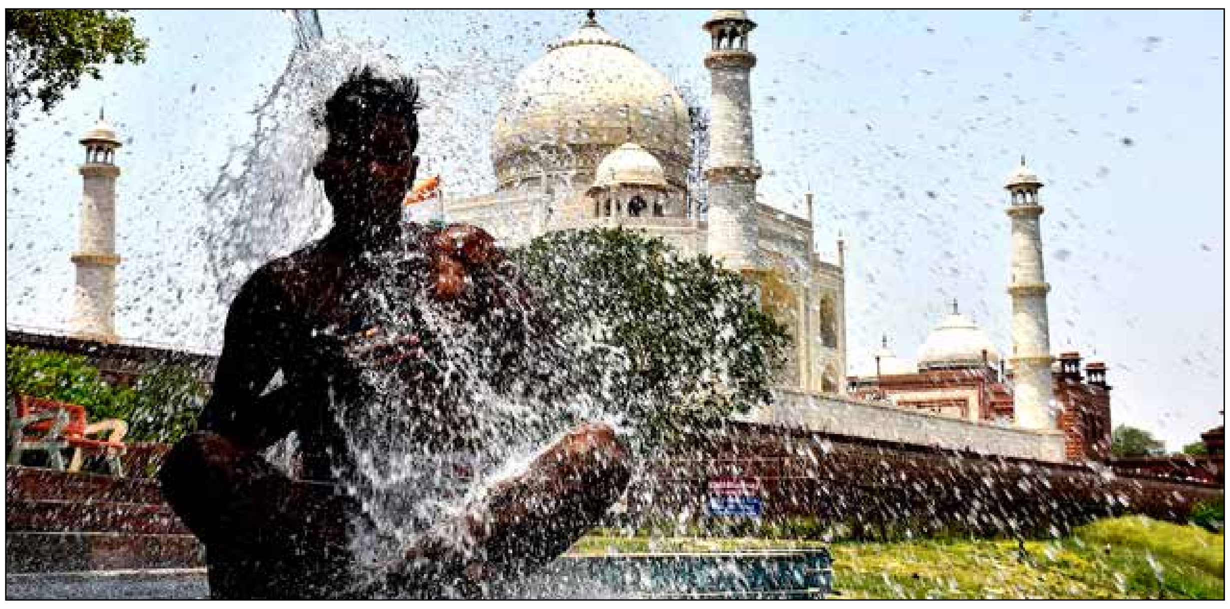

তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে যমুনাপাড়ে স্বস্তির স্নান। মঙ্গলবার আগ্রায়। -পিটিআই

কাঁটাতার পেরিয়ে শীতলকুচিতে সংসার

গ্রেপ্তার বাংলাদেশি দম্পতি

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১০ জুন : শীতলকুচি ব্লক থেকে সোমবার গ্রেপ্তার হল বাংলাদেশি দম্পতি। সোমবার রাতে দীপক বর্মন ও লতা বর্মন নামে দুজনকে পূর্ব শীতলকুচি গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে শীতলকুচি থানার পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের লালমণিরহাট উপজেলার সিঁদুরমতি এলাকায়। পূর্ব শীতলকুচি গ্রামের বাসিন্দা দেবেন বর্মনের বাড়িতে তারা দুই বছর ধরে ছিল। দেবেনের ছেলে ও বৌমা হিসাবেই তারা এলাকায় পরিচিত ছিল। দেবেনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃত বাংলাদেশিদের আদালতে পাঠানো হচ্ছে।

অন্যদিকে, শ্বশুরের বিরুদ্ধেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ করেছে লতা। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো এবিষয়ে বলেন, 'দুই বাংলাদেশি বাসিন্দা ও এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যেই আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

দেবেন জানায়, সে স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে ১৯৮৫ সালে ভারতে এসে পূর্ব শীতলকুচি গ্রামে বসবাস শুরু করে। সে পেশায় কাঠমিস্ত্রি। বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু তার ছেলে ও বৌমা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। তাদের ভোটার, আধার কিংবা র‍্যাশন কার্ড বানানো হয়নি বলে দেবেন স্বীকার করে নিয়েছে। আর দেবেনের ভারতীয় নাগরিকত্ব যাচাই করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

দেবেনের ছেলে দীপক ২০২৩ সালে বাংলাদেশের লতাকে বিয়ে করে। লতার পরিবার এই বিয়ে মেনে নেয়নি। পরবর্তীতে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে দীপক নাকি জানতে পারে যে, তার বাবা ভারতের পূর্ব শীতলকুচি গ্রামে রয়েছে। পরে দুই তরফের মধ্যে ফোনে যোগাযোগ হয়। দেবেন ছেলে ও বৌমাকে ভারতে চলে আসতে বলে। চোরাপথে ভারতে ঢোকে দীপক ও লতা।

দীপক ও লতার বৈধ নথিপত্র না থাকায় তাদের ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হত না। অভিযোগ, লতা ছয় মাসের গর্ভবতী হলেও তাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করেনি দেবেন। দীপককেও বাইরে কোথাও কাজ করতে দেওয়া হত না বলে অভিযোগ।

ইতিমধ্যে শীতলকুচি থানার পুলিশ জানতে পারে, দেবেনের বাড়িতে দুই বাংলাদেশি লুকিয়ে রয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। দীপক ও লতাকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে এবং দেবেনের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশে মদত দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দীপকের স্ত্রী জানায়, প্রেম করে তার বিয়ে হয়েছে। সীমান্ত পার হতে কুড়ি হাজার টাকা দালালদের দিতে হয়েছে। এখানে আসার পর মানসিক ও শারীরিকভাবে শ্বশুর তাকে হেনস্তা করত বলে অভিযোগ করেছে সে। অন্যদিকে দীপক বলে, 'বাবার ডাকেই ভারতে আসি। বাবার সঙ্গে কাঠমিস্ত্রির কাজ করলেও টাকাপয়সা দিত না।'

> দুই বাংলাদেশি বাসিন্দা ও এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যেই আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
>
> **অ্যান্থনি হোড়ো**
> ওসি, শীতলকুচি থানা

যাত্রীদের বাঁচালেন রহিমুদ্দিন

কালিয়াগঞ্জ, ১০ জুন : প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বুঝি একেই বলে। এক কৃষকের উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতায় বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেল দিল্লিগামী আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস। ট্রেনের প্রায় দেড়শো যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়ে কৃষক রহিমুদ্দিন আহমেদ হয়ে গেলেন হিরো।

সোমবার বেলা ১১টা ২০ মিনিট। কৃষিজমিতে কাজ করছিলেন কালিয়াগঞ্জের লক্ষ্মীপুর গ্রামের চাষি রহিমুদ্দিন আহমেদ। প্রখর রোদ আর ভ্যাপসা গরমে হাঁফিয়ে ওঠায় ক্ষণিকের বিশ্রাম নিতে লক্ষ্মীপুর রেলগেট সংলগ্ন একটি বড় কদম গাছের ছায়ায় সবে বসেছেন রহিমুদ্দিন। তখনই হুইসল বাজাতে বাজাতে রাধিকাপুর থেকে ছুটে আসছিল দিল্লিগামী ডাউন ১৪০১১ আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস ট্রেন। হুইসলের আওয়াজ শুনে ট্রেনের দিকে চোখ যেতেই ইঞ্জিনের ঠিক পেছনের বগির নীচে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন তিনি। সঙ্গে ঘন ধোঁয়া। রেলগেট থেকে ট্রেন তখন মেরেকেটে আড়াইশো মিটার দূরে। ভয়ংকর বিপদ আঁচ করতেই রহিমুদ্দিন লাফিয়ে ওঠেন। দুই হাত তুলে নাড়তে নাড়তে রেললাইনের মাঝখান দিয়ে ট্রেনের দিকে দৌড়াতে থাকেন ক্লান্ত কৃষক। আসলে হাত নেড়ে ট্রেনটিকে থামানোর চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর সেই ইশারা চোখে পড়ে ট্রেনের চালকের। বিপদ বুঝে রেলগেটের কাছাকাছি জায়গায় ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেন চালক। এরপরেই তড়িঘড়ি ট্রেনে থাকা অগ্নিনির্বাপক গ্যাস স্প্রে করে আগুন নেভানো হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন চালক ও যাত্রীরা। হাঁফ ছাড়েন রহিমুদ্দিনও। জানা গিয়েছে, ট্রেনের ইঞ্জিন সংলগ্ন জেনারেটর বগির নীচে ব্রেক বাইন্ডিংয়ে আগুন লেগেছিল। আগুন নেভানোর কাজে এদিন এগিয়ে আসেন রেল গুমটিতে কর্মরত রেলকর্মীরাও। আগুনের খবর জানাজানি হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই ট্রেনের যাত্রীরা। প্রায় ১৫ মিনিট পর ট্রেনটি আবার লক্ষ্মীপুর রেলগেট এলাকা থেকে দিল্লির অভিমুখে রওনা হয়। বিপন্মুক্ত ট্রেন রওনা হতেই মুখে হাসি ফোটে রহিমুদ্দিনের।

দুই বন্ধুর মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

অয়ন্তিক নতুন বাজারের বাসিন্দা। তিনি একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। তাঁদের অকালমৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। অয়ন্তিক এদিন দেবীবাড়ি এলাকায় তাঁর দাদুর বাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি স্নান করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিবেশী সমীর ঘোষের কথায়, 'তরতাজা দুই তরুণের মৃত্যু কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।' ঐতিহ্যের বাবা অরূপ দত্ত কর্মসূত্রে জেলার বাইরে রয়েছেন। ছেলের মৃত্যুর খবরে কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। ছেলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন ওঁর মা।

আমবাড়ি ঘরঘরিয়া সেতু সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় দাস বলেন, 'নদীতে তলিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এসেছিলাম। সবাই মিলে নদীতে নেমে খোঁজাখুঁজি করা হয়।' আরেক বাসিন্দা সাধন রায়ের কথায়, 'নদীর অন্যান্য দিকে জলের গভীরতা কম থাকলেও ঘটনাস্থলে গভীরতা অনেক বেশি। সেজন্যই হয়তো দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।' স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা রায় বলেন, 'নদীতে স্নান করতে নামার আগে প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়া উচিত।' পুলিশ জানিয়েছে, নদীর ওই জায়গায় আগেও একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হাজিরার নির্দেশ

'উধাও' এনবিইউয়ের বাংলাদেশি ছাত্র

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : আইন ভেঙে শিক্ষক হওয়া বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিককে নিয়ে প্রকাশ্যে এল একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। শান এবং শান্ত- বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে ওই বিদেশি ছাত্রের দুটি নাম পাওয়া গিয়েছে। যা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে ওই ছাত্র ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি তৈরি করেছেন কি না তাও তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। শান শিবমন্দির এলাকায় ভাড়া থাকেন। অথচ নথি বলছে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ির সুকান্তপল্লি শাখায় তাঁর নামে অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

মঙ্গলবারই শান সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তারপর থেকেই 'উধাও' হয়ে গিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার দিনভর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, মোবাইলে ফোন করা হয়েছে, মেসেজ পাঠানো হয়েছে, কিন্তু উত্তর দেননি শান। শিবমন্দির এলাকায় যেখানে ভাড়া থাকেন ওই ছাত্র সেখানে লোক পাঠিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তারপরই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে শানকে তাঁর দপ্তরে সশরীরে হাজির হওয়ার জন্য লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। নির্দিষ্ট সময়ে হাজির না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও জানিয়েছেন স্বপন। ইতিমধ্যেই গেস্ট ফ্যাকাল্টির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে শান-এর নাম।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর মঙ্গলবার তদন্তের জন্য মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়কে ডেকে পাঠান জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। শেষ তিন বছরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের গেস্ট ফ্যাকাল্টি সংক্রান্ত যাবতীয় নথি চেয়ে পাঠানো হয়। যাচাই করা হয় অর্থ দপ্তরের নথিও। বরুণের কাছে থাকা নথিপত্র খতিয়ে দেখেন কলা বিভাগের ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ও। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, সব জেনেও ছাত্র ভিসায় আসা শানকে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল মাস কমিউনিকেশনের ডিপার্টমেন্টাল কমিটি। তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্ত গেস্ট ফ্যাকাল্টির জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন। এদিন নথি যাচাইয়ের পর দেখা গিয়েছে যে, শান বর্তমানে উইমেন স্টাডিজ বিভাগের একজন ছাত্র। সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আরও বড় গাফিলতি সামনে এসেছে।

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্ত অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি যাবতীয় দায় চাপিয়েছেন মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধেই। দেবাশিসের কথা, 'আমি ফ্যাকাল্টি নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছিলাম। তবে সেই পদে কাকে নেওয়া হবে, তাঁর যোগ্যতা আছে কি না বা তিনি ভারতীয় না বাংলাদেশি সেসব দেখে নেওয়ার দায়িত্ব বিভাগীয় প্রধানের। বিভাগীয় প্রধান কর্তৃপক্ষকে অন্ধকারে রেখে বেআইনি কাজ করেছেন। আমি রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে থাকলে তাকে শোকজ করে পদক্ষেপ করতাম।'

তবে একের পর এক আইন ভেঙে বিদেশি ছাত্রকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হলেও মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কেন পদক্ষেপ হল না সেই প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের কথা, 'কোনও আইনেই ওই বিদেশি ছাত্রকে গেস্ট ফ্যাকাল্টি করা যায় না। এটা ঠিক, গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে ওই ছাত্রের নামে অর্থ দপ্তরে বিল জমা হয়েছে। আমরা তদন্ত শুরু করছি। বিভাগীয় প্রধানকে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি লিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেটা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ হবে। ছাত্রটি ভিসা, পাসপোর্ট নিয়ে হাজির না হলে ওকে পরবর্তী কোনও পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না এবং আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তি প্রকাশ পেতেই সমালোচনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। মাস কমিউনিকেশন বিভাগের নিয়োগ নিয়ে কমিটি তৈরি করে তদন্ত শুরুর দাবিও উঠেছে। বরুণ এদিন নতুন তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'গ্র্যাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট' হিসাবে নাকি তিনি শানকে কাজে লাগিয়েছিলেন। যদিও ওই ধরনের কোনও পদের অস্তিত্ব নেই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই পদের কথা জানেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতেও ওই পদ অনুমোদিত নয়। তাহলে কোন উদ্দেশ্যে মনগড়া পদ তৈরি করে শানকে শিক্ষক বানানো হল তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বরুণ। মহেন্দ্রনাথ অবশ্য বলেন, 'কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা হবে না। আমরা যা যা পদক্ষেপ করার সবই করব।'

(শেষ)

কটুকথায় গৌণ সেনা

প্রথম পাতার পর

আপনাকে দেখেই বোঝা যায়, আপনি কিছুই জানেন না। আপনার মতো লিমিটলেস অপোজিশন লিডার জীবনে দেখিনি।' সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে প্রস্তাবটি বিধানসভায় পেশ করেছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রস্তাবের ওপর ভাষণে আগাগোড়া আক্রমণাত্মক ছিলেন বিরোধী দলনেতা।

প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ না থাকায় প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'ভারতমাতা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তখন আমাদের বীর সেনারা একশো কিলোমিটার ঢুকে জঙ্গি নিকেশ করেছে। সবাইকে ধন্যবাদ।' মমতা পালটা বলেন, 'সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।' আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল তখন কিছু বলার চেষ্টা করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনি ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে কথা বললে শুনব। কিন্তু রাজনীতির জ্ঞান দেবেন না। দু'দিনের রাজনীতি করছেন। আপনার কীর্তিকলাপ আমি সব জানি।'

এতে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা নিয়ে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিরোধী দলনেতা। মমতা না থেমে ভাষণ চালিয়ে যান। শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে থাকেন, 'এমন বিরোধী দলনেতা দেখিনি। দেশের লজ্জা। এরা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সামান্য ভদ্রতা জানেন না। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলেন। সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী দল একটা।'

বিজেপি বিধায়করা পালটা স্লোগান শুরু করলে মমতা কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তিনি বলেন, 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার এটা সুযোগ ছিল। আমরা দখল করতে পারতাম। ভারত সরকার আরও স্ট্রং রোল প্লে করুক। অপদার্থ বিজেপি দেশের সর্বনাশ করেছে।' তিনি প্রশ্ন তোলেন পহলগামের খুনিরা কেন গ্রেপ্তার হল না?'

পহলগামের ঘটনার পরও আইএমএফের পাকিস্তানকে ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেওয়াটা ভারতের ব্যর্থতা বলে অভিযোগ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহলে কি ভারতের কূটনৈতিক সিদ্ধান্তে কোনও ফাঁক থেকে যাচ্ছে? পাকিস্তানকে এক্ষেত্রে কেন চাপে রাখা গেল না?' বিরোধী দলনেতা পালটা বলেন, 'যাঁরা এখানে থেকে পাকিস্তানের কথা বলে, আমাদের লড়াই তাঁদের বিরুদ্ধে। যাঁরা এখানে জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করেন, আমাদের লড়াই তাঁদের বিরুদ্ধে।'

এই সময় তৃণমূলের কয়েকজন বিধায়ক চিৎকার শুরু করলে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাসের নির্দেশে তাঁরা বসে যান। প্রায় ২ ঘণ্টা আলোচনার পর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়।

বন্ধ হল বীরপাড়ার গুরুকুল আশ্রম

আলিপুরদুয়ার ও বীরপাড়া, ১০ জুন : কাগজপত্র খতিয়ে দেখার পর বীরপাড়ার বড় হাওদা এলাকার সেই আশ্রম বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানকার আবাসিকদের সরিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনকে। সোমবার রাতেই আশ্রমের বিভিন্ন কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়। নাবালক ও নাবালিকাদের উদ্ধার করতে সিডব্লিউসি সহ জেলা প্রশাসনের বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে যায়। পরিবারের সম্মতি থাকলে সেই পড়ুয়াদের বাড়ি পাঠানো হতে পারে। আর অভিভাবকহীনদের হোমে রাখতে চাইছে প্রশাসন।

বীরপাড়ার গুরুকুল আশ্রমের সামনে মোতায়েন পুলিশ।

আশ্রমের পাঁচ নাবালিকাকে রবিবার রাতে ক্ষুদিরামপল্লি এবং দিনবাজার এলাকা থেকে উদ্ধার করে বীরপাড়া থানার পুলিশ। ওই নাবালিকাদের দিয়ে গা টেপানো সহ নানা আপত্তিকর কাজ করানো হত বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে তৎপর হয় আলিপুরদুয়ার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। ২৭ জন ছিল ওই আশ্রমে। পাঁচজনকে সোমবারই জিম্মায় নেয় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। মঙ্গলবার বাকিদের বের করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় বীরপাড়া থানার পুলিশ। রাত ৮টা পর্যন্ত আশ্রমের বাইরে পুলিশ মোতায়েন থাকতে দেখা গিয়েছে। বীরপাড়া থানা সূত্রের খবর, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে আশ্রম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কারণ ঘটনা নিয়ে তাদের বক্তব্য অসংগতিপূর্ণ। পাশাপাশি আরও একটি বড় অনিয়ম সামনে এসেছে। নাবালক এবং নাবালিকাদের একই জায়গায় রাখা হত বলে প্রাথমিক তদন্তে জেনেছে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। অথচ নিয়ম মোতাবেক নাবালক এবং নাবালিকাদের রাখার জায়গা পৃথক হওয়ার কথা। এদিকে আশ্রমের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ দীর্ঘদিন আগেই পেরিয়ে গিয়েছে। ২০২৩ সাল পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ছিল। পরবর্তীতে তা আর পুনর্নবীকরণ করা হয়নি।

এদিকে আশ্রমের কর্ণধার সরস্বতী শাস্ত্রীর দাবি, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও কোনও আবাসিককেই শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা হয়নি। গুরুকুলের রান্নার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক তরুণীর সঙ্গে ওই পাঁচ নাবালিকা চম্পট দেয় বলে দাবি সরস্বতীর।

তবে সবচেয়ে বড় কথা, প্রশাসনের কাছে ওই আশ্রম নিয়ে নাকি কোনও তথ্যই নেই। অথচ আশ্রমে আবাসিক রাখতে গেলে একাধিক নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। সেই বিষয়গুলি মনিটরিং করার কথা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের। অথচ ওই দপ্তরের কাছে বড় হাওদার আশ্রমটি সম্পর্কে কোনও তথ্যই ছিল না। এবার ওই নাবালক-নাবালিকাদের যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করে কাউন্সেলিং করানো হবে, জানিয়েছে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি।

তাদের ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালানো হত কি না, কিংবা চালালে কী ধরনের নির্যাতন চালানো হত তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে। আশ্রম সূত্রে খবর, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ২৭ জনের পঠনপাঠন চলত সেখানে।

চা খেয়েই ফিরলেন অভিষেক

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠককে 'সময়ের অপব্যবহার' বলে মনে করছে তৃণমূল। ৩৩টি দেশ ঘুরে আসা বিভিন্ন দলের সাংসদদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ওই বৈঠক হয় মঙ্গলবার রাতে। ছিল নৈশভোজের আয়োজন। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের পর রাতেই কলকাতা ফিরে যান। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৈঠকটি হতাশাজনক। প্রোটোকল, রাজকীয় আতিথেয়তা ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ ছিল বটে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে দলের অভিযোগ। পাকিস্তান সম্পর্কে দেশের পরবর্তী পদক্ষেপ পরের কথা, সাংসদ ও আমলাদের বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা নিয়েও কিছু শোনা হয়নি।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা শোনানোর সুযোগ দূর অস্ত, বরং পুরো বৈঠকজুড়ে ছিল একপেশে আলোচনা ও প্রোটোকলের আনুষ্ঠানিকতা। নৈশভোজে না থেকে এক কাপ চা খেয়ে অভিষেক কলকাতা ফিরে গিয়েছেন। বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর মতে অবশ্য সুস্থ আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেস সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন সাংসদের প্রশংসা করেছেন।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক দৌত্য করতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো ৭টি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই বৈঠকটি নির্ধারিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে।

তীব্র গরমে অসুস্থ বহু স্কুল পড়ুয়া

প্রথম পাতার পর

এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সমস্যার বিষয়ে তিনি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কথা বলবেন বলে উদয়ন আশ্বাস দিয়েছেন।

ক্লাসে মন নেই, তীব্র গরমে ঘেমেই চলেছে পড়ুয়ারা। একটু পরপরই জলের বোতলে চুমুক দিয়ে স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা। কোচবিহারের বেশ কিছু স্কুলে ঘুরে দেখা গেল, পড়ুয়াদের উপস্থিতি একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। কোনও ক্লাসে তিনজন, কোনওটিতে ছ'জন উপস্থিত। কোথাও গোটা স্কুলে পড়ুয়ার উপস্থিতি মাত্র ১৫ জন! কোচবিহারে যখন ঠান্ডা বাতাস বইছিল পড়ুয়ারা তখন গরমের ছুটি কাটাতে বাধ্য হয়েছে। আর যখন সত্যিই গরমের ছুটি প্রয়োজন তখন একের পর এক পড়ুয়া স্কুলে গিয়ে অসুস্থ হচ্ছে।

দুপুরের বদলে মর্নিং শিফটে পড়ানোর দাবিতে অভিভাবকরা সরব হয়েছেন। শিক্ষা মহলের দাবি, গরমের ছুটি কেন্দ্রীয়করণ না করে জেলাভিত্তিক করা হোক। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমর মণ্ডলের কথায়, 'রাজ্য থেকে আমাদের কাছে যা নির্দেশ দেওয়া হবে আমরা তাই পালন করব। গরমের জন্য কোনও সমস্যা হলে সরাসরি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে স্কুলগুলিকে বলা হয়েছে।'

কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩২৭ জন পড়ুয়া। ক্লাসরুমগুলি ছোট হওয়ায় গাদাগাদি করে পড়ুয়াদের বসতে হয়। কিন্তু গরমের জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কমেছে। এদিন মাত্র ১৩০ জন পড়ুয়া হাজির হয়েছিল। প্রধান শিক্ষক অপু চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'কোচবিহারের ক্ষেত্রে গরমের ছুটি আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। জেলাভিত্তিক ছুটি হলে সুবিধা হত।' তৃতীয় শ্রেণির অনীক পালের মতো অনেকেরই একই দাবি। রাজারহাট সংলগ্ন বীরজাসুন্দরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপস্থিতি আরও খারাপ অবস্থায় রয়েছে। ৬০ জন পড়ুয়ার মধ্যে এদিন মাত্র ১৫ জন হাজির ছিল। চতুর্থ শ্রেণির আরিফ হোসেনের কথা, 'গরমের মধ্যে স্কুলে আসতে ভালো লাগে না। তবুও এসেছি।' প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ বর্মন অবশ্য মর্নিং শিফটের পক্ষেই সায় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বর্তমানে আবহাওয়ার যা পরিস্থিতি তাতে মর্নিং শিফটে পড়াশোনা হলে ছোটরা কষ্ট থেকে রেহাই পাবে।'

সোমবার কোচবিহারের দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এদিন সেই স্কুলেরও উপস্থিতির হার একেবারে কমে যায়। এদিন দুপুরে স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, মাত্র ১৬ জন পড়ুয়া স্কুলে এসেছে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে মাত্র তিনজন উপস্থিত ছিল। টাকাগাছ বাঁধেরপাড় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে এদিন ১০ জন উপস্থিত ছিল। স্কুলে বড় ক্লাসরুম থাকলেও ঘরপ্রতি একটি করে বৈদ্যুতিক পাখা রয়েছে। ফলে সমস্যা হচ্ছে বলে প্রধান শিক্ষিকা প্রমীলা বর্মন দাস জানিয়েছেন।

এদিন দিনহাটার যে পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের একজন কিশামত দশগ্রাম এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শুভ্র সেন, অন্যজন মোক্তারের বাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র অর্জুন সেন। কিশামত দশগ্রাম এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা সুকান্ত চক্রবর্তী বললেন, 'এই গরমে শিশুদের শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমরা খুবই চিন্তিত।' অভিভাবক রমেন রায়ের মতো অনেকেই তাঁদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। দিনহাটা ৩ চক্রের এসআই আবদুল গনি বললেন, 'স্কুল ছুটির বিষয়টি ওপরমহল দেখে থাকে। সবকিছু খতিয়ে দেখে তারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।' পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

ফাইনালে ভারতকে মিস করছেন কামিন্স

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবি লড়াই

লন্ডন, ১০ জুন : রাত ফুরোলেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল।

মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। চোকার্স বদনাম ঝেড়ে যখন প্রথম ফাইনালে বাজিমাতের স্বপ্নে বিভোর প্রোটিয়া ব্রিগেড, অজিদের সামনে তখন দ্বিতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবের হাতছানি। ক্রিকেট-মক্কায় যে মহারণে নামার আগে কিছুটা অবাক করেই ভারতকে মিস করছেন প্যাট কামিন্স।

ফাইনালের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা।

গতবার ২০২৩ সালে ওভালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ক্যাঙারু ব্রিগেড। এবারও নাকি ভারতকেই খেতাবি যুদ্ধে আশা করেছিলেন! কামিন্সের কথায়, ইংল্যান্ডও বেশ শক্তিশালী। নিউজিল্যান্ডও ফাইনালে ওঠার অন্যতম দাবিদার ছিল। তবে তাঁরা মনে করেছিলেন, আরও একটা ভারত-অজি ফাইনাল হতে চলেছে। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রতিপক্ষকে অবশ্য হালকাভাবে নিচ্ছেন না। কেশব মহারাজের স্পিন-অস্ত্রকে সমীহ করছেন। আছেন কাগিসো রাবাদা, মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডির মতো বোলার। তবে সবচেয়ে ভাবাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খুব বেশি ম্যাচ না খেলা। যুক্তি, প্রতিপক্ষ শিবিরে অনেকেই তাঁদের কাছে নতুন। ফাইনালের ভাবনায় অভিজ্ঞ বোলিং ব্রিগেড তুরুপের তাস অজিদের। মূল চার বোলার কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, নাথান লায়োন-প্রত্যেকের পকেটে আড়াইশো প্লাস উইকেট। ক্রিকেট ইতিহাসে যার নজির নেই।

ব্যাটিং কম্বিনেশনে বড় পরিবর্তন। স্যাম কনস্টাসকে সরিয়ে ওপেনিংয়ে মার্নাস লাবুশেন। ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর স্টিভেন স্মিথ সহ একাধিক ক্রিকেটার

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ
ফাইনাল আজ
অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : লর্ডস, লন্ডন
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

ওপেন করলেও সেই পথে হাঁটেননি লাবুশেন। সেই কিনা ফাইনালে উসমান খোয়াজার ওপেনিং পার্টনার। মূলত ক্যামেরন গ্রিনের সঙ্গে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারকে রাখতে গিয়েই টপ অর্ডারে রদবদল।

প্রশ্ন উঠছে কামিন্সদের যে ভাবনা নিয়ে। তবে নতুন পার্টনারকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী খোয়াজা। বলেছেন, 'আমার মতে ব্যাটারদের জন্য ওপেনিং সবচেয়ে ভালো জায়গা। আমি নিজেও খুশি। আমি নিশ্চিত, মার্নাসও খুশি হবে এই দায়িত্ব পেয়ে। ও নিয়মিত তিন নম্বরে খেলে। ফলে ওপেনিংয়ে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না ওর।'

অনুশীলনের ফাঁকে স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে রসিকতায় স্টিভেন স্মিথ।

কাজ সহজ নয়। শুরুতেই রাবাদার নতুন বল খেলার চ্যালেঞ্জ। মাদক সেবন বিতর্ক ঝেড়ে ফেলে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে রাবাদার জন্য দুর্দান্ত মঞ্চ হতে চলেছে। তবে মাদক সেবন কাণ্ড লর্ডস দ্বৈরথে যে তাড়া করবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বিশেষত, উলটোদিকে যখন স্লেজিংকে একদা শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া অস্ট্রেলিয়া।

কামিন্স অবশ্য মুখে নয়, বাইশ গজের দ্বৈরথেই যুদ্ধটা জেতার পক্ষপাতী। দাবি করেছেন, স্লেজিং তাঁদের হাতিয়ার নয়। যদি ম্যাচে বিষয়টি (মাদক সেবন কাণ্ড) কোনওভাবে সামনে চলে আসে, অবাকই হবেন। তবে পালটা হাতিয়ার হিসেবে 'স্যান্ডপেপার' কাণ্ড (বলবিকৃতি) রয়েছে প্রোটিয়া ব্রিগেডের কাছেও।

অতীত পরিসংখ্যান বলছে, নিরপেক্ষ মাঠে তিনটি টেস্ট খেলেছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯১২ সালে হওয়া যে তিন ম্যাচে অজিদের পক্ষে স্কোরলাইন ২-০। যার মধ্যে লর্ডসে জয় রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ সুকরি কনরাডের চোখ অবশ্য বর্তমানে। পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। ফলাফলের জন্য আগামী কয়েকদিন চোখ থাকবে ক্রিকেট-মক্কা লর্ডসে।

'হল অফ ফেম' সম্মানে খুশি মাহি

ওর হাত পকেটমারের চেয়েও দ্রুত : শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ৬ বছর পর আইসিসি-র 'হল অফ ফেম'-এ জায়গা পেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতীয় ক্রিকেটের সফলতম অধিনায়ক। ১৭ হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক রানের মালিক। উইকেটকিপার হিসেবে ক্ষিপ্রতা। মাহির যে ফেলে আসা বর্ণময় কেরিয়ারকে অবশেষে স্বীকৃতি জানাল ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থা।

'ক্যাপ্টেন কুল'-এর সম্মানে উচ্ছ্বসিত রবি শাস্ত্রীও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ অধিনায়ক ধোনি, ব্যাটার ধোনির পাশাপাশি তুলে ধরলেন উইকেটকিপার ধোনির কথা। প্রশংসা করতে গিয়ে পকেটমারের সঙ্গে মজার তুলনা টানলেন! জানান, ধোনি পিছনে থাকা মানে পকেট নিরাপদ নয়। মানিব্যাগ গায়েব হয়ে যেতে পারে। ঘুণাক্ষরে টের পাবে না।

ইয়ান বিশপের সঙ্গে কথোপকথনের সময় মাহির প্রশংসায় মজা করে শাস্ত্রী বলেছেন, 'ওর হাত পকেটমারের চেয়েও দ্রুত। ধরো কোনও বড় ম্যাচ, বিশেষত তা যদি হয় আহমেদাবাদে। তোমার পিছনে ধোনি থাকা মানে নিরাপদ নয় পকেট। ওয়ালেট গায়েব হয়ে যেতে পারে।' যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার মাহি-গুণের কথাও তুলে ধরেন। শাস্ত্রীর কথায়, শূন্য রানে আউট হোক বা বিশ্বকাপ জিতুক, মাহির শরীরী ভাষা প্রায় এক থাকে। সেঞ্চুরি বা দ্বিশতরানেও যা বদলায় না

ধোনি নিজেও খুশি 'আইসিসির হল অফ ফেম'-এ জায়গা পেয়ে। প্রতিক্রিয়ায় এমএস বলেন, 'আমার জন্য বিশাল সম্মান। খেলোয়াড়দের ক্রিকেটের প্রতি অবদানকে স্বীকৃতি

আইসিসি হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়ার পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অভিনন্দন ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অজয় নাথ শা দেও-র।

হল অফ ফেমে বাকি ভারতীয়রা

সুনীল গাভাসকার, বিষেণ সিং বেদি, কপিল দেব, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, ভিনু মানকড়, ডায়না এডুলজি, বীরেন্দ্র শেহবাগ, নীতু ডেভিড।

দেওয়া হয় এভাবে। বিশ্বসেরাদের সেই তালিকায় জায়গা পাওয়া বিশেষ অনুভূতি আমার কাছে। সারাজীবন এই সুখানুভূতিটা থেকে যাবে।' ধোনি ভারতের একাদশতম ক্রিকেটার যিনি এই সম্মান পেলেন। বাকি প্রাপকরা হলেন সুনীল গাভাসকার, বিষেণ সিং বেদি, কপিল দেব, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, ভিনু মানকড়, ডায়না এডুলজি, বীরেন্দ্র শেহবাগ, নীতু ডেভিড।

শচীনের পথে রুতুরাজ

লন্ডন, ১০ জুন : চোটের জন্য আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পরও জায়গা পাননি ভারতের টেস্ট দলে। কিন্তু শুভমান গিলের দল ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলার সময়, সেখানেই থাকবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাটারকে সই করিয়েছে জিওফ্রে বয়কটের ক্লাব ইয়র্কশায়ার। তাঁদের হয়ে ওয়ান ডে কাপ এবং কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ খেলবেন তিনি। সব ঠিক থাকলে ইয়র্কশায়ারের হয়ে সারের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলার কথা রুতুরাজের।

রুতুরাজ জানিয়েছেন, অনেক দিন ধরেই তিনি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। অন্যদিকে, ইয়র্কশায়ার কর্তৃপক্ষও স্বাগত জানিয়েছে তাঁকে। উল্লেখ্য, এর আগে এই ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন শচীন তেন্ডুলকার। এখন দেখার রুতুরাজ এই ক্লাবের হয়ে খেলতে নেমে কতটা সফল হতে পারেন।

জরিমানা অশ্বীনের

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন : তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে (টিএনপিএল) বিশৃঙ্খলার জন্য জরিমানা করা হল রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে। জরিমানাস্বরূপ ডিন্ডিগুল ড্রাগনের অধিনায়ক অশ্বীনের থেকে ম্যাচ ফি-র ৩০ শতাংশ কাটা হয়েছে।

গত ৮ জুন ড্রিম তিরুপ্পুর তামিঝানসের বিরুদ্ধে ম্যাচে রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোরকে সুইপ করতে গিয়ে লেগবিফোর হন অশ্বীন। যদিও সিদ্ধান্তে নারাজ হয়ে মহিলা আম্পায়ারদের সঙ্গে মাঠেই তর্ক জুড়ে দেন। ক্ষুব্ধ অশ্বীনকে দেখা যায় ব্যাট, গ্লাভস ডাগআউটে ছুড়ে দিতে। অখেলোয়াড়োচিত আচরণের জন্য তিরিশ শতাংশ জরিমানা।

হেডেনের 'বাজি' কুলদীপ

তরুণ ভারতকে নিয়ে সতর্ক করছেন জিমি

লন্ডন, ১০ জুন : পালাবদলের পর্বে ভারতীয় ক্রিকেট।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা-পরবর্তী যুগে ২০ জুন তরুণ ভারতীয় ব্রিগেডকে নিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনার অপেক্ষা। শুরুটা ইংলিশ কন্ডিশনে। চ্যালেঞ্জ তাই একটু বেশিই কঠিন। আশা-নিরাশার দোলাচল থাকলেও শুভমান গিলের তরুণ ভারতীয় টেস্ট দলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন জেমস অ্যান্ডারসন।

আসন্ন সিরিজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে (শচীন) তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসনের নামে। ইংল্যান্ডের সেই কিংবদন্তি পেসারের মতে, বিরাট-রোহিতরা না থাকলেও দল হিসেবে যথেষ্ট শক্তিশালী ভারত। ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজে যে উত্তেজনা, সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দেখা যায়, তা বজায় থাকবে আসন্ন দ্বৈরথেও। বাইশ গজে ব্যাট-বলের দ্বৈরথে পারদ কমবে না।

উত্তেজক সিরিজের ভবিষ্যদ্বাণী করে অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'বিরাট, রোহিতের অবর্তমানে সিরিজে ভারতীয় দলের চেহারায় বদল ঘটছে। তারপরও কিন্তু ওরা বেশ শক্তিশালী। বেশ কিছু দুর্দান্ত ক্রিকেটার রয়েছে। অপরদিকে, ইংল্যান্ডের নিজস্ব খেলার ধরন রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তেজক সিরিজের অপেক্ষায়।'

এদিকে, ম্যাথু হেডেন আবার কুলদীপ যাদবকে নিয়ে বড় দাবি করলেন। কিংবদন্তি অজি ওপেনারের মতে, টেস্ট জিততে কুড়ি উইকেট দরকার। আর যে লক্ষ্য পূরণে জসপ্রীত বুমরাহ নয়, তাঁর বাজি ভারতের চায়নাম্যান বোলার। ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার প্রায় শূন্য কুলদীপের। ২০১৮ সালের সফরে একটি মাত্র টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। যে টেস্টে উইকেটহীন ছিলেন। দুই ইনিংসে ব্যাটিং করে রানের খাতা খুলতে পারেননি।

অবশ্য মাঝের সময়ে অনেক কিছু বদলেছে। চোট সারিয়ে ফেরা কুলদীপ ২.০ ভার্সন অনেক বেশি ধারালো। তাছাড়া রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরে এবার বাড়তি সুযোগের হাতছানি। গৌতম গম্ভীরদের সেই পরামর্শ দিচ্ছেন হেডেন। জানান, চোখ বন্ধ করে ২০ জুন হেডিংলেতে

টেস্টের জন্য তৈরি হচ্ছেন তরুণ ভারতের নতুন অধিনায়ক শুভমান গিল।

> বিরাট, রোহিতের অবর্তমানে সিরিজে ভারতীয় দলের চেহারায় বদল ঘটছে। তারপরও কিন্তু ওরা বেশ শক্তিশালী। বেশ কিছু দুর্দান্ত ক্রিকেটার রয়েছে। অপরদিকে, ইংল্যান্ডের নিজস্ব খেলার ধরন রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তেজক সিরিজের অপেক্ষায়।
>
> **জেমস অ্যান্ডারসন**

শুরু প্রথম টেস্টের দলে রাখা উচিত চায়নাম্যান স্পিনারকে।

নাথান লায়োনের প্রসঙ্গ টেনে হেডেনের যুক্তি, 'ইংল্যান্ডে ভারতীয় দলের পারফরমেন্স কীরকম হয় দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। কঠিন, মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষাও। আগেও বলেছি, ২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রেও কুলদীপ অন্যতম ফ্যাক্টর হতে পারে ভারতের জন্য। অ্যাসেজে বরাবর প্রভাব ফেলেছে লায়োনের ধারাবাহিকতা। আমার বিশ্বাস, ভারতের হয়ে কুলদীপ সেই কাজ করতে সক্ষম হবে।'

আইসিসি হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়ার পর বিশেষ স্মারক হাতে সানা মীর, ড্যানিয়েল ভেত্তোরি, গ্রেম স্মিথ, হাসিম আমলা ও ম্যাথু হেডেন। অনুপস্থিত মহেন্দ্র সিং ধোনি। মঙ্গলবার লন্ডনে।

কোচের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লেওয়ানডস্কি

ওয়ারশ, ১০ জুন : পোল্যান্ডের জাতীয় শিবিরে যোগ দেননি রবার্ট লেওয়ানডস্কি। কারণ স্পষ্ট না করলেও জানিয়েছিলেন তিনি মানসিকভাবে ক্লান্ত।

শুক্রবার মলডোভার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে খেলেননি। আশা করা হয়েছিল ফিনল্যান্ড ম্যাচের আগে ফিরবেন লেওয়ানডস্কি। কিন্তু কোথায় কী। ফিরলেন তো না, সেইসঙ্গে জাতীয় দলের কোচ মিখাল প্রোবিয়েৎসের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন

> পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রোবিয়েৎস কোচ থাকা পর্যন্ত আমি পোল্যান্ড জাতীয় দলে খেলব না। তবে আশা করছি আবারও সমর্থকদের সামনে খেলতে পারব।
>
> **-রবার্ট লেওয়ানডস্কি**

পোলিশ স্ট্রাইকার।

লেওয়ানডস্কি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন প্রোবিয়েৎসের ওপর তিনি আস্থা হারিয়েছেন। প্রোবিয়েৎস যতদিন দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাবেন না লেওয়ানডস্কি। সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রোবিয়েৎস কোচ থাকা পর্যন্ত আমি পোল্যান্ড জাতীয় দলে খেলব না। তবে আশা করছি আবারও সমর্থকদের সামনে খেলতে পারব।'

এই ঘোষণার আগেই ইন্টার মিলানের পিওতর জেলেনস্কিকে নতুন অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেন পোল্যান্ডের কোচ। মনে করা হচ্ছে তাতেই অসন্তুষ্ট লেওয়ানডস্কি।

আন্তর্জাতিক মঞ্চকে বিদায় পুরানের

পোর্ট অফ স্পেন, ১০ জুন : গত বছরের নভেম্বরে দেশের জার্সিতে শততম টি২০ খেলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, আরও একশোটি টি২০ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করতে চান। কিন্তু ভক্তদের চমকে দিয়ে মাত্র ২৯ বছর বয়সে হঠাৎই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন নিকোলাস পুরান।

সোমবার রাতে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই বিধ্বংসী ব্যাটার লেখেন, 'অনেক চিন্তাভাবনার পর আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সকলের ভালোবাসার এই খেলা আমাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছিল। প্রতিবার ওই মেরুন জার্সিটা পরে মাঠে নামা, জাতীয় সংগীত গাওয়া সহ আরও অনেক এমন স্মৃতি রয়েছে, যেগুলো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।' বিদায়ি পোস্টে পুরান জানিয়েছেন, বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি।

এবারের আইপিএলে বিধ্বংসী ফর্মে ছিলেন পুরান। ১৯৬.২৫ স্ট্রাইক রেটে ৫২৪ রান করার পাশাপাশি টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ছয় (৪০) এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকেই। তবে অধিনায়কত্ব হারানোর পাশাপাশি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি২০ সিরিজে ছিলেন না বাঁহাতি পুরান। তবে ফর্মে থাকা পুরানকে ধরেই আগামী বছরের কুড়ির বিশ্বকাপের পরিকল্পনা সাজাচ্ছিল ক্যারিবিয়ানরা। কিন্তু হঠাৎ তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের জন্য বড় ধাক্কা।

২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে অভিষেকের পর ৬১টি ওডিআইয়ে ১৯৮৩ এবং ১০৯টি টি২০-তে ২২৭৫ রান করেছেন পুরান। দেশের জার্সিতে কুড়ির ক্রিকেটে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার এবং রানের রেকর্ডও পুরানের দখলে। প্রায় নয় বছরের কেরিয়ারে ১৭টি ওডিআই এবং ২৩টি টি২০-তে দেশের অধিনায়কত্বও করেছেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে ওই পোস্টে পুরান লিখেছেন, 'অধিনায়ক হওয়ার যে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, সেই অভিজ্ঞতা সবসময় আমার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকবে।'

এক নম্বরেই রইলেন সিনার

লন্ডন, ১০ জুন : কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার কাছে ফরাসি ওপেনের খেতাব খুইয়েছেন। তবুও এটিপি ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন জানিক সিনার। রোলাঁ গারোঁয় টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা ছুঁয়েও দুই নম্বরেই আলকারাজ।

গতবছর সেমিফাইনালে আলকারাজের কাছেই হেরে ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল সিনারকে। এবার খেতাব জিততে না পারলেও ফাইনালে ওঠার সুবাদে তাঁর প্রাপ্তি ৫০০ পয়েন্ট। সেই জায়গায় চ্যাম্পিয়ন হয়েও এটিপি-তে আলকারাজের প্রাপ্তি শূন্য। ১০ হাজার ৮৮০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সিনার। তাঁর থেকে দুই হাজারেরও বেশি পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছেন স্প্যানিস টেনিস তারকা। ৬ হাজার ৩৮৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আলেকজান্ডার ভেরেভ। এদিকে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ভেরেভকে হারানোর সুবাদে এটিপি র‍্যাংকিংয়ে একধাপ উঠলেন নোভাক জকোভিচ। তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন সার্বিয়ান তারকা।

স্বস্তির জয় ইতালির, আরও এগোলেন হাল্যান্ডরা

রোম ও তালিন, ১০ জুন : বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে মলডোভার বিরুদ্ধে স্বস্তির জয় ইতালির। অন্যদিকে, এস্তোনিয়াকে হারিয়ে আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলার পথে আরও এক ধাপ এগোল নরওয়ে।

আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডদের কাছে হারের পর লুসিয়ানো স্প্যালেত্তিকে হেড কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন। সেদিক থেকে মলডোভা ম্যাচই ইতালির ডাগআউটে তাঁর শেষ ম্যাচ ছিল। ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫৪ নম্বরে থাকা দলটির বিরুদ্ধে ম্যাচটি ০-২ গোলে জিতেছে আজুরিরা। প্রথমার্ধে জিয়াকোমো রাসপাদোরি (৪০ মিনিট) ও দ্বিতীয়ার্ধে আন্দ্রে ক্যাম্বিয়াসো (৫০ মিনিট) গোল দুইটি করেন ইতালির হয়ে। জিতলেও বিদায়বেলায় একরাশ আক্ষেপ শোনা গেল স্প্যালেত্তির মুখে। আজুরিদের বিদায়ি কোচ বলেছেন, 'দলের খেলায় আমি হতাশ। খারাপ লাগছে এই কথা ভেবে যে, আমার পরে যিনি দায়িত্ব নেবেন তাঁর জন্য ভালো দল রেখে যেতে পারলাম না।'

গোলের পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে অভিনন্দন নরওয়ের সতীর্থদের।

এদিকে, সোমবার রাতে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের অন্য ম্যাচে এস্তোনিয়াকে ০-১ গোলে হারাল নরওয়ে। ৬২ মিনিটে ম্যাচের জয়সূচক গোলটি হাল্যান্ডের। এই জয় আগামী বছর বিশ্বকাপ খেলার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল নিশীথ সূর্যের দেশকে। বাছাই পর্বে চার ম্যাচের চারটিতেই জিতে এই মুহূর্তে গ্রুপ শীর্ষে নরওয়ে।

চ্যাম্পিয়ন এজি বেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুন : এনসিসি আন্তঃ অফিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল এজি বেঙ্গল। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-কে হারিয়েছে। প্রথমে ডব্লিউবিএসইডিসিএল ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০২ রান তোলে। জবাবে এজি বেঙ্গল ১৯.২ ওভারে ২ উইকেটে ২০৩ রান তুলে নেয়।

গতির সঙ্গে নিখুঁত বোলিংয়ে জোর প্রণবের

চেন্নাই, ১০ জুন : ভারতীয় ক্রিকেটে উমরান মালিক, মায়াঙ্ক যাদবদের উত্থান উল্কার গতিতে। বিপক্ষ ব্যাটারকে গতিতে পরাস্ত করে শিরোনামে এসেছেন সাম্প্রতিক সময়ে। এবার সেই তালিকায় জুড়তে চলেছে আরও একটি নাম- আরডি প্রণব রাঘবেন্দ্র।

গত রনজি ট্রফিতে তামিলনাড়ুর দলে থাকলেও মাত্র দুটি ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়েছিল। আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বোলিং বিভাগে মূল অস্ত্র হতে পারেন সেই প্রণব। সম্প্রতি প্রস্তুতিতে ১৪৭.৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে এই তরুণ তামিল পেসারের বল নজর কেড়েছে। তার প্রশিক্ষকরা বলছেন, খুব তাড়াতাড়িই হয়তো ১৫০-এর মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেলবে প্রণব। তা হতে পারে ইংল্যান্ড সফরেই। যদিও দক্ষিণের তরুণ এই জোরে বোলার শুধু গতিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না। বরং আরও নিখুঁত বোলিংয়ের দিকেই তার নজর।

চেন্নাইয়ের ১৭ বছরের পেসার বলেছেন, 'গতি পছন্দ করি আমি। দ্রুত বল করতে চাই। তবে বাউন্সার বা হার্ড লেংথে বল করে ব্যাটারদের ভয় পাওয়ানোর অনুভূতিটা দারুণ। তার জন্য আমাকে আরও নিখুঁত হতে হবে। যে কারণে শুধু গতিতেই জোর দিচ্ছি না। বাকি দিকগুলিও যাতে ঠিক থাকে সেদিকেও লক্ষ রাখছি। ফিটনেসে গুরুত্ব দিচ্ছি।' এই সময়ে নিজের বোলিংয়ের ভিত আরও পোক্ত করে নিতে চাইছে প্রণব। একই সঙ্গে আগামী বছর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। সেই দলে জায়গা করে নেওয়াই তার পরবর্তী লক্ষ্য।

অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রস্তুতিতে ১৪৭.৩ কিলোমিটার গতিতে বল করে চমকে দিয়েছেন আরডি প্রণব রাঘবেন্দ্র।

ইংলিশ কন্ডিশনে মজে অর্শদীপ

লন্ডন, ১০ জুন : বাতাসে ঠান্ডার আমেজ।

মেঘ-রোদ্দুর-বৃষ্টির খেলা তো রয়েইছে। তার সঙ্গে 'হট চকোলেট' ও স্প্যানিশদের পছন্দের খাবার 'চোরু'। আর তাতেই মেতেছেন ভারতীয় টেস্ট ব্রিগেডের পেস বিভাগের নবাগত সদস্য অর্শদীপ সিং। লর্ডসকে আপাতত সাময়িক 'বিদায়' জানিয়ে ভারতীয় দলের নতুন ঠিকানা কেন্টের বেকেনহাম স্টেডিয়াম। যেখানে চলবে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি।

বেকেনহামের সবুজে ভরা যে মাঠে মন মজেছে অর্শদীপের। একেবারে নাকি বাড়ির অনুভূতি। তার সঙ্গে চিরাচরিত ইংলিশ কন্ডিশন এবং চকোলেটে চোরু ডুবিয়ে খাওয়ার স্বাদ। অনুভূতি সবার সঙ্গে ভাগও করে নিয়েছেন। বিসিসিআই টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এখানে এসে দারুণ লাগছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বাড়ির অনুভূতি পাচ্ছি। আগেও এখানে মাসদুয়েক কাটিয়েছি। দারুণ লাগছে ফের আসতে পেরে। আরও অনেক ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরতে চাই।'

লন্ডনের পাশে কেন্ট তুলনায় ছোট শহর। কিন্তু এখানকার প্রকৃতি, শান্ত পরিবেশের হাতছানি অস্বীকার করা মুশকিল। 'বাগানের শহর'-ও বলা হয়। অর্শদীপের কথায়, তুলনায় ছোট জায়গা হলেও কেন্টের শান্ত পরিবেশটা দুর্দান্ত। আশপাশে ভিড় নেই। সবসময় একটা ঠান্ডা হাওয়া বইতে থাকে। তার সঙ্গে শুধু হট চকোলেট আর চোরু নিয়ে বসে পড়লেই ব্যাস।

পরিবেশে ভারতীয় দল মজলেও বেকেনহাম মাঠের প্রস্তুতি পিচ কপালে ভাঁজ ফেলছে গৌতম গম্ভীরদের। মূলত পাটা উইকেট, ব্যাটিং স্বর্গ হিসেবে পরিচিত এখানকার বাইশ গজ। সাদা বলের মারকাটারি ক্রিকেটের জন্য একেবারে আদর্শ। সেই পিচে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি কতটা যুক্তিযুক্ত হবে, প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় শিবিরের মধ্যেই।

পিচ প্রস্তুতকারকরা অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। তাঁদের দাবি, ভারতীয় দলের জন্য টেস্ট উপযুক্ত পেসার। কিন্তু সমস্যা হল, ভারতীয় বোলিং ব্রিগেডে বুমরাহ নামের একজন রয়েছেন। তারপর এরকম তুলনা, নিজেকে সেরা ভাবাটা বাড়িবাড়ি। অর্শদীপের ফোকাস তাই পারস্পরিক সহযোগিতায় দলের সাফল্যে যথাসম্ভব অবদান রাখা।

মূল সিরিজে নামার আগে ১৩

প্র্যাকটিস পিচ নিয়ে চিন্তা

প্রস্তুতির ফাঁকে বিশ্রামে অর্শদীপ সিং। কেন্টের বেকেনহামে মঙ্গলবার।

প্র্যাকটিস পিচের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। ব্যাটারদের মতো পেসাররাও সুবিধা পাবেন। স্পোর্টিং পিচ। ভারতের প্রস্তুতির ভাবনায় কোনও বিঘ্ন ঘটবে না। তবে ঘটনা হল, প্রথম দিনের প্র্যাকটিসের পর আরও ভালো উইকেটের দাবি জানিয়েছে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।

জসপ্রীত বুমরাহ অবশ্য প্রথম নেট সেশনেই ঝড় তুলেছেন। যা সামলাতে হিমসিম সতীর্থরাও। টেস্ট সিরিজে যা বজায় থাকলে গম্ভীরদের অনেক চিন্তা দূর হয়ে যাবে। সিনিয়ার যে সতীর্থকে নিয়ে শ্রদ্ধার সুর অর্শদীপের গলাতেও। নিজেকে সবসময় সেরা মনে করেন বাঁহাতি তারিখ ইন্ট্রা স্কোয়াড প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নেবে ভারতীয় টেস্ট দল। সোমবারই 'এ' দলের সিরিজ শেষ হয়েছে। ইংল্যান্ডে থাকা 'এ' দল ও টেস্ট দলের খেলোয়াড়রা মিলে নিজেদের মধ্যে ১৩ জুন থেকে শুরু করবে যে ম্যাচ প্রস্তুতি।

এদিকে, বেকেনহামে আসার আগে বড়সড়ো কাণ্ড ঘটিয়েছেন ঋষভ পন্থ। বিশাল ছক্কায় লর্ডসের ট্রেনিং গ্রাউন্ডের ছাদই নাকি ভেঙে ফেলেছেন! বেন স্টোকস ব্রিগেডের বিরুদ্ধে নামার আগে ক্রিকেট-মক্কায় চেনা মেজাজে প্র্যাকটিস সারেন। ওয়াশিংটন সুন্দরকে মারা ঋষভের স্লগ সুইপ সজোরে গিয়ে আঘাত করে ছাদে। আর তাতেই বিপত্তি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জার্সি গায়ে সেলফি রবীন্দ্র জাদেজার।

আরসিবি মালিক বদলের সম্ভাবনা

পদপিষ্টের ঘটনায় মর্মাহত দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন : আঠারো নম্বর প্রচেষ্টায় প্রথমবার সাফল্য।

যদিও পদপিষ্টের ঘটনা বিজয়োৎসবের মেজাজে জল ঢেলে দিয়েছে। বিতর্ক, অভিযোগ, আইনি তর্জায় জেরবার পরিস্থিতি। এর মধ্যেই চাঞ্চল্যকর খবর, নতুন আইপিএল জয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা বদল হতে চলেছে। দলের বর্তমান মালিক দিয়াজিও পিএলসি চাইছে দল বিক্রি করে দিতে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দর ঊর্ধ্বমুখী। ২ বিলিয়ন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬,৮৩৪ কোটি টাকার বেশি দর আশা করছে তারা। দর পেলে শেয়ার ছেড়ে দেবে দিয়াজিও পিএলসি। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি ফ্র্যাঞ্চাইজি ঘনিষ্ঠ সূত্রের। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে এখনও চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে, পদপিষ্টের ঘটনায় মর্মাহত রাহুল দ্রাবিড়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রাক্তন তারকা। ভারতীয় দলের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী কোচ বলেছেন, 'অত্যন্ত হতাশাজনক ঘটনা। বেঙ্গালুরু বরাবরই ক্রীড়াপ্রেমী শহর। আমার উঠে আসা এখান থেকেই। শুধু ক্রিকেট নয়, অন্যান্য খেলাকেও ভালোবাসে বেঙ্গালুরুর মানুষ। ফুটবল হোক বা কাবাডি-সব খেলা দেখে। সেই শহরে এই রকম ঘটনা সত্যিই হৃদয়বিদারক। দুর্ভাগ্যজনক। এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে।'

বিশালের ভুলেই স্বপ্নভঙ্গ ভারতের

হংকং-১ (স্টেফান)
ভারত-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জুন : সৌদি আরব ২০২৭ এশিয়ান কাপে ভারতের পৌঁছানোর স্বপ্ন বিলীন হওয়ার পথে।

বাংলাদেশ ম্যাচ ড্রয়ের পর হংকংয়ের বিপক্ষে এবার হার ভারতের। ৯৩ মিনিটে বিশাল কেইথের করা ফাউলে পেনাল্টি প্রাপ্তি হংকংয়ের। স্টেফান পেরেরা পেনাল্টি থেকে গোল করতেই জয়ের আবেগে উদ্বেল হলেন কাউলুনের কাই তাক স্টেডিয়ামের ৫০ হাজার দর্শক। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আফগানিস্তানের কোচ হিসাবে ভারতকে ছিটকে দেওয়ার পর এবারও মোটামুটিভাবে এশিয়ান কাপের আশাও মোটামুটিভাবে শেষ করে দিলেন অ্যাসলে ওয়েস্টউড। গ্রুপ থেকে একটি দলই যেহেতু যাবে, ফলে হংকং ৪ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে গেল অনেকটা। সিঙ্গাপুর ২-১ গোলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জেতায় হংকংয়ের সঙ্গে তাদের পয়েন্টও সমান হল। এবং দুই দলেরই গোলপার্থক্য +১।

অথচ যতই বিদেশিদের (নিউট্রালাইজ ফুটবলার) নাগরিকত্ব দিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করুক হংকং, তাদের এখনও আহামরি বলা যাবে না। তবু ভারতের এই হাল কেন? কারণ দেশের হয়ে খেলার জন্য উজ্জীবিত হচ্ছেন না ফুটবলাররা। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি। হয়তো এর পিছনেও নানা কারণ আছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে ভারতীয় দলকে ঘিরে যে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি করেছেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন কর্তারা, হয়তো তার প্রভাবেই হচ্ছে এসব। আগ্রহ নেই মানোলো মার্কুয়েজেরও। এভাবে ভালো ফল হয় না। শেষদিকে তিনিও ডিফেন্স সংগঠন নষ্ট করে ফেললেন আশিস রাইয়ের জায়গায় বরিস সিং থাংজামকে নামিয়ে।

এদিন সুনীল ছেত্রীকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁর মতো অভিজ্ঞকে যদি শুরুই না করানো হবে, তাহলে ফেরানো হল কেন? ছিলেন না মনবীর সিং ও আয়ুষ দেব ছেত্রীও। বদলে আসেন ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, ৬৪ মিনিটে ম্যানুয়েল রডরিগেজের শট আঙুল ছুঁয়ে বারের উপর তুলে দুর্দান্ত বাঁচালেও শেষরক্ষা করতে পারলেন না বিশাল। ভারতের দুই সাইডব্যাকের মধ্যে আশিসের জায়গায় রাহুল ভেকেকে খেলানোর কথা ভাবা উচিত। নাওরেম মহেশ সিংকে নামানোর পর বরং মাঝমাঠ থেকে বল সরবরাহ বাড়লেও প্রতিপক্ষ বক্সে উন্নতি তেমন হয়নি। ৮১ মিনিটে সুনীলের ব্যাকহিলে

ডান পায়ে শট নিলেই গোল ছিল। কিন্তু আশিক কুরুনিয়ান নিলেন বাঁ পায়ে। হল না গোল, পয়েন্টও থাকল অধরা। মঙ্গলবার কাউলুনে।

লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও সুরেশ সিং ওয়াংজাম। আগে ছাঙ্গতে নম্বর ৯ পজিশনে খেলেছেন। কিন্তু তাঁকে ডানদিকেই রেখে মানোলো এদিন আশিক কুরুনিয়ানকে খেলালেন ওই জায়গায়। ব্র্যান্ডন ঠিক পিছনে নম্বর ১০ পজিশনে। ৩৫ মিনিটে সহজতম সুযোগ নষ্ট করে আশিক বুঝিয়ে দেন, জায়গাটা তাঁর নয়। লিস্টনের বাঁদিক থেকে ক্রস আশিকের পায়ে পড়লে তিনি ডান পায়ে মারলেই গোল হত। কিন্তু আশিকের বাঁ পায়ের শট বাইরে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও ঠিক একইভাবে সুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে বাইরে মারেন। প্রথমার্ধে হংকংও একটা ভালো সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। সাজিয়ে দেওয়া বল বিশ্রিভাবে নষ্ট করেন লিস্টন। ৮২ মিনিটে ছাঙ্গতের মাইনাস থেকে সুনীলের শট হংকং ডিফেন্স না বাঁচালে হয়তো অন্তত এক পয়েন্ট ঘরে আসত।

ম্যাচের পর সন্দেশ যদিও বললেন, 'জানি আমার দেশের মানুষ অত্যন্ত হতাশ আজ। কিন্তু আমাদের হাতে আরও চারটি ম্যাচ আছে। ফিরে আসার চেষ্টা করব।' কিন্তু তাঁর কান্নাভেজা গলার স্বরই বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁদের স্বপ্নভঙ্গের কথা।

ভারত : বিশাল, আশিস (বরিস), আনোয়ার, সন্দেশ, অভিষেক, ছাঙ্গতে (রাহুল), সুরেশ, আপুইয়া, লিস্টন, ব্র্যান্ডন (মহেশ) ও আশিক (সুনীল)।

ড্র ইউনাইটেড-মিলনপল্লির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গ্রুপ 'বি'-তে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবের খেলা ২-২ গোলে ড্র হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৩ ও ৬৬ মিনিটে মিলনপল্লির অভিষেক রাউত জোড়া গোল করেন। ইউনাইটেডের গোলস্কোরার দীপক ওরাওঁ ও যমুনা ওরাওঁ। ম্যাচে সেরা হয়ে মিলনপল্লির অভয়কুমার যাদব পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

এদিন দুই দলের জার্সির রং প্রায় এক হয়ে যাওয়া নিয়ে বেশ কয়েকজন ফুটবলপ্রেমী ক্রীড়া পরিষদকে কটাক্ষ করেছেন। যার উত্তরে পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেছেন, 'দুটো দল ও রেফারির এতে আপত্তি না থাকলে আমার কী করার আছে?' একই সুরে ফুটবল সচিব সুমন ঘোষেরও মন্তব্য, 'টসের আগে দুই দলের জার্সির রং এক দেখে পরিবর্তন করে নিতে বলেন। এরপর কোনও আপত্তি আসেনি।' বুধবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব।

শিলিগুড়ির নেতৃত্বে গৌরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ জেলা একদিবসীয় ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়ি দল ঘোষিত হয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, ১৬ সদস্যের দলের অধিনায়ক করা হয়েছে গৌরব মুন্ডাকে। যুবরাজ সিংকে করা হয়েছে সহ অধিনায়ক।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন প্রবীণ সোরেন। ছবি : সমীর দাস

ফাইনালে মোঙ্গরা

কালচিনি, ১০ জুন : গ্লোরি কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল শামুকতলার মোঙ্গরা ফুটবল ক্লাব। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে নেপালের উরলাবাড়ি ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে জিতেছে। মঙ্গলবার কালচিনি থানা মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা হয়েছেন মোঙ্গরার প্রবীণ সোরেন। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে সেবক বাজারের নেতাজি ইয়ুথ ক্লাব ও কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান ফুটবল ক্লাব।

জোড়া গোল রবীন্দ্রর

ফালাকাটা, ১০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে ফালাকাটা কেন্দ্রের খেলায় মঙ্গলবার ফালাকাটা টাউন ক্লাব ৪-৩ গোলে ভুটানিরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন স্টেডিয়ামে ২৪ মিনিটে ফিরদৌস হোসেন ভুটানিরঘাটকে এগিয়ে দেন। ৩ মিনিট বাদে সমতা ফেরান বিশু মুন্ডা। ৬৫ মিনিটে দীপ বর্মনের গোলে ফের এগিয়ে যায় ভুটানিরঘাট। তবে রবীন্দ্র বর্মনের জোড়া গোলে ম্যাচে ফেরে টাউন। ভুটানিরঘাটের হৃদয় রায় তৃতীয় গোল করেন। পরে পেনাল্টি থেকে বিশুর গোল টাউন জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচের সেরা হৃদয়। বুধবার টাউনের মাঠে খেলবে অপূর্ব সংঘ ও বাগানবাড়ি যুব সংঘ।

ফাইনালে মহাকাল

তুফানগঞ্জ, ১০ জুন : বোচামারি প্যারাডাইস ক্লাবের সিনিয়ার ফুটবল লিগে ফাইনালে উঠল বক্সিরহাট মহাকাল এফসি। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে টাকোয়ামারি যুব গোষ্ঠীকে হারিয়েছে। বোচামারি হাইস্কুলের মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা রানা সরকার। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে রসিকবিল লাল কলোনি ফুটবল টিম।

আরএসএ-কে রুখল পান্ডাপাড়া

জলপাইগুড়ি, ১০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার পান্ডাপাড়া বয়েজ ও রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের (আরএসএ) ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আরএসএ-র বিবেক ওরাওঁ ও পান্ডাপাড়ার শিবম মুন্ডা গোল করেন। ম্যাচের সেরা বিবেক।

লড়েও হার শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুন : আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের একদিনের ক্রিকেটে মঙ্গলবার হুগলির বিরুদ্ধে লড়াই করেও ২ উইকেটে হেরে গেল শিলিগুড়ি। চুঁচুড়ায় টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪০.৪ ওভারে ১১১ রানে অল আউট হয়। রবিন চৌধুরী ২০, নরোদেব বর্মন ১৭ ও সাগ্নিক দত্তমজুমদার ৯ রান করে। আকাশ তরফদারের অবদান ১৪। স্বর্ণদীপ নন্দী ১৬ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে নরোদেব (১৮/৩) ও হৃষীকেশ সরকারের (২৩/২) দাপটে হুগলি ৬০/৮ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নবম উইকেটে অবিনাশ রাঠি (অপরাজিত ৩৩) ও আদিত্য ঠাকুররের (অপরাজিত ২১) ৫২ রানের পার্টনারশিপ শিলিগুড়ির বোলাররা ভাঙতে পারেনি। হুগলি ৩১ ওভারে ৮ উইকেটে ১১২ রান তুলে নেয়। বৃহস্পতিবার মালদার বিরুদ্ধে নামবে শিলিগুড়ি।

ম্যাচের সেরা সুপ্রতীক পাল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

হারল দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাট, ১০ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা ছেলেদের ক্রিকেটে মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর ৭ উইকেটে মুর্শিদাবাদের বিরুদ্ধে হেরেছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে দক্ষিণ দিনাজপুর ২২.১ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। আশুতোষ আগরওয়াল ১৬ রান করে। ম্যাচের সেরা সুপ্রতীক পাল ৮ রানে পেয়েছে ৬ উইকেট। জবাবে মুর্শিদাবাদ ১৯ ওভারে ৩ উইকেটে ৮০ রান তুলে নেয়। মহম্মদ রাজ ২৫ ও আসিফ ইসলাম ২২ রান করে। আশুতোষ ২২ রানে নেয় ২ উইকেট।

ত্রিধারায় টেবিল টেনিস শুরু

বালুরঘাট, ১০ জুন : ত্রিধারা ক্লাব ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় ও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার তত্ত্বাবধানে রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিস মঙ্গলবার শুরু হল। ত্রিধারা ক্লাবে উদ্বোধনী দিনে অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ির রূপকথা দাস ও উত্তর ২৪ পরগনার দেবপ্রিয়া কর্মকার। প্রথম সেমিফাইনালে দেবপ্রিয়া ৩-১ গেমে হুগলির স্নেহা চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রূপকথা একই ব্যবধানে শিলিগুড়ির কৃত্তিকা শৈবর বিরুদ্ধে জয় পায়। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে পূর্ব কলকাতার নন্দিনী মণ্ডল ও উত্তর ২৪ পরগনার স্নেহা দাস। প্রথম সেমিফাইনালে নন্দিনী ৩-২ গেমে শিলিগুড়ির রিপর্ণা সাহাকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে স্নেহা ৩-১ গেমে উত্তর কলকাতার অঙ্কিতা মাহাতোর বিরুদ্ধে জয় পায়।

ম্যাচ শুরুর আগে দুই দলের সঙ্গে সাপোর্ট স্টাফরা। ছবি : জয়ন্ত সরকার

জিতল গঙ্গারামপুর

গঙ্গারামপুর, ১০ জুন : গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার অনূর্ধ্ব-১৫ প্রীতি ক্রিকেটে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২ উইকেটে বুনিয়াদপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার দলকে হারিয়েছে। প্রথমে বুনিয়াদপুর ৩০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে। রাসেল রানা ৬১ রান করে। জবাবে গঙ্গারামপুর ২৭.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ৫৮ রান করে। সন্দীপ বিশ্বাস ১৫ রানে নেন ২ উইকেট।

জয়ী ফোসকাডাঙ্গা

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার ফোসকাডাঙ্গা রাখাল মাঠ ২-১ গোলে আদিবাসী ইউনিট ক্লাবকে হারিয়েছে। ভিএনসি মাঠে ফোসকাডাঙার রাজু বর্মন ও সুদীপ রাভা গোল করেন। আদিবাসী ইউনিটের গোলটি সানি ওরাওঁয়ের।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নাসিক-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, নাসিক - এর একজন বাসিন্দা রোহণ ভাস্কর সাভকর - কে 09.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44G 72444 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সত্যিই অভিভূত এবং ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। একজন কোটিপতি হওয়ার পর আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। বছরের পর বছর ধরে আর্থিক কষ্টের মধ্যে থেকে এখন আমি বেরিয়ে এসেছি এবং অবশেষে আমার পরিবারকে সাহায্য করার এবং একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উপায় আমার কাছে এসেছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।